

তাবলিগ জামাতের বর্তমান সংকট ও
হযরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা. বা.

কিছু অজানা কথা

সংকলন

তাবলিগের কাজকরণে ওয়ালা
ওলামা হযরত এবং
পুরনো সাথিদের এক জামাত



তাবলিগ জামাতের বর্তমান সংকট ও
হযরত মাওলানা সাঈদ সাহেব দা.বা.

কিছু অজানা কথা

সংকলন

তাবলিগের কাজকরনেওয়াল

ওলামা হযরত এবং পুরোনো সাথীদের এক জামাত

হকানী উলামায়ে কেরাম আমার মাথার তাজ
আমির আমার হজরত মাওলানা সা'দ
নিজামুদ্দীন আমার মার্কাজ
তাবলিগ আমার কাজ

প্রথম প্রকাশ: প্রথম: মার্চ-২০১৮

সূচিপত্র

বিষয়সমূহ

পৃষ্ঠা

| | |
|---|----|
| ভূমিকা | ৫ |
| তাবলিগের ইতিহাস | ৫ |
| মিয়াজি মেহরাব রহু-এর হাতে লেখা ফয়সালা | ৭ |
| আমির হিসেবে মাওলানা সা'দ সাহেবের প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রাদ্দের | ১১ |
| আনুগত্য ও ঘোষণা | |
| সারা দুনিয়ার তাবলিগের মার্কাজ ভারতের নিজামুদ্দীন | ১৯ |
| টঙ্গী ইজতিমার ইতিহাস | ১৯ |
| বাংলাদেশে তাবলিগ জামাতের আমির ও শূরা | ২০ |
| আলমি শূরার বাস্তবতা | ২০ |
| রাইবেন্ড (পাকিস্তান) ইজতিমা-২০১৫-এর ফায়সালাসমূহ | ২২ |
| হাজি আব্দুল ওয়াহহাব সাহেব দা.বা.-এর একটি বরকতময় চিঠি | ২৪ |
| টঙ্গী ইজতিমা-২০১৭ উপলক্ষে পাকিস্তানী হযরতদের দাওয়াতনামা | ২৬ |
| রাইবেন্ড (পাকিস্তান) ইজতিমা-২০১৬-এর ফায়সালাসমূহ | ৩১ |
| রাইবেন্ড (পাকিস্তান) ইজতিমা-২০১৭-এর ফায়সালাসমূহ | ৩৫ |
| ভারত থেকে পাকিস্তানে মার্কাজ স্থানান্তরের অপচেষ্টা | ৩৮ |
| ব্যক্তি পূজা না বরং আমিরকে মেনে চলা ওয়াজিব | ৪২ |
| এক নজরে হযরত মাওলানা সা'দ সাহেব কাঙ্ক্ষতি | ৪৪ |
| হজরত মাওলানা সা'দ কি আলেম? | ৪৭ |
| কয়েকজন মুকব্বি নিজামুদ্দীন থেকে বের হয়ে গেছেন, না-কি সেখান | |
| থেকে বের করে দেয়া হয়েছে? | ৪৮ |
| ওলামা হযরত ও বড়রা কি সবাই নিজামুদ্দীন ছেড়ে চলে গেছেন? ... | ৫২ |
| ২০১৭ সালের ইজতিমার মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.-এর আগমন .. | ৫৫ |
| পুরানো শাখিদের পাঁচ দিনের জোড় | ৫৫ |
| সরকার কর্তৃক গঠিত প্রতিনিধি দলের ভারত সফরের কারগুজারি | ৬২ |
| প্রতিনিধি দলের ভারত সফরের প্রতিবেদন | ৬৫ |
| প্রতিনিধি দলের দেশে ফেরার পর ঘটনাবাহ | ৬৮ |
| টঙ্গী ইজতিমা-২০১৮-এ সংগঠিত কিছু অনাকাজিত ঘটনাবলী | ৭০ |

| | |
|---|-----|
| বিভিন্ন জেলায় ইজতিমা | ৭১ |
| বিশিষ্ট শূরা কর্তৃক সভ্যকে গোপন | ৭২ |
| নিজামুদ্দীন অমানাকারী শুরাদের বিভ্রান্তিকর পত্রের জবাব | ৭৩ |
| ঢাকা শহরের সাধীদের তরফ থেকে ৭ শূরা হজরতের চিঠির জবাব .. | ৭৯ |
| যুগে যুগে মুজাদ্দিদগণের উপর কুকরি ফতোয়া | ৯০ |
| ওলামা হজরতগণের প্রতি একজন মুর্খ তাবলিগওয়ালার খোলা চিঠি .. | ৯৪ |
| দারুল উলুম দেওবন্দ ও নিজামুদ্দীন এক দফতর দুই মারকাজ | ৯৭ |
| কেন এ পর্যালোচনা | ৯৯ |
| দারুল উলুম দেওবন্দের জরুরি ঘোষণা | ১০১ |
| দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম চিঠি | ১০৩ |
| মাওলানা সা'দ সাহেবের বিস্তারিত বক্তব্য ও তার জবাবে দারুল উলুমের চিঠি | ১১১ |
| হযরত মাওলানা সা'দ সাহেবের প্রথম রুজুনামা | ১১৩ |
| এর প্রেক্ষিতে দেওবন্দের চিঠি | ১২২ |
| দারুল উলুমের মনশা মোতাবেক দ্বিতীয় রুজুনামা | ১২৫ |
| দেওবন্দের রশিদপত্র | ১৩২ |
| হযরত মাওলানা সা'দ সাহেবের স্পষ্ট বর্ণনা সহকারে তৃতীয় রুজুনামা | ১৩৪ |
| ২০ দিন পর দারুল উলুম দেওবন্দের জবাব | ১৪৩ |
| ব্যাখ্যাবিহীন ও বিনা বাক্য ব্যারে চতুর্থ রুজুনামা | ১৪৯ |
| দারুল উলুম দেওবন্দের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ঘোষণা | ১৫১ |
| বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের ভারত সফর | ১৫৩ |
| হযরতজি মাওলানা সা'দ সাহেবের এলানী রুজু | ১৫৩ |
| দ্বিতীয়বার এলানী রুজু | ১৫৫ |
| মাওলানা সা'দ-এর ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান | ১৫৬ |
| দেওবন্দের ছাত্রদের চিঠি | ১৫৯ |
| হযরত মাওলানা সা'দ সাহেবের কিছু আপত্তিকর বক্তব্যের যাবিকত ... | ১৬৫ |
| হযরত মাওলানা সা'দ সাহেবের ব্যাপারে অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ ... | ১৬৬ |
| আমাদের পর্যালোচনা | ১৯১ |
| শেষ আরজ | ১৯২ |

ভূমিকা



হাদিস শরীফে আছে যে, “মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, যা শোনে তা যাচাই না করে বলে” (মুসলিম শরীফ)। এই হাদিসের উপর আমল না করার কারণে উম্মত আজ বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। আপনারা অবগত আছেন যে, হজরত মাওলানা সা’দ কান্দলভী (দা.বা.) কিছু বয়ানাতের উপর আপত্তি উত্থাপন করে দেশব্যাপি অগণতার করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের তাবলিগ জামাতের করেকজন শ্রীর সহযোগিতায় কওমি উলামায়েকেরামের একাংশের নেতৃত্বে হজরত মাওলানা সা’দ সাহেবের বিরুদ্ধে লিখিত ও মৌখিকভাবে কুৎসা রটনাসহ মিথ্যা অপবাদ দেয়া হচ্ছে যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। ফলে তাবলিগ জামাতের সাধিসহ সাধারণ মুসলমানগণ ভীষণ মনোকষ্ট ও বিস্রান্তির মধ্যে পড়েছেন। অন্যদিকে দাওয়াত ও তাবলিগের মত উঠু ও মহান কাজ প্রশ্রয়িত হচ্ছে যার অবসান হওয়া প্রয়োজন। সৃষ্ট বিস্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য উনার বয়ানাত, কুজুনামা, ভায়ড, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের তাবলিগের কাজের অভ্যন্তরীণ সমল্যাসহ চলমান সংকটের নেপথ্যে প্রকৃত দটনারলী সংক্রমানে তুল ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে মাত্র।

তাবলিগের ইতিহাস

সমস্ত নবীগণ দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনত করেছেন। সর্বশেষ আমাদের নবী সাইয়্যেদুল মুরসালিন রাসুলুল্লাহ সা. দাওয়াত ও তাবলিগের জিম্মাদারী আদায় করেছেন। আর যেহেতু কোন নবী আসবেন না এজন্য এই জিম্মাদারী প্রত্যেক উম্মতি মোহাম্মাদীর উপর অর্পিত হয়েছে।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রহ. ১৯১০ সালে ভারতের রাজস্থানের মেওয়াত নামক এলাকার জামাত আকাবে তাবলিগের কার্যক্রম শুরু করেন। এরপর ১৯২০ সালে দিল্লীতে তাবলিগের কর্মতৎপরতা বিস্তৃতি ঘটে। ১৯৪৪ সালের ১২ জুলাই তিনি এন্তেকাল করেন। এরপর তাবলিগের কাজের হাল ধরেন

ওনারই সুযোগ্য সন্তান বিশিষ্ট হাদিস বিশারদ হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব কাকলভির রহ.।

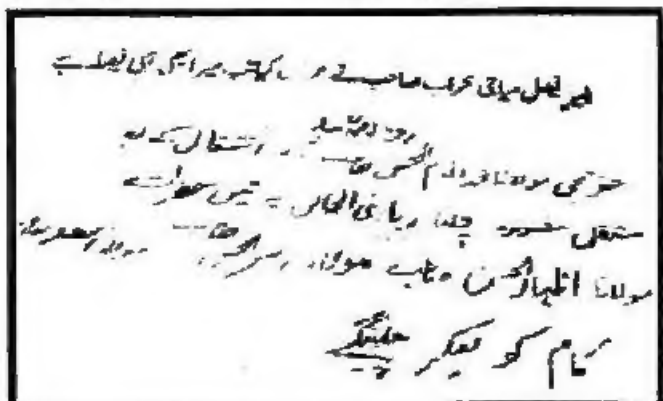
এই সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়মিত জামাত পাঠানো শুরু হয় এবং এ কাজ বিশ্বব্যাপি বিস্তার লাভ করে।। তিনি ১৯৬৫ সালে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় একমাত্র ছেলে মাওলানা হারুন সাহেব রহ. এর বয়স খুব কম ছিল। এমতাবস্থায়, মাওলানা এনামুল হাসান রহ.কে পরামর্শ করে তৃতীয় হজরতজি নির্বাচন করা হয়। তিনি মাওলানা ইনিয়াছ রহ.এর ভাগ্নে ও ইউসুফ রহ.এর মামাতো ভাই এবং ভায়েরা ছিলেন। মাত্র ২৮ বছর বয়সে মাওলানা হারুন সাহেব রহ. ১৯৭৩ সালে ইন্তেকাল করেন। দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর মাওলানা এনামুল হাসান রহ. জিম্মাদারী আদায় করেন এবং ১৯৯৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইন্তেকালের আগে তিনি পরবর্তী জিম্মাদার নির্ধারণের জন্য মোট ১০ জনের এক জামাত তৈরি করেন। ওনারা ফায়সালা করেন যে, ৩ জন আপাতত ভাবনিগের এ কাজকে নিয়ে চলবে। ওনারা হলেন, ১. মাওলানা ইজহারুল হাসান সাহেব রহ., ২. মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব রহ. ৩. হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.।

১৯৯৭ সালে হযরত মাওলানা ইজহারুল হাসান রহ. ইন্তেকাল করেন এবং ২০১৪ সালে হযরত মাওলানা যুবায়েরুল হাসান রহ.-এর ইন্তেকাল করেন। কাজ পরিচালনার সুবিধার্থে ০৮ ডিসেম্বর ২০১৫ দিল্লীতে অল ইন্ডিয়া জোড়ে সবার ঐক্যমতের ভিত্তিতে ৯ সদস্যের ভারতীয় শূরা গঠন করা হয়। তবে হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে ফায়সাল ও আমির হিসেবে বহাল রাখা হয়। বর্তমানে হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. আমির হিসেবে বিশ্বব্যাপি ভাবনিগের কাজ পরিচালনা করে আসছেন।

মিয়াজি মেহরাব রহ.-এর হাতে লেখা ফয়সালা

বিগত ১৯৯৫ সালে হযরতজি মুহাম্মদ এনামুল হাসান সাহেবের ইন্তেকালের পরে দীর্ঘ মাশোয়ারা চলছিল। অতঃপর আমিরা ফয়সাল মিয়াজি মেহরাব সাহেব বললেন, এটিই আমার ফায়সালা যে, আপাতত এই তিন হযরত (১) মাওলানা ইজহারুল হাসান, (২) মাওলানা যুবায়ের হাসান, (৩) হজরত মাওলানা সা'দ-এ কাজকে নিয়ে চলবে (ইনশাআল্লাহ)।



১৯৯৭ সালে হযরত মাওলানা ইজহারুল হাসান রহ. ইন্তেকাল করেন। এরপর জীবিত বাকি ২ জন মিলে সুষ্ঠুভাবে দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা ও অভ্যাসগতভাবে মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব রহ. বেশি সময় বয়ান করতে পারতেন না। তাই বিশ্বের বিভিন্ন ইজতিমা ও মাশোয়ারাগুলোতে তিনি শেষ মোনাজাত করতেন। মূল বয়ান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর ফায়সালা করতেন হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব। এভাবেই চলছিল বিশ্বব্যাপি তাবলিগের কার্যক্রম। বিগত ২৫ বছর ধরে টঙ্গীর ইজতিমা ও রাইবেল্ড ইজতিমার মূল বয়ান ও হেদায়াতি কথা বলতেন হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব আর দোয়া পরিচালনা করতেন মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব রহ.।

২০১৪ সালে হযরত মাওলানা যুহাইরুল হাসান রহ.-এর ইন্তেকালের পর উক্ত ৩ জনের মধ্যে একমাত্র জীবিত হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.। হজরতজি ইলিয়াহ রহ. এর বংশের চতুর্থ পুরুষ হজরত মাওলানা সা'দ কানুনভির হাতে এখন ওনার পূর্বসূরীদের আমানত অর্পিত হয়েছে। উল্লেখ্য, নিজামুদ্দীন মার্কাজে অদ্যাবধি ছাপানো প্যাড ব্যবহার করা হয় না। শূরা বানানোর ফরাসালায় বাংলা অনুবাদ ও মূল উর্দু কপি দেয়া হলো।

বিসমিহি তা'আলা

বাংলাওয়ার্লি মসজিদ

বত্তি হযরত নিজামুদ্দীন দিল্লী

সুহাতারাম, জনাব হাজি আব্দুল ওহাব সাহেব ও রাগবেভের অন্যান্য শূরা আসসালামু আলাইকুম ওরহমাতুল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উচ্চ সত্তার প্রতি আশা যে, আপনি আপনার সমস্ত সাথিদের নিয়ে ভালো আছেন। আল্লাহ তা'আলা আপনার বয়সের ভিতর বরকত দান করেন এবং আপনার দ্বারা সমস্ত উন্নত যেন উপকৃত হতে পারেন। আল হামদুলিল্লাহ। আমাদের ত্রৈমাসিক মাসোয়ারা চলছে। আপনার আদেশক্রমে যেমন আপনাকে কথ্য দিয়ে এসেছিলাম যে, আমাদের নিজামুদ্দীনের ত্রৈমাসিক মাসোয়ারাতে নিজামুদ্দীন মার্কাজের শূরা তৈরি করা হবে। সাথিদের সাথে আলোচনা হয়েছে। আরম্ভিক মতামত নেয়ার দ্বারা নিম্ন উল্লিখিত সাথিদের নির্ধারণ করা হয়েছে।

১. হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব, ২. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব, ৩. মাওলানা বো. ইব্রাহিম সাহেব, ৪. মাওলানা আহমদ লাঠ সাহেব, ৫. মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেব, ৬. মিয়াজি আজমত সাহেব, ৭. মাওলানা আব্দুল সাত্তার সাহেব, ৮. সৈয়দ আব্দুল আলিম সাহেব, ৯. মাওলানা ইউসুফ সাহেব

আপনাদের কাছে অর্থাৎ রাইবিত, শাকিবতানে এবং কাকরাইলে বাংলাদেশে শূরা বিদ্যমান আছে। আমরাও আমাদের শূরা নির্ধারণ করে নিয়েছি। দোয়া করবেন যেন, আল্লাহ তা'আলা এই শূরাকে সমস্ত দুনিয়ার কাজের উন্নতির এবং সংরক্ষণের উসিলা বানান এবং কবুল করেন।

ওয়াসসালাম

বান্দা মুহাম্মদ সা'দ

লেখক ফারুক আহমেদ

শাকিব-হজরত মাওলানা সা'দ, বান্দা ইব্রাহিম, আহমেদ লাঠ, আব্দুল আলিম

২৭-১১

ইসলাম

১/১

মহাজল

কবির ফরাসি/ফরাসি

২০ ফেব্রুয়ারি ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

করার ফরাসি/ফরাসি

স্বাক্ষর/স্বাক্ষর

ফরাসি/ফরাসি

ফরাসি/ফরাসি

ফরাসি/ফরাসি

ফরাসি/ফরাসি

ফরাসি/ফরাসি

ফরাসি/ফরাসি

ফরাসি/ফরাসি

ফরাসি/ফরাসি

ফরাসি/ফরাসি

ফরাসি/ফরাসি

آپ کے پیار اور توجہ سے مندرجہ ذیل لکھنؤ کتب

موجود ہیں اور آپ ہم نے اپنی سہولت کے لئے

دیا ہے کہ ان کے لئے بہت سے بار بار

کے لئے کی سہولت اور حفاظت کا ذریعہ ہیں۔

اور اس کے لئے عالم کے لئے بہت سے بار بار

نہ

نہ

نہ

نہ

نہ

نہ

نہ

আমির হিসেবে মাওলানা সাঈদ সাহেবের প্রতি আন্তর্জাতিক শূরাদের আনুগত্য ও ঘোষণা

আপনারা অবগত আছেন যে বাংলাদেশের টঙ্গী ইজতিমা বিশ্ব ইজতিমা হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো বিশ্বের সব দেশের পুরানা সাঈদ হযরতগণ এখানে এসে তাদের মাওলানার হাল করানোর নির্মিত উপস্থিত করেন। এই যত্নকার টঙ্গী ময়দানে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের পুরানা সাঈদের উপস্থিতিতে মালেশিয়ার মাধ্যমে মাওলানা সাঈদ সাহেব কে বিশ্ব আমির হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। যদিও তিনি প্রকারান্তরে বিশ্ব আমির হয়েই ছিলেন। যেহেতু তিনি এককভাবে সমস্ত মালেশিয়ার ফরসাল থাকতেন, উল্লেখ্য যে সে সব মালেশিয়ার পার্জিত্তানের হাজি আব্দুল ওহাব সাহেব, নিজমুদ্দীনের মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব, মাওলানা ইব্রাহিম মেউলা সাহেবসহ অন্যান্য এমীন হযরতগণ উপস্থিত থাকতেন।

২০১৭ সালের জানুয়ারি ১৩-২২ টঙ্গী ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতিমার ১৪ জানুয়ারি শনিবার বাদ কতর টঙ্গীতে মালেশিয়ার কামরার বিস্তার বেশের শূরা/জিম্মাদারদের সামনে ইজরত মাওলানা সাঈদ সাহেবসহ এক মজলিস হয়। সেই মজলিসে ওনারা বক্তব্যে কর্তৃত্ব করে নিজ নিজ দেশের শূরার তরফ থেকে বলেন যে, “আমরা সবাই ইজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব দামাত বাবাকাতুদ্বারা কয়েক জিম্মাদার ও আমির মানি।” আমেরিকা এমালী এফজল ওয়াক উরুওয়াদা মুফতি এই মজলিস বক্তব্যে কর্তৃত্ব করে বলেন যে, “এখন থেকে আমরা ইজরত মাওলানা সাঈদ সাহেবকে ‘ইজরতজা’ বলে ডাকব।” ইজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব এর উত্তরে ছোট আওয়াজে তাওয়াজ (বিনত) এর সাথে বলেন, আমি খাদেম।

বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৫০ জন জিম্মাদার/শূরাদের এ মজলিস থেকে এত বোলক কোনো রায় আসেনি। উল্লেখ্য যে, ওনারা আওয়াম বা সাধারণ সাঈদ নই। বরং নিজ নিজ দেশের ‘আইশে রাষ্ট্র’ বা শূরা, আমির বা কায়সাল বা দাওয়াতের কাজের জিম্মাদার বুদ্ধিব।

উল্লেখ্য যে কাকবাইলের ইজরত মাওলানা দুবারের সাথে হাসপাতালে হাটের চিকিৎসাধীন থাকার কারণে এসব বৈঠকে হাজির থাকতে পারেননি। ইজরত মাওলানা ওমর কাসক সাহেবও হাজির থাকতে পারেননি।

১৪ জানুয়ারি ২০১৭ তে বর্ণিত মজলিশের পর থেকে প্রায় আট দিন এরই আনোচনা, মাগোয়রা ও মোরাস্তাব করার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ইজতিমার দ্বিতীয় ভাগের দোয়ার পর হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেবের এজাজত ক্রমে ২২ জানুয়ারি, ২০১৭ রবিবার বাদ মাগরিব বাংলাদেশের হজরত মাওলানা জুবায়ের সাহেবের (ইতোমধ্যে তিনি হাসপাতাল থেকে ফিরে আসেন) কামরায় এক মজলিশ হয়। সেখানে বাংলাদেশ শূরার নিম্নলিখিত ১০ জন হাজির ছিলেন।

১. হজরত মাওলানা মোহাম্মদ হুসাইন সাহেব;
২. হজরত মাওলানা যোবায়ের সাহেব;
৩. হজরত মাওলানা ফারুক সাহেব;
৪. ভাই খান মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন নাসিম সাহেব;
৫. ভাই ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব;
৬. হজরত মাওলানা রবিউল হক সাহেব;
৭. হজরত মাওলানা মোশাররফ সাহেব;
৮. হজরত মাওলানা ওমর ফারুক সাহেব (ইজতিমার দ্বিতীয় ভাগে তিনি যোগদান করেন);
৯. ভাই শেখ নূর মোহাম্মদ সাহেব এবং
১০. প্রফেসর ইউনুস শিকদার সাহেব।

ওনারা ছাড়া আরো ১০-১২ জন অন্যান্য দেশের মুকরির ও উলামা হজরতগণ উপস্থিত ছিলেন।

হজরত মাওলানা মুজাম্মিলুল হক সাহেব ও হজরত মাওলানা জমিরুদ্দিন সাহেব বেশি অসুস্থ ছিলেন। ভাই এই মজলিশে হাজির থাকতে পারেননি। গত ৮-১০ দিনের মেহনত ও মোরাস্তাবকৃত উর্দু ভাষায় লিখিত প্রায় আটটি ফায়সালা সম্বলিত কাগজ হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেবকে শোনানো হয়। ওনাকে স্বাক্ষর করার অনুরোধ করা হলে উনি সেটি স্বাক্ষর না করে উক্ত মজলিশে উপস্থিত সাধিদের নিকট পাঠিয়ে দেন। কেউই সেই লিখিত বিষয়গুলোর মোবালিকাত বা বিরোধিতা করেননি। তারপর সেই কাগজে সবার উপস্থিতিতে বাংলাদেশের আহলে শূরার পক্ষে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ শূরার ফায়সালাদের মধ্যে হজরত মাওলানা ফারুক সাহেব। বাংলাদেশের সব শূরা ও অন্যান্যদের দস্তখত নেয়ার ব্যাপ্ত এসেছিল। কিন্তু

এর উপরে সবাই একমত হন যে, সবার দস্তখত নেয়ার দরকার নেই। ঐ কাগজে এই সিদ্ধান্ত লেখা আছে যে, এই আলমি ইজতিমায় এটি তার হয়েছে যে, হযরত মাওলানা সাঈদ সাহেব নামাজ খারাকাতুহমই তাবলিগের কাজের জিম্মাদার এবং ফায়সাল থাকবেন ১৪ ও ২২ জানুয়ারি ২০১৭ এবং মধ্যবর্তী মজলিশসমূহের সূত্রে উপরে বর্ণিতভাবে হযরত মাওলানা সাঈদ সাহেবকে জিম্মাদার বানানো হয় এবং আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। মাওলানা ফারুক সাহেব স্বাক্ষরিত সেই পত্রের কপি উপস্থিত বিভিন্ন দেশের শূরার সাথিরা নিয়ে যান এবং ই-মেইলের মাধ্যমে সব দেশে পাঠানো হয়। মাওলানা ফারুক সাহেব স্বাক্ষরিত সেই চিঠির বাংলা অনুবাদ ও মূল ইংরেজি কপির নমুনা দেয়া হলো। এই চিঠির আরবি ও উর্দু কপি সারা দুনিয়ার জিম্মাদার সাথিদের কাছে বিলি করা হয়।

বাংলা অনুবাদ

২৩ রবিউল সানি, ১৪৩৮ হিজরি

২২ জানুয়ারি, ২০১৭

খয়ের ভাই ও বৃদ্ধর্গ!

এই বছর টঙ্গী বিশ্ব ইজতিমায় সারা বিশ্বের পুরনো সাথিরা এবং শূরা হযরতরা মাশোয়ারায় একত্রিত হয়ে পারস্পরিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে গুনাদের উপস্থিতিতে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

হযরতজি মাওলানা এনাযুশ হালান সাহেব রহ. এর ইচ্ছামতঃ পয় শিদ্দ সিবিহ বড়রা কাজ পরিচালনার জন্য জিম্মাদার সাথি নির্ধারণের জন্য একত্রিত হোন।

১. হযরত মাওলানা ইজহারুস হাসান কাকলতি রহ.
২. হযরত মাওলানা খুবারেকুস হাসান কাকলতি রহ.
৩. হযরত হযরত মাওলানা সাঈদ সাহেব কাকলতি দা.বা.
৪. হযরত মিয়াজি মেহরাব সাহেব রহ.
৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর পালনপুরি রহ.
৬. হযরত মাওলানা সাঈদ আহমেদ খান সাহেব রহ.
৭. হযরত মাওলানা জয়নুল আবেদীন সাহেব রহ.
৮. হযরত হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব দা.বা

৯. হযরত হাজি আব্দুল মুকিত রহ^১

উপরোক্তপ্রতিষ্ঠিত হযরতরা ফায়সাল করেছিলেন যে, নিশ্চয়ই তিন হযরত জামতত, এই কাজের জিম্মাদারীর দায়িত্বে থাকবেন।

১. মাওলানা ইজহাকুল হাসান সাহেব রহ.

২. মাওলানা মুবাইয়্যুল হাসান সাহেব রহ.

৩. মাওলানা মুহাম্মদ সা'দ সাহেব দা বা

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্মানিত তিন মুকিম আগোষে পুরা কাজকে চালিয়েছেন। ১৯৯৭ সালে মাওলানা ইজহার সা'হেব রহ.-এর ইন্তেকালের পর বাকি দুই হযরত মাওলানা মুবাইয়্যুল হাসান সাহেব রহ. এবং হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা বা দায়িত্ব নিয়ে এই কাজের প্রতিদায়িত্ব করে আসছিলেন। ২০১৪ সালে মাওলানা মুবাইয়্যুল হাসান সাহেবের ইন্তেকালের পর হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা বা, এই মহতি কাজের জিম্মাদারী আদায় করে আসছেন।

১. ২০১৭ সালের টীকা ইজতিমায় বিপুল সংখ্যক দেশের শূরা হযরতরা ওলামের দেশের মেহনতের প্রতিদায়িত্ব হিসেবে দাঁড়িয়ে মেহনতের বার্ষিক হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে তারলিপের মেহনতের বিশ্ব জিম্মাদার হিসেবে রায় দেয় করেন। সারা আলমের এই ইজতিমায় ফায়সাল হয় যে, হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা বা হবেন তারলিপ মেহনতের জিম্মাদার এবং ফায়সাল।

২. সব সময়ই নিজামুদ্দীন তারলিপ মেহনতের বিশ্ব মার্কাজ এবং প্রণয়কেন্দ্র। সত্য পৃথিবীতে তারলিপের মর্যাদার যে কোনো পরামর্শ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সেখানে থেকেই হয়ে আসবে। এই রীতি মাওলানা ইলিয়াছ সাহেব রহ. এর মূল থেকেই প্রতিষ্ঠিত। তারপর থেকে এই পর্যন্ত সমস্ত আদার এভাবেই চলে এসেছেন। এর উপরই ওনারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এখনো নিজামুদ্দীনই তারলিপের বিশ্ব মার্কাজ। ২০১৬ রাইনেত ইজতিমায় হাজি আব্দুল ওহাব সাহেব দা বা আলত সমস্ত বড়দের উদ্দেশ্য করে জোর দিয়ে বলেন যে মাওলানার মেহনতের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত উমুর এবং উমূরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে নিজামুদ্দীন মার্কাজ।

১. ১৩ জুনের জামাত ছিল স্রষ্টা আব্দুল্লাহ সাহেব (শাজিওয়ান) ঐ মহশয়রাবার মা থাকায় ওনার নাম এখানে উল্লেখ নেই।

৩. শুরু থেকেই সমস্ত দুনিয়ার নির্বাচিত শূরা হযরতরা উনাদের উমুরসমূহ সমাধানের জন্য নিজামুদ্দীন পাঠাচ্ছেন। যার ধারাবাহিকতা এখনো বঙ্গবং আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আলহামদুলিল্লাহ এই সিদ্ধান্তের বিষয়গুলো সব সময়ই রাইবিভে পাঠানো হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ এভাবেই তা অব্যাহত থাকবে।

৪. আন্তর্জাতিকভাবে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ এই তিন দেশের বড়রা নিম্নলিখিত সময়ে একত্রিত হবেন এবং বিভিন্ন উমূরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন

১. রাইবিভ ইজতিমা ১৮৬

২. টঙ্গী ইজতিমা।

৩. প্রতি দুই বছরে হুজ্ব মৌসুমের মেহনত

ইনশাআল্লাহ এই বিষয়গুলো এভাবেই হবে। এটিই আলমি পরামর্শ। এর জন্য কোনো আলমি শূরার প্রয়োজন নেই।

৫. ২০১৫ সালের রাইবিভ ইজতিমা থেকে ফিরে নিজামুদ্দীনে ইন্ডিয়ার পুরানা সাথিদের ত্রিমাসিক ম্যাগেয়ারায় হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব দা.বা. সম্মানিত আট জনের সমন্বয়ে একটি শূরার জামাত গঠন করেছিলেন। নিজামুদ্দীনে যে আট জনের সমন্বয়ে হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব দা.বা. শূরার জামাত গঠন করেছিলেন ওনারা হলেন—

১. মাওলানা ইব্রাহিম দেউলা সাহেব

২. মাওলানা আহমেদ লাট সাহেব

৩. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব।

৪. মিয়াজি আজমত সাহেব।

৫. মাওলানা আব্দুল সাত্তার সাহেব

৬. প্রফেসর আব্দুল আলিম সাহেব।

৭. মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেব

৮. মৌলভি মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব।

মার্কাজে প্রতিদিন সকালে পরামর্শ হয়। উপরোল্লিখিত সম্মানিত শূরা হযরতদের সাথে মার্কাজের মুকিমিন হযরতরা শরিক হয়ে পরামর্শ করেন। আপোষে রায় পেশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এভাবেই কার্যক্রম চলতে থাকবে।

৬. হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব যখন সুস্থ ছিলেন সে সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, প্রতি দুই বছর অন্তর বিশ্বের সমস্ত পুরোনো সাথিরা

নিজামুদ্দীনে পরামর্শ এবং মোজাকারার জন্য একত্রিত হবেন। যদ্বর্ণন সারা বিশ্বের মেহনত একটি নকশার উপর চলা নিশ্চিত করবে। এই নকশাকে মেনে চলা হবে।

৭. বিভিন্ন দেশের পুরানো সাহিত্যের জোড় এবং ইজতিমাসমূহে তিন দেশের সমন্বিত জামাত অংশ গ্রহণ করবেন। এই জামাতসমূহের আমির বা জিন্নাদার সব সময় নিজামুদ্দীন হতে হয়ে আসছে। এই স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা এভাবেই চলতে থাকবে।

৮. পুরানোদের জোড়ে অংশগ্রহণের জন্য তিন দেশের সমন্বয়ে যে জামাত আসে, উনাদের বিষয়টি টঙ্গী মার্শোয়ারাতে উত্থাপন করা হয়েছিল। বিষয়টি ছিল যে, ঐ জামাতকে কিভাবে ইস্তেগবাল এবং ব্যবহার করা যায়? মার্শোয়ারার পর ফায়সালা হয় যে, নির্দিষ্ট দেশের জামাতকে এস্তেগবাল এবং ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক জামাতের পৃথক পৃথক জামাত পত্র থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ—সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য ইজিরাহ জামাতের সাথে নিজামুদ্দীন থেকে একটি চিঠি প্রেরণ করা হবে।

মো ফারুক

কাকরাইল, শ্রী বাংলাদেশ

২৩ রবিউস সানি, ১৪৩৮

২২ জানুয়ারী, ২০১৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হজরতজি মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব বহু জীবিত থাকতে এই কথা বলেছিলেন যে, আমির শব্দের মধ্যে গরমি আছে। তাই ‘আমির’-এর বদলে ‘জিন্নাদার’ বলা। তখন থেকে ‘আমির’ ও ‘জিন্নাদার’ শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

23 Rabi' Thani, 1438

22 January, 2017

Dear Respected brothers and elders;

This year's International Ijtima in Tongi, old workers and shura brothers from all over the world asked several questions and the following clarifications and decisions were made after the collective mashwara of all the participants.

After the demise of Hadhrat Maulana Inamul Hasan sb R.A. the following elders formed the guiding members of the work.

1. Hadhrat Maulana Izzatul Hasan Kandhalvi R.A
2. Hadhrat Maulana Zubairul Hasan Kandhalvi R.A
3. Hadhrat Maulana Saad Kandhalvi R.A
4. Hadhrat Maulana Muhiyul Uddin R.A
5. Hadhrat Maulana Muhammed Umar Palanpuri R.A.
6. Hadhrat Maulana Saeed Ahmed Khan sb R.A.
7. Hadhrat Mufti Zainul Abedeen sb R.A.
8. Hadhrat Haji Abdul Wahab sb Damat Barakatuhu
9. Hadhrat Haji Abdul Mukit R. A.

The above mentioned elders concluded that the following elders will carry on the responsibility of this work.

1. Maulana Izzatul Hasan sb R. A
2. Maulana Zubairul Hasan sb R.A
3. Maulana Muhammed Saad Kandhalvi Damat Barakatuhu

According to the above decisions the three elders carried on spearheading the work with mutual unity. After the passing away of Maulana Izzat sb R.A. in 1997 the two elders (Maulana Zubairul Hasan sb R.A. and Maulana Saad sb) carried on the responsibility of the work. After the passing away of Maulana Zubairul Hasan sb R.A. in 2014, Maulana Saad endured the responsibility of the work.

1. In the tongi ijtima of 2017 various Shura responsible brothers from numerous countries stood up on their own initiative and announced on behalf of their country's shura that they all pledge allegiance to Maulana Saad sb to be their responsible person in all the tablighi affairs. In this Aalam Ijtima it was decided that Hadhrat Maulana Saad sb Kandhalvi Damat Barakatuhu is responsible and the faisal for the work of Tabligh.
2. Nizamuddeen has always been the centre for the work of Tabligh, mashwara and the decision making relating to the matters of the whole world. This has been instituted since Maulana Pyas R.A. and all amirs since then during their lives and also after their passing away Nizamuddeen will continue being the centre. During the Rawind ijtima of 2016 Hadhrat Haji

Sb DB also insisted to all the elders to visit and make the Markaz of Nizamuddeen the focus and place all umoors (issues, matters, concerns) are resolved, as it relates to the effort of dawat.

3. Right from the beginning Shura Brothers from all countries would put forth their Umoors (issues, matters and affairs) in Nizamuddeen, seeking guidelines. This practice will continue now and in the future. Allhamdulillah the copy of the decision was always sent to Raiwind and Inshallah this will continue.
4. Internationally the elders from India, Pakistan and Bangladesh get together and decide on umoors (issues, matters and affairs) during:
 1. Raiwind Ijtema
 2. Fongl Ijtema
 3. Hajj season every two years.

This will continue to take place Inshallah. This is the Aalami Mashwara. There is no such thing as an Aalami shura and neither is there any need of it.

5. After returning from the Raiwind Ijtema 2015 Maulana Saad Sahab made a shura of 8 brothers during the all india three month mashwara of old workers in Nizamuddeen. The following names were decided in order to assist M Saad shb DB in Nizamuddeen.

1. Maulana Ibrahim Sb Dewla
2. Maulana Ahmed Latif Sb
3. Maulana Yakoob Sb
4. Mizazi Azmat Sb
5. Abdus Sadiq Sb
6. Professor Abdul Aleem Sb
7. Maulana Zuhairul Hasan Sb
8. Molvi Mohammed Yousuf Sb

Every day the morning mashwara at the market takes place. The brothers of the above shura along with muqimien participate in mashwara and decisions are made after mutua consultation. This routine shall continue.

6. Hadhrat J. Maulana Inamul Hasan Sb during his time when he was in good health had decided that the old workers from all over the world should get together every two years in Nizamuddeen Markaz for Mashwaras and Muzakirahs. This was to ensure that the work all over the world is carried out on the same pattern. This pattern will also be carried on.

7. Regarding the old worker gatherings and other ijtemas within your respective countries where combined jamaats from the three countries participate, the Amur

has always been from Muzamudees. This has been a normal practice and will continue.

B One point that was brought up by the countries during the Tangi Mashwara was regarding the jamaats that come to participate in the old workers gatherings. The concern is how to determine the istiqbal and utilization of these jamaats. After the mashwara it was decided that the jamaat that has a jamaat paper individually from that specific country should be utilized and made istiqbal of. For instance the jamaats from India should have a letter from Muzamudeen in order to be entertained.

(স্বাক্ষর)

Kakrui Shura

Bangladesh

21 Rabi Thani, 1438

22 January, 2017

সারা দুনিয়ার তাবলিগের মার্কাভ (প্রধান কার্যালয়) ভারতের নিজামুদ্দীন

নিজামুদ্দীন মার্কাভ হতে পাওয়া যায় এবং তাবলিগের কাজ শুরু হয়। তাই এটিই সারা দুনিয়ার পাওয়া যায় ও তাবলিগ এর কাজের মার্কাভ বা প্রধান কার্যালয়। এ মার্কাভকে তাবলিগের সাথিরা আলমি মার্কাভ বলে। পাকিস্তানের রাইবেন্ড এবং বাংলাদেশের কাকরাইল হলো শাখা মার্কাভ। এ দুটি মার্কাভসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মার্কাভসমূহ নিজামুদ্দীন মার্কাভের দিকনির্দেশনা, তদারকি ও পরামর্শে পরিচালিত হয়। এছাড়াও এ মার্কাভ হতেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের মার্কাভ পরিচালনার জন্য শূরা-আমির নির্ধারণ করা হয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের আমির-শূরা নিজামুদ্দীন মার্কাভ হতে গঠন করা হয়েছে।

টঙ্গী ইজতিমার ইতিহাস

মাদানায় বাংলাদেশে তাবলিগ জামাতের প্রথম ইজতিমা শুরু হয় ১৯৪৬ সালে রাজধানীর রমনা পার্ক সংলগ্ন কাকরাইল মার্কাভ মসজিদে। ১৯৪৮ সালে ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের তৎকালীন হাজি ক্যাম্পে। ১৯৫৮ সালে ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে। ১৯৬০, ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে বার্ষিক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার রমনা পার্ক ময়দানে। কিন্তু ১৯৬৬ সালের ইজতিমায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৬৬ সালে

বাংলা অনুবাদ

হাজি আব্দুল ওয়াহ্যাব সাহেব দা বা. এর একটি বরকতময় চিঠি

বিসম্বিহি তা'আলা

তারিখ-১৬-১১-২০১৫ ইংরেজি

মোতাবেক ৪-২-১৪৩৭ হিজরি

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বুশে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রহ.-এর মাধ্যমে সারা দুনিয়ার ধীন জিন্দা করার জন্য বাহ্যিক উপকরণ বিহীন নব্বী পদ্ধতি অনুযায়ী ধীনের মেহনত জিন্দা করার কষ্ট, কুরবানির ভিত্তি স্থাপন করেন। ওনার ইন্তেকালের আগে ওনার নির্দেশনা অনুযায়ী সমসাময়িক ধীনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরাম্পর পরামর্শের ভিত্তিতে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. কে এই কাজের জিম্মাদার বানানো হয়। উনি ১২৪৩ মাওলানা ইলিয়াছ রহ.-এর বাতলানো ভ্রমিকার কুবআন-হাদিস, নবী সন্মুখোচ্চ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের জীবনাদর্শের আলোকে এই কাজের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতিকে সুস্পষ্ট করেন এবং এতেওমালা বা তারসাম্যতার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রেখে কাজের 'বহানিত কলয়েবা উম্মতের সামনে কুল করেন। তাতে এই কাজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায়।

হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.-এর ইন্তেকালের পর শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা বাকরিয়া রহ. ধীনত পকীর কাল এ বুজ সম্পন্ন লোকদের দ্বারা নিয়ে হযরত মাওলানা এনামুল হাসান রহ. কে এই মহান কাজের জিম্মাদারি অর্পণ করেন। উনি সর্বত্র কাজের পদ্ধতির সংরক্ষণ করেন এবং ক্রম সম্প্রসারণশীল কাজের যৌগিক পদ্ধতির সংরক্ষণ করে সত্যকথী বহুদের পরামর্শ নিয়ে বিভিন্ন দেশে শূরা পদ্ধতি চালু করেন। কোথাও আঘিবের অধীনে শূরা আর কোথাও শূরা সদস্যদের পালকতমে কারসাল হওয়ার তরাতব। এছাড়াও বিশ্বময় বর্ধনশীল কাজের দেখতাল ও উন্নতির জন্য লগ সদস্য বিশিষ্ট নিত্যের কেন্দ্রীয় শূরা গঠন করেন। যারা হযরতকী রহ. এর অনুবাহানে প্রত্যেক জায়গার শূরা ও কাজ নিয়ে চলেন ওয়ালো সাহিদের অশ্বত্থ রেখে কাজ করছিলেন। হযরতজীর ওফাতের পর ঐ শূরারা সেভাবেই কাজ চালিয়ে যান যেভাবে তিন হযরত কাজ করে গিয়েছেন।

নভেম্বর ২০১৫ এ নিজামুদ্দীন, রাইবিল, বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশের পুরানো জিন্নাহদারতা এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশে পুরাতন পরিপূর্ণ করা হোক; বার আট সদস্যের ইচ্ছাকৃত হয়েছে এবং মাত্র দুই জন বাকি আছেন। এতে কাজের হেফাজত হবে আর যখন কোনো সংসদে বা পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে তখন এই পুরাতনের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে হবে। কেননা এতে একে বলায় থাকবে। নিজামুদ্দীন, রাইবিল ও কাকরাইলে কোনো গুরুত্ব এই পুরাতনের একমত্যা ছাড়া গুরু করা যাবে না। পুরা সদস্যদের করে একমত হলে জাতি সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের বার অনুযায়ী সদস্য সংখ্যা পূর্ণ করা হবে। এতে পুরাতন অর্থাৎ বর্তমান থাকবে এবং এই মুবারক কাজ পুরো উদ্দেশ্যের সমষ্টিগত কাজ হিসেবে বাকি থাকবে। প্রত্যেক জাতিগত পুরাতনের সাথে আলোচনা এবং বার নেবার পর এই পুরাতন মধ্যে হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব ও মাওলানা সাদি সাহেবের সাথে নিম্নবর্ণিত সদস্যদেরকে সম্পৃক্ত করা হলো।

আপাতীয়ত এই পুরা ১০ সদস্য নির্দিষ্ট থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

১. মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা নিজামুদ্দীন; ২. মাওলানা ইব্রাকু সাহেব, নিজামুদ্দীন; ৩. মাওলানা আহমদ লাট সাহেব, নিজামুদ্দীন; ৪. মাওলানা মুহাইকুল হাসান, নিজামুদ্দীন; ৫. মাওলানা নাজরুর রহমান সাহেব, রাইবিল; ৬. মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব, রাইবিল; ৭. মাওলানা আব্দুল্লাহ খোরশেদ সাহেব রাইবিল; ৮. মাওলানা জিয়াউল হক সাহেব, রাইবিল; ৯. কলী বুবারের সাহেব, কাকরাইল; ১০. মাওলানা রাইবিল হক সাহেব, কাকরাইল; ১১. তাই ওয়াসকুল ইসলাম সাহেব, কাকরাইল।

এই পুরাতনের মধ্যে নিজামুদ্দীনের যে পাঁচ সদস্য হয়েছে তারা নিজামুদ্দীনের পুরা হিসেবে থাকবে এবং নিজামুদ্দীনের পুরাতন সমস্ত কাজ পরস্পর পরামর্শের অধীনে আত্মায় দিবেন।

মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব দাঁ কা.

সভাপতিদের নাম

মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাকু সাহেব

মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ লাট সাহেব

ড. মুহাম্মদ খালেদ সিদ্দীকী

জাই ফারুক সাহেব

ড. সানাউল্লাহ সাহেব

প্রফেসর আব্দুর রহমান সাহেব
 মাওলানা নযরুল রহমান সাহেব
 মাওলানা এহসানুল হক সাহেব
 মাওলানা তারেক জামিল সাহেব
 ভাই বখ্ত মুনির সাহেব
 ড. কল্লোয়াহ সাহেব
 ভাই চৌধুরী মুহাম্মদ রফিক সাহেব।

এই চিঠিটির বেশিরভাগ তথ্যই ভুল যেমন এখানে কলা হয়েছে, হযরতজীর ওফাতের পর ঐ শূরার (১০ জনের জামাত) সেভাবেই কাজ চালিয়ে যান যেভাবে ৩ হযরত কাজ করে গিয়েছেন

অথচ মিয়াজি মেহরাব রহ. লিখিত চিঠিতে কলা হয়েছে, এই জামাত ৩ জনের জামাত বানিয়েছেন ঐ ১০ জন থেকে। উনারা কাজ পরিচালনা করছেন। উপরে মিয়াজি মেহরাব রহ. হাতের লেখা কাজে এবং ২০১৭ টঙ্গী ইজতিমার মাওলানা ফারুক সাহেব স্বাক্ষরিত কাজে তার প্রমাণ।

এছাড়া এখানে যে শূরার কথা কলা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা হলো একটি প্রস্তাবিত শূরা। যা হযরত মাওলানা সা'দ সাহেব কিংবা হাজি আব্দুল হুসাইন সাহেব কেউ গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশের শূরা সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব যিনি ঐ প্রস্তাবিত শূরার একজন (১১ নম্বরে উনার নাম রয়েছে) তিনিও উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেনি।

টঙ্গী ইজতিমা ২০১৭ উপলক্ষে পাকিস্তানী হযরতদের দায়তায়তনাবা টঙ্গী ইজতিমা-২০১৭ উপলক্ষে সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের হযরত পাকিস্তানী হযরতদেরও বাংলাদেশের টঙ্গী ইজতিমার আসার জন্য দায়তায়তনাবা পাঠানো হয়। এর জবাবে পাকিস্তানী হযরতরা ইজতিমায় শরিক হওয়ার জন্য একটি শর্ত দেন। কনরা কবিত অলমি শূরা মেনে নেয়ার শর্তে ইজতিমায় আসার ইচ্ছে পোষণ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কাকরাইল থেকে দ্বিতীয় চিঠি পাঠানো হয়। তাতে সেই শূরার হকিকত স্বরণ করিয়ে উনারদের শর্ত মেনে নিতে অপারূপতা প্রকাশ করা হয়। পড়ুন চিঠিটি। পরিষ্কার হবে আলমি শূরার হকিকত।

عمر بڑھ کر ہی سہی کئی وہ بھی مشارع اور سوزائیاں ہے اور امت کو فکر سے نکلنے کے لئے شہزاد ہے ۔

(۷) اصلے ہمارا دور جو است ہے کہ سر محرمہ، شوریٰ کا مسئلہ اور بہت سے مسائل کے ساتھ فٹا ہوا ہے اور ان سارے مسائل کے حل دونوں طریقوں کی موجودگی میں آئین میں بیٹھ کر حل ہو سکتے ہیں۔ ٹرنگ کا اجتماع ایک بہترین موقعہ اور محل ہے جہاں انہماک و تقاضا کے ذریعے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔

(۸) چنانچہ ہمارے رائے ورد درخواست ہے کہ آپ حضرات بغیر کسی شرائط کے
فوری طور پر شریک ہوں۔ اور آپس میں میل میٹھ کر بات چیت سے ذریعہ
یا مصدقہ لے لیتے ہیں۔ آپس میں چیلنگ کریں، چیلنگ کریں، اور پریشان حال اور
مردم است کو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے سے بچائیں اور عہد سالم محنت کر
جانیے ذرا مایوس۔

(۲) آفرین چہ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ سب حضرات ہمارے نژاد ہیں۔ ہم آپ کو اللہ کے رسولؐ اور اس مبارک محنت کا واضح دیدے ہیں کہ آپ ایسے بیٹے پر دوبارہ نور فرماویں۔ تو ننگی غرور نرسٹریں لادیں۔ اللہ ہے کہ آپ حضرات مرد و نور فرماویں گے۔

فقط والسلام
مجاہد احباب خورشیدی گزرا نیل مسجد

বঙ্গানুবাদ

বিসমিলিহি তা'আলা

সম্মানিত জনাব মুহাম্মদ সাহেব ও দেগার আহবাব!

বাদ সলামে মাসনুন আলফরির আপনারা ভালো আছেন। ধীনের সুউচ্চ মুবারক মেহনতে আপনাদের সময় ব্যয় করছেন। আপনাদের ৭এ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ ইং তারিখে পৌঁছেছে। আমরা এটি জেনে খুব আনন্দিত হয়েছি যে, আপনারা টঙ্গী ইজতিমার আসাব ইচ্ছা পোষণ করেছেন। কিন্তু এরই সাথে সাথে আপনারা আসাব ব্যাপারে যে নর্ত্ত আকাশ করেছেন সেটি পড়ে দুঃখিত হয়েছে। আপনারা বলেছেন, আমরা এ পাঠক শ্রাবকে মেনে নিলে আপনারা আসতে তৈরি আছেন। যেই শূরা রাইবিত্তে গঠিত হয়েছে। আমরা এটি মনে করি যে, আপনার এই নর্ত্ত আরোপ করাটি ইনসার্কর্ভরক এবং ভ্রাসাম্য পূর্ণ না। নিচে এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো

১। এই গঠিত শূরার অনুমোদন, সভায়ন, সূদৃঢ়করণ করা মাধ্যমে হয়েছে? এই বিষয়ে আমাদের সাথে কোনো পরামর্শ চাওয়াও হয় নি এবং স্বেয়াও হয় নি। অথচ আমরা বাংলাদেশি শূরার সাধিরা এ রাইবিত্ত ইজতিমার উপস্থিত ছিলাম। এই গঠিত শূরা বনানোর অংশে হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব ও মাতালানা সাঈদ সাহেবের মধ্যে এই সংক্রান্ত পরামর্শের কোনো মর্জলিশ হয়নি।

২। নিজামুদ্দীনের মার্কাঙ্গে পুরাতনদের জোড়ের মধ্যে জই মুহাম্মদ ফারুক সাহেব এবং মাতালানা আহমাদ নাট সাহেব স্পষ্টভাবে মজমুদ এই বক্তব্য পেশ করেছেন যে, নতুন কোনো শূরা গঠিত হয়নি। অর্থাৎ লোক মুখে শূরা গঠনের ব্যাপারে যে কথা চর্চা করে পড়েছে সেটিকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৩। বাংলাদেশের শূরার সাধিরা যখন হাজি সাহেবের কাছে জানতে চেয়েছেন তখন হাজি সাহেব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, আমি কোনো শূরা গঠন করিনি।

৪। মাতালানা সাঈদ সাহেব যখন হাজি সাহেবের কাছে এই নতুন শূরার ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন তখন হাজি সাহেব হাজার মাতালানা সাঈদ সাহেবকে বললেন, "আমি কোনো শূরা গঠন করিনি"।

৫। রাইবিত্তের পত্ত ইজতিমায় আমাদের সাধিরা স্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছেন যে, হাজি সাহেব কিভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিকে দস্তখত করে পুরো দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিলেন এবং হাজার মাতালানা সাঈদ সাহেব এই চিঠির ব্যাপারে

একমুঠ ছিলেন না এবং শূরা বানানোর পক্ষেও ছিলেন না। তার জবাবে ইজি সাহেব এই বিষয়কে অনেক কঠিন মনে করে বললেন, এই অবস্থাকে সামনে রেখে দ্বিতীয়বার মাশোয়রা করতে হবে। ঐ মজলিশে মাওলানা কাহিম সাহেব এবং ডাক্তার নাদিম আশরাফ সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

৬। এছাড়াও রাইবিন্ডের গত ইজতিমায় যে চিঠি তৈরি করা হয়েছে এবং পড়ে শুনানো হয়েছে সেটিও বিভেদপূর্ণ/প্রবিরোধী এবং প্রত্নবিদ্ধ ছিল। যা উম্মতকে বিভক্ত করেছে।

৭। এজন্য আমাদের আবেদন হলো, এই গঠিত শূরার মাসয়ালার অনেক মাসয়ালার সাথে জড়িত। এসব মাসয়েলের সমাধান উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে পারস্পরিক আলোচনা-আলোচনার মাধ্যমে করা যেতে পারে। যেখানে বুঝে এবং বুঝানোর মাধ্যমে সমাধান হতে পারে।

৮। অতএব আমাদের মতামত এবং আবেদন এই, আপনারা কোনো ধরনের শর্ত ছাড়াই অবশ্যই টলী ইজতিমায় তাসরিক রাখবেন ও পরস্পর বসে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক পন্থায় একটি সমাধানের পথ বের করবেন। বর্তমানে এই বিষয় নিয়ে পেরেশান এবং দ্বিধাভ্রান্ত উম্মতকে টুকরো টুকরো হওয়া থেকে বাঁচাবেন এবং শত বছরের মেহনতকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবেন।

৯। পরিশেষে আমরা আবারো আবেদন করছি, আপনারা সবাই আমাদের বুদ্ধিরদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা আপনাদেরকে আহ্বান এবং স্তায় রানুল এবং এই মুবারক মেহনতের উসিলা করে বলতে চাই-আপনারা আপনাদের কায়দার উপর দ্বিতীয়বার চিন্তা করবেন। অবশ্যই টলী ইজতিমায় তাসরিক রাখবেন। আমরা আশাবাদী আপনারা অবশ্যই এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন।

শাকাদ ওয়াস সালাম

তারিখ-০৬ জানুয়ারি ২০১৭

সৈয়দ ওয়াসিকুল ইসলাম

শূরা বাংলাদেশ

বঙ্গানুবাদ

এরিক ৪ থেকে ১৩ নভেম্বর ২০১৬ ইং মোতাবেক ৩ থেকে ১২ সফর ১৪৩৮ হি রাইবিশ্ব ইচ্ছাকৃতভাবে শ্রাবণের ৯ জন আত্মার ফজলে উপস্থিত ২৭ পুরো উম্মতে মুহাম্মদী'র মধ্যে এই মেহনতের তরফি হয় এবং পুরো উম্মতকে আমলিভাবে এই মেহনতের উপর আনা যায় এই জন্য নিম্নবর্ণিত প্রতিবন্ধকে উপকারী মনে করা হয়।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ. ও হযরত মাওলানা এনামুল হাসান রহ. এই কাজকে যে ভিত্তি আর মূলনীতির উপর উঠিয়েছিলেন এবং যার কারণে উম্মতের মধ্যে ঐক্য তৈরি হয়, ঐ ভিত্তির তেজস্ক্রিয় এবং ঐ কর্মপদ্ধতি ও মূলনীতিসমূহের অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি। ঐ মন সময়ে বিভিন্ন দেশের জিম্মাদার সাধিদের নক থেকে তাদের সামনে আসা মাসাহেলকে শক্ত করার তাগিদ এলে শূরা হযরতরা নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহকে জরুরি এবং উপকারী মনে করেন।

১ বিভিন্ন দেশের উম্মর, মাসায়েল শুধু ঐ জাহসায়ই পেশ করতে হবে যেখানে শ্রাবণের অধিকাংশ উপস্থিত থাকেন বর্তমান সেটি দুই জারগা-টঙ্গী এবং ব্রায়বেডেই হচ্ছে।

২ শূরার কোনো এক সদস্যের প্রতি স্মরণাপন্ন না হবে পুরো শূরার প্রতি স্মরণাপন্ন হওয়া এবং শূরার সংযোগবিহীনতার ব্যয়ের উপর কানসালা হওয়া।

৩ প্রত্যেক দেশের সাধিদের এই পরিবেশে এসে সমস্ত দেয়া মরকম আর এর জন্য এই তরতিব নির্ধারণ করা হয়েছে যে, সাধিরা এক বছর নিজ দেশে, এক বছর হিন্দুস্তান পাকিস্তান বাংলাদেশ এবং পনের বছর অন্য দেশে সময় লাগাবে।

হযরত মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব রহ. অসুস্থ হয়ে পড়লে উনার মাজুরির (অসুস্থতার) কারণে দুই বছর অন্তর অন্তর প্রত্যেক দেশ থেকে জিম্মাদার সাধিদের নিজামুদ্দীনে আসার যে তরতিব ছিল এখন আর তার প্রয়োজন নেই। তাই এর পরিবর্তে উপরে বর্ণিত নিয়মানুসারে নিজামুদ্দীনে সময় নিয়ে আসা অধিক উপকারী হবে

৪ মসজিদগুহার কাজ সঠিক পিঠমে আনার জন্য এভাবে চেষ্টা করতে হবে, যে, মসজিদ থেকে মুতাম্মাল জাহাজ বের হয়। প্রত্যেক জিম্মাদারদের

তাদের দেশ থেকে বের হওয়া জামাতের রোধের ব্যাপারে সম্পৃক্ত দেশের জিম্মাদারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

৫. বছরের মধ্যখানে কোনো মাসায়েরের তাত্ক্ষণিক সমাধানের প্রয়োজন হলে প্রবীন শূরাদের স্মরণাপন্ন হতে হবে।

৬. এভাবে প্রত্যেক দেশের জোড় বা ইজতিমার তারিখ নির্ধারণের জন্য শূরাদের কাছে পেশ হতে হবে।

৭. জোড় বা ইজতিমার ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জামাত নেয়ার ব্যাপারেও শূরাদের কায়সালান অনুযায়ী করতে হবে।

প্রবিশ্যতে নিজেদের সফল বিষয়ে আগের সিদ্ধান্তকৃত তরতিব অনুযায়ী ঐ হযরতদের নামে চিঠি দিতে হবে এবং রাইকেস মার্কাজে তার কপি পাঠিয়ে দিবে সব বিষয়ে আল্লাহ আমাদের উত্তম গ্রাহবারি করেন এবং সমস্ত উম্মতের জন্য এটিকে হেদায়েতের জরিয়া বানিয়ে দেন

শাকিব

১. হাজি আ. ওয়াহ্যাব সাহেব,
২. মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা সাহেব
৩. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব
৪. মাওলানা আহমদ নাঠ সাহেব
৫. মাওলানা মুহাইরুল হাসান সাহেব
৬. মাওলানা নাযরুল রহমান সাহেব
৭. মাওলানা আব্দুল রহমান সাহেব
৮. মাওলানা ওবাইদুল্লাহ খোরশেদ সাহেব
৯. মাওলানা জিয়াউল হক সাহেব।

এসব কায়সালান থেকে বুকা যায়-রাইবিল ইজতিমা-২০১৬ এ তারা নিজামুদ্দীন এবং হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব থেকে সাখিদরকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেছে। তাই যেসব বিষয় আগে নিজামুদ্দীনে কায়সালান হতো এবং যেসব জোড় নিজামুদ্দীনে অনুষ্ঠিত হতো তা আর সেখানে না করার জন্য বলা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সমস্যা সমাধানে তারা হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব তথা নিজামুদ্দীন মার্কাজ থেকে সিদ্ধান্ত না নিয়ে তথাকথিত আন্দামি শূরাদের কাছে আসতে বলেছেন।

বিষয়টি পরিস্কার যে, পাকিস্তান ইজতিমা ২০১৬-এর এসব ফায়সালা নিজামুদ্দীন মার্কাজের বেলাফ। বরং সাখিদের সম্পর্ক নিজামুদ্দীন মার্কাজ থেকে পাকিস্তান বা তথাকথিত আলমি শুরার দিকে ধাবিত করার অপচেষ্টা মাত্র। হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেবের তথাকথিত বিতর্কিত বয়ান মূল বিষয় নয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, সারা দুনিয়ার তাবলিগের মেহনতকে নিয়ন্ত্রণে নেয়া। কিন্তু তাদের এসব প্রস্তাব বা ফাঁদ সারা দুনিয়ার সাখিরা গ্রহণ করেনি তাই আগের চেয়ে নিজামুদ্দীন মার্কাজে দেশ-বিদেশ থেকে বেশি সাখি আসা শুরু হয়েছে।

বহানবাদ

**রাইবিভ (পাকিস্তান) ইজতিমা-২০১৭-এর ফায়সালাসমূহ
বিভিন্ন দেশের উম্মের ব্যাপারে শুরাদের ব্যাখ্যা (৫/১১/২০১৭ইং)**

১. তালিম: মাওলানা ইউসুফ রহ. লিখেছেন, ইজতিমায়ী তালিমের মধ্যে শুধু যে কিতাবগুলো পড়া হবে তা হচ্ছে—শাইবুল হাদিস মাকারিয়া রহ. কর্তৃক প্রণীত ফাজায়েলে আমান থেকে হেকায়েতে সাহাবা, ফাজায়েলে কুরআন, ফাজায়েলে নামাজ, ফাজায়েলে তাবলিগ, ফাজায়েলে জিকির, ফাজায়েলে সাঁদাকাত ১ম ও ২য় খণ্ড, রমজান ও হজ্জের মৌসুমে ফাজায়েলে রমজান ও হজ্জ এবং মাওলানা এহতেশামুল হাসান কান্দলভী রহ. কর্তৃক লিখিত পস্তিকা ওয়াহেদ এল্লাজ। অন্যান্য ভাষায় এ কিতাবগুলোরই তরজমা হবে। আরব মেহমানদের তালিমের জন্য নিম্নবর্ণিত কিতাবসমূহ থাকবে—রিয়াদুস সাঈদিন, মেশকাভুল মাসাবিহ-র আট অধ্যায়, হায়াতুস সাহাবা ও আল আদাবুল মুকরাদ।

২. ঘরে তালিম: রোজানা মসজিদের তালিম ছাড়া ঘরেও তালিমের স্থলকা বনানো। এতে মাস্তুরাতের আমলের শরক বাড়বে এবং তারা মাহরাস পুরুষদের দ্বারা উলামাকেরামের কাছ থেকে মাসআলা গিজেস করে ২৪ ঘণ্টা দীন মোতাবেক জীবন যাপন করার কৌশল করবে। ঘরের তালিমে কখনও কখনও ছয় নাম্বারের মুছাকারা করা যাতে ঘরের প্রত্যেক সদস্যের দাওয়াতের মেজাজ তৈরি হয়।

৩. রোজানা মেহনত: ছোট ছোট জামাত বানিয়ে ঘর ঘর মূলকাত করবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঈমান আখেরাতের কথা বুঝিয়ে, দাওয়াতের গুরুত্ব বুঝিয়ে

আত্মাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য তৈরি করা। নিজ মসজিদে দাওয়াতের যে কাজ হয় তাতে শরিক থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

৪. আল্পাহার স্নাত্তার চক্ষা অবস্থার মনুজিমে অবস্থানের তরতিব কী হবে?

আগত জামাত ও মসজিদওয়ার জামাত মিলে মেহনতের তরতিব বানাবে।

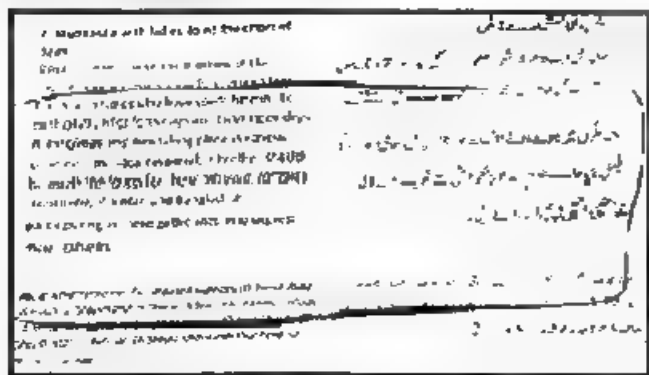
স্বাভাবিকভাবে এক মসজিদে তিন/চার দিনের বেশি অবস্থান করবে না।

৫. সাম্প্রতিক শব্দজারী: মসজিদসমূহের জামাতগুলো নিজেদের বানী-বিজ্ঞান সাথে নিয়ে আছর থেকে এশরাক পর্যন্ত অবস্থান করবে। যাদের পিছনে মেহনত হয়েছে তাদের সাথে নিয়ে আসবে এবং তাকাজা পুরো করার কোশেচ করবে।

৬.বিভিন্ন দেশের সালামনা খুর্শজের তরতীব: এক বছর নিজ দেশে, এক বছর হিন্দুস্তান-পাকিস্তান-বাংলাদেশে এবং এক বছর তাকাজার উপর লাগাবে।

৭. পুরাতন মাস্তুরাভূমির সাথে মুজ্জাকারা: বছরে এক-দুই বার শহর বা হালকা হিসেবে চল্লিশ দিন এবং দশ দিন লাগানো মাস্তুরাত মা বোনদেরকে কয়েক ঘন্টার মুজ্জাকারার জন্য জম্মা করা যেতে পারে।

৮. বিভিন্ন দেশের ইজতিহাদ এবং জেডনমূহে স্থানীয় জিস্মানার ফারসল থাকবেন। হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জামাতসমূহ তাদের কাছে নিজদের বায় পেশ করবে



২০১৭ সালের রাইবিউ ইঙ্গিতমার ফায়সানা লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রচলিত দাওয়াতের উসুলে আমল পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেমন:

১ নম্বর ফায়সালায় ডালিমের কিতাব থেকে দুস্তাখাব হাদিস বাদ দেয়া হয়েছে। অথচ মুস্তাখাব হাদিস পুরো উদ্ভবের নোমানতুও বিভিন্ন কিতাবকে এক করেছে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ফাভারলে আমলি এবং মসজিদে সন্যাসিত পড়া হয়। আরব দেশসমূহে ইহাদুস সালেহীনসহ সন্যাসি কিতাব পড়া হয়। মুস্তাখাব হাদিস সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ভাই। বাংলাদেশের সব মাছি এই কিতাব নৈসাব হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ এই কিতাবকেই বাদ দেয়া হয়েছে।

২ নম্বর ফায়সালায় ফরর এলিয়ে সুবা কেরাতের মূলক বাদ দেয়া হয়েছে। অথচ এটি মাজায়েদে জিম্মাদি থেকে নেয়া হয়লত সমর বা ফরে সুবা কেরাতের মশকের বদৌলতে জিন শেরয়েস এমন শক্ত নীল থাক সফুও তা বাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ফরে হয় নম্বরের মোজাতারকে হজাক করে দেয়া হয়েছে।

৩ নম্বর ফায়সালায় মসজিদ বালাদির সোজান মরনতকে বাদ দেয়া হয়েছে। ২০৮ এটি মসজিদে নববীর তরতুপর্ন এটি আমল

৮ নম্বর ফায়সালায় নিজামুদ্দীনের হজরতের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। এদিন ফায়সালা ছিল যে কোনো দেশের সোড় বা ইজতিমায় তিন দেশের জামাত যাবে এবং নিজামুদ্দীনের জামাতের জিম্মাদার পুরো জামাতের অর্থ তিন দশকের জামাতের জিম্মাদার থাকবে। সেখানে ওরা ফায়সালা করেছে। নিজামুদ্দীনের ইজতিমা এবং জোড়সমূহে হাদিস জিম্মাদার ফায়সালা থাকবেন। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জামাতসমূহ তাদের কাছে নিজেদের রাস্তা পেশ করেন।

১ নম্বর ফায়সালা দ্বারা সন্যাসি যে, পাকিস্তানীরা নিজামুদ্দীনের থেকে তাবলীগের কাজকে পাকিস্তানি ওয়া আলম পুরা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে। যদি তা না হয় তাহলে এসব উসুলের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কী? আমাদের দেশের পাকিস্তানিরা আলমি শুরার লোকজন বলছেন, আমরা নিজামুদ্দীনের এতদ্যাত্ত করি। অথচ তারা কী পাকিস্তানের এসব সিদ্ধান্তের বাংলায় একবারও মুখ খুলেছেন যে এসব প্রতিটি উসুলে কোন পরিবর্তন আন হয়েছে? বরং বাংলাদেশের দ্বারা পাকিস্তান প্রেমিক তারা ২০১৬ সাল থেকে এত মন ও সাহায্য দিয়ে আসছে। তারা হযরত মাজলিসা সাঈ সাহেবের একক আর্মবর্ত নষ্ট করে নিজেরা আর্মির বা জিম্মাদার হয়ে সার দুনিয়ার নেতৃত্ব দিতে চায়।

বাংলাদেশের শ্রমাদেশ পারিভ্রমী এই চক্র আফগান-হাওলাদা যুবকের সাহেব
 হাওলাদা রুবেউল হক সাহেব হাওলাদা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব হাওলাদা
 ওয়সর ফারুক সাহেব এছাড়াও আফগান হাওলাদা আবু জাফর, হাওলাদা
 দেলোয়ার, হাওলাদা আব্দুল হকিম, হাওলাদা নুরুর রহমান, হাওলাদা আব্দুল
 সবুর, হাওলাদা নবাবদুর রহমান প্রমুখ সাধারণ সাক্ষীদের মধ্যে ইজিন্দার
 মাহমুদ হাওলাদা, ইজিন্দার আকিম ইজিন্দার মোশাররফ, ইজিন্দার শরিফ
 উদ্দিন মোস্তাফিজ, জনাব তাজুল ইসলাম ও ইয়াহিয়াসহ আরো কিছু সাক্ষি
 বাংলাদেশে সেন্টেম্বর ২০১৭ এর দি মাসিক মাদ্রাসার তাদের এই নতুন
 ধারণা প্রবর্তনের চেষ্টা চলার উদ্দেশ্যে যে ওয়জাহার তুল করা হয়েছে
 যেমন-হজরতজি এনাবুল হাসান সাহেব ১৯৯৫ সালে ইজেক্ট করা করেন অখট
 কলা হয়েছে তিনি ২০১৫ সালে শ্রী বানিয়েছেন এটি কীভাবে সম্ভব? তারপরও
 তাদের বক্তব্য হচ্ছে এখন লেকে তালিকা আলমি শ্রমের মাধ্যমে চলবে

ভারত থেকে পাকিস্তানে মার্কাজ স্থানান্তরের অপচেষ্টা

হজরতজি হাওলাদা ইউসুফ সাহেবের দৃশ থেকেই পাকিস্তানীদের অবশিষ্ট
 জামাতের উপর নিষেধের চোরা চল আসছে এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে
 ১৯৪৭ সালে ভারত ভারতের সমস্ত ভারতীয়দের আলমি মার্কাজ নিজামুদ্দীন
 থেকে রাইবেল স্থানান্তরের ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতারা পলকেন দের
 কিন্তু হজরত হুসাইন আহমদ মাদার্ন রহ., হজরত আবদুল কাদের রাহমপুরী
 রহ ও শাহীখ সাকারিয়া রহ এর সাক্ষ্যলভ সিদ্ধান্তে বিশ্ব মার্কাজ
 নিজামুদ্দীনই রয়ে যায়।

হজরতজি হাওলাদা এনাবুল হাসান সাহেবের সময়ও মার্কাজ পাকিস্তানে
 স্থানান্তরের চেষ্টার কর্মসি ছিল না ওনার ইজেক্টের পর সে চেষ্টা আরে
 জোরদার হয়। কিন্তু আলি মিতা নবাব প্রমুখ বুদ্ধীদের প্রচেষ্টার পুনরায় তা বার্য
 হয় এরপরও তারা সুযোগ বুঝতে থাকে। দিন জনের জামাতে ফটিল সৃষ্টি
 করতে অনেক চেষ্টা করা হয় হাওলাদা ইজহাকুল হাসান সাহেবের মৃত্যুর পর
 বাকি দুই হজরতের সময়ও ওনারের মধ্যে কিংকন সৃষ্টি করে তাদের বার্ষ্যসিদ্ধির
 চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওনারের ইখলাসের কারণে তারা এভাবে শর্তের সর্বশেষ
 ২০১৪ সালে হাওলাদা যুবায়েল হাসান সাহেবের মৃত্যুর পর বাকি হজরত
 হাওলাদা সাঈ সাহেব অনেকটা একা হয়ে পড়েন তখন এটিকেই তাদের
 পরিকল্পনা ব্যস্তবারনের উপযুক্ত সময় মনে করে যাতে ওনার

হযরত মাওলানা সাঈদ সাহেবের এমারতিয় (আমির হওয়া) মোকাবিলায় পাকিস্তানভিত্তিক তৎকালীন আলমি শূরা বাড়ী করা হয় যা বিশ্বের শূরাদের নিকট কবনই গ্রহণযোগ্য হরনি বয়ং আলমি শূরার এ প্রস্তাবটি ভারত-বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়ার তাবলিগের কাছে অস্বীকার্য সৃষ্টি করে চলেছে। এ ছাড়াও তৎকালীন আলমি শূরা বাস্তবায়নের জন্য দেওবন্দ কর্তৃক হযরত মাওলানা সাঈদ সাহেবের বয়ানাতের ভুলত্রুটি ধরে তার এমারতিকে ঠেক দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তাদের এ চেষ্টা সফল হবে না। সারা দুনিয়ার তাবলিগের জিস্মাদারগণ আবারও জানিয়েছেন নিজামুদ্দীনই আমাদের মার্কাজ এবং হযরত মাওলানা সাঈদ সাহেবই আমাদের আমির ও জিস্মাদার।

সূত্র: উল্লেখ এক ও নেক হোক। শেখ আহমদ কামাল দৈনিক যুগান্তর।

১৯ জানুয়ারি ২০১৮। খিষ্ট সংকরণ

তাদের এসব অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তাবলিগের বিশ্ব মার্কাজ বা কেন্দ্রকে সঠিক কয়েছেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা। উনাদেরই একজন সৈয়দ আলি হুসান আলি হুসাইন নদভি। যিনি বিশ্ব বরেন্দ্র ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী, বিশ্ব সমাদৃত কহ্মই এগেতা, ভারতের নদওয়াতুল উল্লামা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, রহবেতা আল ইসলামের অন্যতম সম্মানিত সদস্য, তাবলিগ জামাতের অকৃতিম বন্ধু, তিনি লিখেন-

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

আবুল হুসান আলী আল হুসাইনি আল নদভি

নদওয়াতুল উল্লামা, লক্ষৌ, ভারত

হযরত নিজামুদ্দীনের তাবলিগ মার্কাজের শূরার,

আল্লাহ আপনাদেরকে এক করে দেন এবং আপনাদের দীলকে মহকরত দিয়ে জুড়ে দেন। আল্লাহ আপনাদের দিলে ঐ সমস্ত কাজ করান যা আল্লাহ চান এবং কবুল করেন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়ায়াহুয়াহ।

দাওয়াত ও তাবলিগের চেষ্টা-প্রচেষ্টার যে গুরুত্ব এবং বড়ত্ব দীলের মধ্যে আছে এবং এই কাজের যে অনুরাহ নিজের উপর আছে আর এই কাজের এই যুগে, ইসলামী বিশ্বে যে গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহর কাছে এবং মানুষের কাছে লাভ করেছে এবং এর যে সুফল এবং বরকত দৃশ্যমান এবং অভিজ্ঞতা

میں نے کیا کیا

377 A

میں نے کیا کیا

میں نے کیا کیا

میں نے کیا کیا

میں نے کیا کیا

میں نے کیا کیا

میں نے کیا کیا

میں نے کیا کیا

میں نے کیا کیا

میں نے کیا کیا

میں نے کیا کیا

میں نے کیا کیا

ব্যক্তি পূজা না বরং আমিরকে মেনে চলা ওয়াজিহ

ইসলাম ব্যক্তি পূজা সমর্থন করে না মেনে চলার জন্যই একজনকে এতদূর করা হয় তাকে পূজা করার জন্য না। যেমন- জামাতের নামকে ইমানের অনুসরণ করা চাইক পূজা করা না। একইভাবে জামাত বের হলে জামাতের আমিরকে মেনে চলা ব্যক্তি পূজা না। বরং যে ব্যক্তি ইমামকে মেনে চলে তাই নামাজ হয়ে থাকে আর যেমনের না তার নামাজ হবে না। একইভাবে অর্থাৎ যে মনে করে তার এলাহ হবে তাই যে মনে করে না তার এলাহ হবে না।

কুরআনুল করীমের সূরা নেছা এর ৫৯নং আয়াতে রয়েছে “হে ইমামসাহাব তোমরা আদ্যাহ ও তার এসুল এবং আমিরকে মেনে চলা।” আমিরকে মেনে চলার ব্যাপারে মুত্তাফা হাদিসের পাণ্ডিত্য ও তালিম অংশের ১৬৬ খণ্ডে ১৭৭ নং হাদিসসমূহ দেখা যেতে পরে। কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। ১৬৬ ইয়রত উম্মে হোসাইন রাযি বালন, হাসুলুয়াহ সাফায়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যদি তোমাদের উপর কোন নাক কান কট গোলামকেও আমির নিযুক্ত করা হয়, যে তোমাদেরকে ওগ্রাঃ তামলার কিতাবের মাধ্যমে অর্থাৎ আদ্যাহ তামলার হুকুম মোতাবেক চলায় তোমরা তাহার কথা তর্কিত এবং মানিত। মুসলিম শরিত

১৬৭, ইয়রত আলস ইকনে মালেক রাযি, হুত্তে বর্নিত আছে হাসুলুয়াহ সাফায়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমিরের কথা তর্কিত ও মানতে থাক, যদিও তোমাদের উপর এমন হাবলী মোলারকেই আমির নিযুক্ত করা হইক না কেন, তাহার মাধ্যমে যেতে কিয়ামতের হতো (ছোট) হয়। বোখারি শরিত

১৬৮, ইয়রত এমাহেল হাসাবী রাযি, হুইতে বর্নিত আছে যে, হাসুলুয়াহ সাফায়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আমিরদের কথা তর্কিত এবং মান কেননা জাহদের জিহাদাবী (যেমন ইনসাত করা) সম্পর্কে তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আবে তোমাদের জিহাদাবী (যেমন আমিরের কথা মান) সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। (অতএব প্রত্যেকে নিজ নিজ জিহাদাবী আলম করার মধ্যে লাগিয়া থাকিবে চাই অনোরা আদায় করুক বা না করুক)। মুসলিম শরিত

১৬৯, ইয়রত ইয়বাহ ইবনে সরিফ রাযি বর্নন করেন যে, হাসুলুয়াহ সাফায়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আদ্যাহ তামলার এবাদত কর, তাহার সহিত কহতেও শরীক করিও না। আত আদ্যাহ তামলা বাহাদেরকে তোমাদের কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসার নিযুক্ত করিয়াছেন

তাহাঙ্গীরকে মানিয়া চল। আর আমিরের সহিত তাহার দাখিলের ব্যাপারে ঝগড়া করিও না যদিও আমির কালে গোলামই হয়। আর তোমরা তোমাদের নবী সাদ্কাতিহ ওয়াসাদ্কাতিহের সুলত এবং হেদায়াতশাস্ত্র খোলাফায়ে রাশেদীন ব্যক্তি লেখ ভরীকাকে মজবুতভাবে আকড়াইয়া ধর এবং হক ও সত্যকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরিয়। (মুসতাদ্কাহ হাকেম)

১৭১ হযরত আবু হোজরার রাবি বর্ণন করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাদ্কাতিহ আলাইহ ওয়াসাদ্কাতিহ এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার অনুগত্য করিল সে আবু হোজরা তার দাস আশুতা করিল। আর যে আমার নাকরমানী করিল সে আবু হোজরা তার দাস নাকরমানী করিল। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমীরের অনুগত্য করিল সে আমার অনুগত্য করিল। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমীরের নাকরমানী করিল সে আমার নাকরমানী করিল। (ইকনে মাজা)

১৭২ হযরত ইবনে আ'দাস রাবি বর্ণন করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাদ্কাতিহ আলাইহ ওয়াসাদ্কাতিহ এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আপন আমীরের হাধা অগচ্ছন্নীয় কোন বিষয় দেখে তাহা ঐ বিফর সমর করা উচিত। কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত অর্থাৎ সংঘবদ্ধ জীবন হতে এক বিচ্ছিন্ন পরিমাণে পৃথক হলে (এবং ওয়া করা বাতীত) ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল, সে ব্যক্তি জাহান্নামের মৃত্যুবরণ করিল। মুসলিম পক্ষ ১৭৪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাবি বর্ণন করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাদ্কাতিহ আলাইহ ওয়াসাদ্কাতিহ এরশাদ করিয়াছেন, আমীরের কথা শুনা ও মানা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। পছন্দ হউক বা অসচ্ছন্দ হউক। এবং আবু হোজরা তার দাস নাকরমানী হকুম দেওয়া হইলে আনুগত্য কয়েব নাই। আর এর সনি কোন কোনদের কাম করার হকুম দেওয়া হয় তবে ঐহা কাম ও মানার দাখিল তাহা উপর নাই। হাদিস মুসলিমের আহমাদ ইবনে

ইসলামে এতদ্যাত বা নেমে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমিরকে কেনে চললে রসুল সা. কে মান হবে আর রসুল সা. কে মানলে আবু হোজরা তার দাস মানা হবে আর সে সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে আমিরকে না মানলে শরতানকে মানা হবে আর শরতানকে মানলে সে কখনই রসুল সা. ও আবু হোজরা তার দাস মানতে পারবে না, ফলে তার জাংস অনিবার্য শরতান 'মুয়াফাযুল খালাইকা' অর্থাৎ ফেরেশতাদের শিকার ছিল এবং তার এখালত ছিল কছনাভীত কিন্তু ওয়া এ. ওয়া'ত না করার কারণে চিবকালের জন্য অভিশপ্ত হয়েছে। হযরত মাওলানা ইলিয়াছ রহ., হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ., হযরত মাওলানা এনামুল হাসান রহ. কে যে আমির হিসেবে মানা হয়েছে, সেটা কি ব্যক্তি পক্ষ হবে?

এক নজরে ইজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব কাকুলভি

সম্প্রতি তাবলিশ জামাতের ইজতিমায় অংশগ্রহণের জন্য হাজারত মাওলানা সাঈদ সাহেব বাংলাদেশে এসে অংশগ্রহণ না করে ফিরে যাওয়ারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ও বিশ্ব মিডিয়ায় তিন অক্ষরের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন মানুষ চোখে একজন তাবলিশের মুরাক্বি হিসেবে জানলেও উনার পারিবারিক ঐতিহ্য কীর্তা শিক্ষা ও কর্মময় জীবন সম্পর্কে যেমন কিছুই জানেন না। সাধারণ মানুষের আশ্রয় ও পাইকের কৌতুহল সামনে রেখে হাজারত মাওলানা সাঈদ সাহেব কাঙ্ক্ষান্তর সফিকুজ্জীবনী তুলে ধরা হলো।

ଜଳ ଓ ଶକ୍ତିସାଗର

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৮৫ হিজরিতে দিল্লীর নিজামুদ্দীন মার্বাজে অনুগ্রহণ করেন। দিল্লীর নিজামুদ্দীন মার্বাজে তারালিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা হজরত ইলিয়াস রহ এর পঞ্চক ১০টি বড় হস্তে উনার বাশখরনা গণনাও দিল্লী মার্বাজে বসবাস করতেন। হজরত মাওলানা সাইন সাহেব কাছলগতি হজরত ইলিয়াস রহ এর বংশধর। উনার পিতা হজরত মাওলানা হকুন সাহেব কাছলগতি রহ ছিলেন হজরত ইউসুফ রহ এর একমাত্র ছেলে। হজরত ইউসুফ রহ ছিলেন হজরত ইলিয়াস রহ এর ছেলে।

হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব কাকলাতি বংশ প্রবংশব্রায় ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক তা এম সাথে মিলিত হয়েছে। এই জন্য এদের গির্দাহীও বন্যা হয় তায়েতেম উচ্চ প্রদেশের কাকলাতি জেলায় লিখে সম্পৃক্ত করে এদের কাকলাতি রলা হয় হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব কাকলাতির পূর্ব পুঙ্খবরা এই ভেলখ বসবাস করতেন। উনারা ছিলেন কাকলাত অনাতম ধন্যাত মুসলিম পরিবার।

হজরত মাওলানা ইনিয়াস রহ -এর পিতা মাওলানা ইসমাইল কাক্সলতি রহ. দিল্লীর নিজামুদ্দীনে এসে বসবাস শুরু করেন। ওনার হাতেই এই এলাকা আবাদ হয়েছে বলে জানা যায়। সাধারণ মানুষের হৃদয়ে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা ইসমাইল কাক্সলতির ভূমিকা অপরিণীম। এই জন্য নিজামুদ্দীনে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব ও তাঁর পরিবারের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। কাক্সলা থেকে দিল্লীতে বসবাস শুরু করলেও হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব ও ওনার পরিবার এখনও কাক্সলার বিপুল পরিমাণ ভূ-সম্পত্তির মালিক।

পূত-পবিত্র বংশধারা

মাওলানা সা'দ এর বংশ পরিচয় অতি স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ৩৫তম বংশধর হযরত মাওলানা ইলিয়াছ রহ.। আর হজরত মাওলানা সা'দ ৩৮তম বংশধর। নিম্নে হযরত আবুবকর সিদ্দিক রা. থেকে পর্যায় ক্রমে বংশ তালিকা উল্লেখ করা হলো-

Sayyidna Abu Bakr Ash Shiddiq

2 Muhammad

3 Qasim

4 Abdurrahman

5 Abdullah

6 Muhammad

7 Qasim

8 Nadir

9 Qasim

10 Husain

11 Sa'ad

12 Umarayyah,

13 Abdullah

14 Muhammad,

15 Abdullah

16 Abu Ja'far Muhammad

17 Tawidh

18 Fakhrudin,

19 Umar/Abu Hashim/Qasim Dhiyauddin

20 Imam Haj Muhammad Muzakkir

21 Imam Tajuddin Muzakkir

22 Qasim Kamruddin Muzakkir

23 Syekh Muhammad

24 Qasim Bakhrudin

25 Nur Muhammad Arif Baban Syah

26 Maulana Jamal Muhammad Syah

27 Maulana Muhammad Asyraf

28 Maulana Hakim Muhammad Syarif

29 Fakhri Muhammad

30 Hakim Muhammad Sa'ad

31 Ghulam Muhyiddin

32 Karim Bakhtay

33 Ghulam Husain

34 Maulana Muhammad Husayn

35 Maulana Muhammad Riyaz

36 Maulana Muhammad Yusuf

37 Maulana Muhammad Harun

38 Maulana Muhammad Sa'ad

29 Hakim Abd Dahir

30 Hakim Qutbuddin

31 Maulana Hakim

32 Muhammad Syekhul Islami

33 Abu Hasan Bakhtay

34 Muhtasham Husayn

35 Sayyidna Abu Bakr Ash Shiddiq

36 Sayyidna Muhammad Arif Baban Syah

37 Sayyidna Muhammad Riyaz

38 Sayyidna Muhammad Sa'ad

39 Sayyidna Muhammad Sa'ad

40 Sayyidna Muhammad Sa'ad

41 Sayyidna Muhammad Sa'ad

42 Sayyidna Muhammad Sa'ad

43 Sayyidna Muhammad Sa'ad

44 Sayyidna Muhammad Sa'ad

45 Sayyidna Muhammad Sa'ad

46 Sayyidna Muhammad Sa'ad

47 Sayyidna Muhammad Sa'ad

48 Sayyidna Muhammad Sa'ad

49 Sayyidna Muhammad Sa'ad

50 Sayyidna Muhammad Sa'ad

এখানে উল্লেখ্য যে, ইলিয়াছ রহ. এর পিতা ইসমাইল রহ.-এর বিবাহ হয়েছিল ২৮তম বংশধর মাওলানা হাকিম মুহাম্মদ শরিফ সাহেবের বংশের মেয়ের সাথে। শুধু ভাই নয়, উক্ত বংশের বিবাহ সব সময়ই নিজেদের বংশধরদের মধ্যেই হয়ে এসেছে। যেহেতু আবু বকর সিদ্দিক রা. কুরাইশ ছিলেন সেহেতু হজরত মাওলানা সা'দ কুরাইশ, আর এটি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে,

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা থেকে উক্ত বরণের বিবাহ শাসী যেহেতু নিজেদের মধ্যেই সম্পন্ন হচ্ছে সেহেতু উক্ত বংশ খারা অভ্যস্ত পূত-পাক্ষিত ।

শিক্ষা ও শৈশব

হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব কাকুলতি দিল্লীর নিজামুদ্দীনেই বেড়ে উঠেছেন । উনার লেখাপড়াও এখানেই । বিংশ শতাব্দীর মুজাফ্ফিদ সৈয়দ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. এর কাছে হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেবের হাতেখড়ি হয় । উনি ওনারকে ঘাসফিলে নবাবীর হওজাতুম-দিন দিরাফিল ফরাসতে বসে প্রথম পাঠদান করেন । নিজামুদ্দীন মার্কাজে অবস্থিত কার্শুকুল উলুম মাদানার তিনি ১৯৮৭ সালে ডাক্তার সম্পন্ন করেন । ছাত্র জীবনে ওনার সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন মাওলানা ইজহারুল হাসান রহ. ওনার শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে—মাওলানা ইনামুল হাসান রহ., মাওলানা উবায়দুল্লাহ বলিয়াতি রহ., মাওলানা ইলিয়াস ফরাসফি, মাওলানা ইব্রাহিম লেওলা, মাওলানা বুইল রহ., মাওলানা আহমদ ওল্লা রহ., মাওলানা সারিকর রহ. প্রমুখ ।

কর্মময় জীবন

হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব কাকুলতি লেখাপড়া শেষ করে নিজামুদ্দীনের কার্শুকুল উলুমে লিখকতা শুরু করেন । তিনি দীর্ঘদিন ধরে সুনানে আবু দাউদ ও হেন্সটাকুস সাহায্য পড়াচ্ছেন । এ ছাড়াও তিনি নিজামুদ্দীন মার্কাজের নানা দরিদ্র পালন শেষে এখন তিনি আমির হিসেবে তালশিগের খেদমত করছেন ।

বিয়ে ও পরিবার

১৯৯০ হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব কাকুলতি ভারতের বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাজাহিরুল উলুম, সাহরানপুরের প্রিন্সিপাল মাওলানা সালমানের মেয়েকে বিয়ে করেন । দাম্পত্য জীবনে তিনি ৩ ছেলে ও ২ মেয়ের পিতা । ওনার বড় দুই ছেলে কার্শুকুল উলুম থেকে ডাক্তার সম্পন্ন করেছেন এবং ছোট ছেলে এখনও অধ্যয়নরত ।

আধ্যাত্মিক সাধনা ও খেলাকত লাভ প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব কাকুলতি আধ্যাত্মিক সাধনায়ও আত্মনিয়োগ করেন । তিনি দুইজন ব্রহ্মন ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে খেলাকত লাভ করেন । ওনারা হলেন, সৈয়দ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. ও মুকতি ইকতিখারুল হাসান কাকুলতি । তিনি হাফে ১৯ বছর বয়সে খেলাকত লাভ করেন ।

এ ছাড়া তিনি মাওলানা ইনামুল হাসান রহ., মাওলানা সৈয়দ আহমদ খান মক্ভি রহ., মাওলানা উবায়দুল্লাহ বলিয়াতি, হাজি আবদুল ওয়াহাব, মুকতি বাইনুল আবিদিন প্রমুখের সান্নিধ্য লাভ করেন ।

বৈশ্বিক ভারতীয়দের নেতৃত্ব

শৈশব থেকেই তিনি ভারতীয়দের কাজে যোগদান করতেন। ভারতীয়দের কাজে ওনার প্রম ও নিষ্ঠার কারণেই হজরত ইনামুল হাসান রহ., ১০ মনসের দ্বারা কর্মটির অন্তর্ভুক্ত করেন এবং অনেক প্রবীণ ও বিজ্ঞ লোকের উপস্থিতিতে ইনাকে ও জন আর্মিরে ভারতীয়দের একজন অন্তর্ভুক্ত করেন। ২০১৪ সালের মার্চে মাদ্রাসা দুবাই-এর হাসান রহ.-এর ইজ্জতের পর থেকে বর্তমানে তিনি ভারতীয় জাতিগতের একজন বিশ্ব আর্মির।

হজরত মাদ্রাসা সাদ কি আলেম?

হজরত মাদ্রাসা সাদ সাদেব আলেম নন-তিনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি ইত্যাদি বিষয় রটানো হয়েছে এবং হচ্ছে। মাদ্রাসা সাদেব হলো যেখানে কলা হচ্ছে হজরত মাদ্রাসা সাদ এর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই সেখানেই ওনার কলা হচ্ছে তিনি মাদ্রাসা ইব্রাহিম দেওলায় ছাত্র এটা পরাম্পর বিরোধী বক্তব্য নয় কী? আর এটি সকলেরই জানা যে মাদ্রাসা ইব্রাহিম দেওলা নিজামুদ্দীন মার্বাজ সংলগ্ন কানিকুল উলুম মাদ্রাসার দীর্ঘদিন দাওয়া হাদিস পড়িয়েছেন সুতরাং মাদ্রাসা সাদেবের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই-এটি মিথ্যাচার বৈ কিছু নয়। সবার জ্ঞাতার্থে কিছু সত্য কথা উপস্থাপন করা হচ্ছে যা হজরত মাদ্রাসা সাদ এর বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনাকারীদেরও তেবে দেখবেন বলে আশা রাখি।

হজরত মাদ্রাসা সাদ কানিকুল উলুম মাদ্রাসা হতে ১৯৮৭ সালে তাকবিল (দাওয়া হাদিস) সম্পন্ন করেন। ছাত্রজীবনে ওনার বার্ষিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন মাদ্রাসা ইব্রাহিম দেওলা হাসান রহ.।

ওনার শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন মাদ্রাসা ইনামুল হাসান রহ., মাদ্রাসা উবায়দুল্লাহ বলিরাজি রহ., মাদ্রাসা ইলিয়াস বরাবান কি, মাদ্রাসা ইব্রাহিম দেওলা, মাদ্রাসা সুইন রহ., মাদ্রাসা আহমদ ওমরা রহ., মাদ্রাসা সাকিব রহ. প্রমূখ। হজরত মাদ্রাসা সাদ কানিকুল সাদেব লেখাপড়া শেষ করে নিজামুদ্দীনের কানিকুল উলুম মাদ্রাসাতেই শিক্ষকতা শুরু করেন। দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় ধরে তিনি উক্ত মাদ্রাসাতে সুনামে আবু দাউদ এবং পঞ্চ দুই বছর বাবুল বোখারি ছানিও পড়িয়েছেন। এছাড়া দীর্ঘদিন কানিকুল এনার দাওয়ায়ে পর নিজামুদ্দীন মার্বাজে হাদীকুল সাহাবার পাঠদান করতেন। হজরত মাদ্রাসা সাদ-এর বংশসহ বিস্তারিত পরিচয় দেখা যেতে পারে।

কয়েকজন মুক্ৰিম নিজামুদ্দীন থেকে বের হয়ে গেছেন, না-কি বের করে দেয়া হয়েছে?

বিভিন্ন জায়গায় এটোমো হবোহে বে, মাওলানা আহমদ লাট ও মাওলানা ইব্রাহিম দেওলাসহ অন্যান্যদের নিজামুদ্দীন থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। একতাপক্ষে উনার নিজামুদ্দীনের উত্তর পরিষ্কৃতির কারণে মাওলান হতে মেচ্ছায় বের হয়ে গেছেন। এ পরিষ্কৃতি সৃষ্টির জন্য কে বা কারা দায়ী তা বিবেচনা বিষয় মাওলানা আহমদ লাট ও মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা সাহেব মেচ্ছায় যে নিজামুদ্দীন থেকে বের হয়ে গেছেন You are here-এ Why Maxlana Ahmed Lat le'i Nizamuddin সাট ছিল মাওলানা আহমদ লাট সাহেবের চিঠিও বেকর্ড পাওয়া যাবে।

মাদিনা পবিত্র থেকে ৪০ বছর পূর্বে হযরত মাওলানা সাজিদ আহমদ খান সাহেব রত কতক মাওলানা আহমদ লাট ও মাওলানা ইব্রাহিম দেওলাসহ অন্যান্য দেও উচ্চশ্রেণী লিখিত চিঠি পড়লে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সাজিদ আহমাদ খান সাহেব এর চিঠি (চিঠি নং ১৪)

মুহাম্মদিয়া জায়েদ জনাব মৌলভি আহমদ লাট সাহেব, মৌলভি ইব্রাহিম সাহেব মৌলভি আব্রাহাম সাহেব, মৌলভি ইসমাইল সাহেব মৌলভি আব্দুর রহমান সাহেব মাওলানা ওসমান সাহেব মৌলভি ওসমান সাহেব (২য়)।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবরাকাতুহ

আলা করছি আপনার যত্নবশত মাওলানাওর কাক মশগুল আছেন। কেননা মাওলানাই এই হযরত পূর্ব কাজ বা অনুষ্ঠানের আয়লকে বিগড়ে যাওয়া থেকে তদন্তে দেয় যত্নও মেলাজ কখনো দুনিয়ার বহু বিগড়ে যায় আবার কখনো উল্টের রঙে অর্থাৎ কখনো দুনিয়ায়ী সূরতে আবার কখনো বৈদী সূরতে। যখন হামি সূরতে আয়ল বিগড়ে যায় তখন মানুষ বেশ খেঁকর মধ্যে পড়ে। কেননা যতএ কখনো অস্ত্রবের অনুশাসী হয় অর্থাৎ কখনো বহিঃক রূপ অত আসল রূপ মিলে যায়, আবার কখনো বিপরীতও হয়।

একদমই মাওলানাওর মাঝামাঝি (একশা) ও বহুতল (শোশল) উভয় মেহনত লিখতে হবে। এই মহদানে চলচলকারীরা চলতি পথের দাবপ্রায় কঠিন ঘণ্টিসমূহ অতিক্রম করে থাকে। যেসব মৃত্যু ঘটি সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়দ শালনপুরি সাহেবের মতো হযরতরা বহান করে গেছেন তা বিস্তারিতভাবে বলার সুযোগ নেই।

ততক্ষণই বোলা থাকে যতক্ষণ সবার থেকে অনুধাপেচ্ছী হয়ে এবং সবার থেকে দৃষ্টি হটিয়ে নিজের খালেকের (অস্ত্রাহর) দরজার পড়ে থাকে তার থেকেই নিজের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা শিখতে হবে এবং যে অবস্থায় তিনি প্রবেশন এই অবস্থা নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করবে। এই অবস্থা তখনই হবে যখন মানুষ অস্ত্রাহর পথে চলবে।

যদি কেউ মাঝলুকের দিকে চলে তাহলে তার হালকের মধ্যে ব্যাঙবি প্রাধান্য পাবে। অন্যথায় যদি বাসেকমুখী থাকে তাহলে অপহৃদ্যনীয় কিছু পরিস্থিতি প্রকাশ পেলো ও তা কল্যাণের দিকে নেওয়ার জন্য এক কল্যাণমুখী করার জন্যই (অস্ত্রাহর তা'জলা'র পক্ষ থেকে) গলে থাকে। এটি মূলত অকল্যাণ থেকে কল্যাণের দিকে দৃশ্যপট নাগে দিতে আসে। যখন আসে কর্ণিত 'হয়ত তার' প্রত্যাঘর্ষণ করবে' আশ্রয়টি পড়ুন।

চতুর্থ কথা এই যে শরতাবের একটি বড় চাল হলো সে (নেক সুবর্তে 'ধাঁকা' দিয়ে) ধীরে পূর্বাচ মেহনত থেকে সরিয়ে আঙ্গিক মেহনতের দিকে নিয়ে যেতে চায়। এভাবে কয়টি ইবদত থেকে সরিয়ে মফলোর দিকে নিয়ে যায়। পাশপাশ এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যখন কয়টির চেয়ে মফলোর ওলুত বেশি দিতে দেখা যায়। যার কারণে (শরতাবের জালে আটকে পড়া ব্যক্তি) সাধারণ উন্নত থেকে নিজেকে জালাল করে ফেলে। এরপর উন্নতকে দিয়ে না সে নিজে চলতে পারে, আর না উন্নত তার সাথে মিলে চলতে পারে। তখন তার মাঝে বুজানি ছুটে যাওয়ার গুণ প্রকাশ পায়। কেন তিনি এই উন্নতের মাঝে ধীন প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন। আর উন্নত তার হাত থেকে ছুটে আসার শরতাবের কবলে পড়ে। তখন এই উন্নতের চোখে তার (উক্ত সুবর্তের) অবস্থার অবনতি ধরা পড়ে। ফলে উন্নত তার দিকে আর ফিরে যায় না। বরং তার থেকে বেচে থাকারই নিজের সক্ষমতা মনে করে।

এজন্য অসুখ দোজা করি কেন, অস্ত্রাহর তা'জলা' এই কবলের আশ্রয়তের সাথে চলনেওয়ালী বানিয়ে দেন।

সাদান

সাদান আহমাদ খান, মদিনা মুনাওয়রা

তারিখ: এই রাবায়ান সুবারক ১০৯৬ হিজরি

উক্ত সাদান খান সর্বদা পরামর্শ: অবশেষে সুবর্তাব: ১০৮-১০

সাদান আহমাদ খান রাহিমাতুল্লাহ-এর চিঠি থেকে অনেক প্রশ্নের জবাব
১। লেখক ও প্রেরক: মাদলানা সাদান আহমাদ খান রাহিমাতুল্লাহ। মদিনা মুনাওয়রা
মাদলানা দাওয়রত ও তারাবিলের ১ম আখির ছিলেন একজন ফকির

জান্নাতুল বাকিতে বিশ্রামরত আছেন দাওয়াত ও তাবলিগের ভবিষ্যত কেমন হবে, তখন তার কর্মী ও আর্মিরের দায়িত্ব কী হবে ইত্যাদি সম্পর্কে বহু বয়ান ও চিঠি তিনি লিখে গেছেন। তিনিই বলেছিলেন যে, এই কাজকে আল্লাহ তা'আলা চল-চুল ছাপিয়ে মহাশূন্যেও নিয়ে যাবেন, এমনকি সমুদ্রের অতল গহ্বরেও এই মেহনতকে পৌঁছাবেন। যা আজ বাস্তবে রূপলাভ করেছে।

২। ওনার লিখিত চিঠিগুলোকে একত্রিত করে মোটী ৩টি ভলিউম বেরিয়েছে। বর্তমান চিঠিটি ৩য় বইয়ে রয়েছে। সংকলক হলেন, মুকতি রওশন শাহ কাসেমী। বাংলায় এটি প্রকাশ করেছেন তাবলীগী লাইব্রেরী।

৩। চিঠিটি লেখা হয়েছে মদিনা মুনাওয়ারায়।

৪। তারিখঃ এই রায়মান ১৩৯৬ হিজরী। অর্থাৎ আজ থেকে ৪৩ বছর আগে।

৫। বিষয়ককৃত আর্মিরের আনুগত্যের উপকরিতা, বিরোধিতার ক্ষতি এবং আর্মিরের কঠোরতাকে ইচ্ছাযেব কারণ হিসেবে যেনে নেওয়ার জোর নির্দেশ।

৬। কাদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন? হ্যাঁ এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিঠির শুরুতেই তিনি প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে সম্বোধন করেছেন। শুধুমাত্র এই কয় জনই আজ মার্কাজ ছেড়েছেন। বর্তমানে বারা মার্কাজে বসে গেছেন তারা সে সময়ও মার্কাজে থাকতেন। তাদের বরাবরে অনেক চিঠি লিখলেও এখানে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি। মুকতিদের কাছে এখনো শুনি, সাদ্দাদ খান সাহেবেয় অধিকাংশ বয়ান ও চিঠি ছিল ইলহামি (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান)। তিনি যাদেরকে ৪৩ বছর আগে সতর্ক করেছেন তারাই ৪২ বছর পর মার্কাজ ছেড়েছেন।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, এতদিন এই চিঠি পাইনি। এখন এলো কোথেকে? দেখুন ভাই! আপনি বোজ নেননি। তাই পাননি। তবে এটি সাম্প্রতিক সময়ে ছাপানো কোনো কিতাব না। এই চিঠিটি যে বইয়ে লিখিত আছে সেটি ছাপানো হয়েছে ১৪২৫ হিজরির রমজানে। অর্থাৎ আজ থেকে ১৩ বছর আগে। যখন সবাই মিলেমিশে মার্কাজেই ছিলেন।

৭। শেষ কথাঃ এই চিঠির খবর খুব ভালো করেই হুম্মত মাদানার সাদ সাহেব জানতেন। কিন্তু সহকর্মীদের কাশারে অভিযোগ না করে তিনি মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এতে এটিও প্রমাণিত হয় যে, একজন আর্মিরের জন্য পরোক্ষনীয় সকল গোপালীই ওনার মাঝে আছে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সত্য মুখ্যর তৌফিক দান করুন। আমিন।

ওলামা হযরত ও বড়রা কি সবাই নিজামুদ্দীন ছেড়ে চলে গেছেন?

হজরতজি সা'দ কাকলতি নাকি ওতা বাহিনী দিয়ে নিজামুদ্দীন দখল করে নিয়েছেন। বড়রা নাকি নিজামুদ্দীন ছেড়ে চলে গেছেন (নাউবুদ্দ্বাহ)। সেই আকারের উলামারা মালোয়ারা করে সা'দ সাহেবকে আমির বানিয়েছেন; আজ তাদেরকে ওতা বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমাদের দেশের কিছু উলামারেকেরাও হজরত মাদারাসা সা'দ সাহেবের বিরোধিতাও এত করেন যে ৩৩ এলাকা কবেছে যা শুনে সাধিদের মধ্যে অনেকেই সীকণ দ্বিধা-ভ্রমের মধ্যে রয়েছে। তাদের এই মিথ্যা কথার জবাব দেয়ার তার আদ্যাহর উপর ছেড়ে দেওয়া হলো। তবে কিছু তথ্য সকলের বিবেচনার জন্য তুলে ধরা হলো।

তাদের একটি নির্লজ্জ মিথ্যা হচ্ছে, 'আলমি মার্কাজ নিজামুদ্দীন সা'দ সাহেবের ওতা বাহিনী কর্তৃক দখল হয়ে গেছে। ওলামার বড়রা চলে গেছে।' বেন, একা সা'দ সাহেবই মার্কাজ দখল করে কাজ করছেন (নাউবুদ্দ্বাহ)। প্রকৃতপক্ষে হাজারো উলামা নিজামুদ্দীনের সাথে জুড়ে আছেন। ওলামার সবার নাম লিখতে হলে অনেক সময় দরকার। এখানে ঐসব উলামাকেরাম ও বড়দের নাম দেয়া হলো যারা হজরতজি ইলিয়াস রহ. হতে শুরু করে হজরতজি সা'দ সাহেব পর্যন্ত সাধি হয়ে আছেন এবং বিশ্বব্যাপি দাওয়াতের কাজ পরিচালনা সহায়তা করছেন।

১. হজরত মিয়াজি মাওলানা ফুল সাহেব হাকিমাবুদ্দ্বাহ (মেওয়ারত)। হজরতজি ইলিয়াস রহ.-এর যামনা হতে কাজে লেগে আছেন এবং এখনো নিজামুদ্দীনের সাথে আছেন।

২. হজরত মিয়াজি আজমত সাহেব হাকিমাবুদ্দ্বাহ। হজরতজি ইউসুফ সাহেব রহ. হতে ৪০ রহ. বছরের মতো কাজে লেগে আছেন। ৪০ বছরের বেশি ৪ মাস করে পায়েদল জামাতে আব্দাহব রাতার সময় লাগিয়েছেন।

৩. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব হাকিমাবুদ্দ্বাহ। বিনি হজরতজি ইউসুফ সাহেব রহ. সময় হতে মেহনতে লেগে আছেন। মাদারাসায় কারিখুল উলুমে শিক্ষকতা করতেন।

৪. শাহেব ইউসুফ সাহেব হাকিমাবুদ্দ্বাহ, শ্রীলংকা। ১৯৬২ হতে নিজামুদ্দীনে আছেন। আমানত ক্রমের জিম্মাদারি পালন করছেন। ১ মাস আব্দাহব রাতার

- ৭৭ গিয়ে মাদরাসায় পড়াশোনা শুরু করেন। পরে আলিম হয়ে ফারওয়ান হোন।
সাবর ৩ মাস আত্মাহর লালান হজরতজি ইউসুফ সাহেব রহ. মাওলানাতে।
৭ মুফতি আব্দুল সাগর হাকিমাব্দুল্লাহ। হজরতজি ইউসুফ সাহেব রহ. হতে
এখনো কাজ করে যাচ্ছেন। কলিফুল উলুম বড় কিতাব পড়াচ্ছেন।
৬ শায়েখ আলীউদ্দিন হাকিমাব্দুল্লাহ, মেওয়াদ। হজরতজি ইউসুফ সাহেব
রহ. হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।
৭ শায়েখ ইলিয়াস বাদশাহী হাকিমাব্দুল্লাহ। হজরতজি ইউসুফ সাহেব রহ.
হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।
৮ একেসর আব্দুল আলিম হাকিমাব্দুল্লাহ। হজরতজি ইউসুফ সাহেব রহ.
হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।
৯ মাওলানা গাজীউল সাহেব হাকিমাব্দুল্লাহ। উল শায়েখ আলী মিয়া নমাজী
রহ. খাছ শাফারিদ। ৪০ বছর ধরে মার্কাজে মুকিম। আরব বিষয় বরান
করেন। হজরত এনাযুল হাসান রহ. এর সাথি।
১০ মাওলানা শামসুর রহমান হাকিমাব্দুল্লাহ। হজরতজি এনাযুল হাসান
সাহেব রহ. হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।
১১. মাওলানা আব্দুল হান্নান সাহেব হাকিমাব্দুল্লাহ (হজরতজি এনাযুল হাসান
সাহেব রহ. হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন)।
১২ শাইখুল হাদিস আব্দুর রশীদ হাকিমাব্দুল্লাহ। মাওলানা উবারদুল্লাহ রহ.
এর সন্তান। হজরতজি এনাযুল হাসান সাহেব রহ. হতে এখনো নিজামুদ্দীনে
জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।
১৩. মুফতি আব্দুর রহিম হাকিমাব্দুল্লাহ। হজরতজি এনাযুল হাসান সাহেব
রহ. হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।
১৪ মাওলানা মাকিস সাহেব হাকিমাব্দুল্লাহ। হজরতজি এনাযুল হাসান
সাহেব রহ. হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।
১৫. মাওলানা ইয়াকুব হাকিমাব্দুল্লাহ। বিশ্ববিখ্যাত আলিম ইউসুফ সালনি
রহ. এর সন্তান। হজরতজি এনাযুল হাসান সাহেব রহ. হতে এখনো
নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।
১৬. মাওলানা জামশিদ হাকিমাব্দুল্লাহ। মার্কাজ নিজামুদ্দীনের মাশোয়রার
জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।
১৭ মুফতি শরিফ হাকিমাব্দুল্লাহ। মার্কাজ নিজামুদ্দীনের মাশোয়রার জুড়ে
কাজ করে যাচ্ছেন।

১৮. মুফতি শওকত সাহেব হাফিযাহুল্লাহ। মার্কাজ নিজামুদ্দীনের মাশোয়ারায় কাজ করছেন।

১৯ মুফতি শামিম সাহেব হাফিযাহুল্লাহ। মার্কাজ নিজামুদ্দীনের মাশোয়ারায় জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

২০. মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব হাফিযাহুল্লাহ। মার্কাজ নিজামুদ্দীনের তাকাজা পুরো করছেন।

২১. মাওলানা আলা'দুয়াহ সাহেব হাফিযাহুল্লাহ। মার্কাজ নিজামুদ্দীনের তাকাজায় কাজ করছেন।

আমরা মূলত বাংলাদেশে আহমদ নাট সাহেব ও শায়েখ ইব্রাহিম দেওলা সাহেবকে সব সময় আসতে দেখে ভেবে নিয়েছি যে, ওনারা ছাড়া আকাবির বড় হয়ত আর কেউ নেই। আসলে বিষয়টি এমন নয় একেক দেশ বা প্রদেশে একেক আকাবিরদের পাঠানো হতো এবং সে কারণেই আমরা তাদের সঙ্গে বেশি পরিচিত। পরবর্তীতে হিন্দুস্থানের আরো প্রায় ১৩-১৫ হাজার উলামায়েকেরামের একটা তালিকা প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এরপরও কেউ যদি নিজামুদ্দীন মার্কাজ নিয়ে বানোয়াট তথ্য প্রদান করে তাহলে বুঝতে হবে তাদের উদ্দেশ্য তাবলিগ বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই না।

বাংলাদেশের ২০১৭ সালের ইজতিমায় মাওলানা

সাদ সাহেব দা.বা.-এর আগমন

টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত ইজতিমায় হজরত মাওলানা সাদ এর আগমন ঠেকানের জন্য বাংলাদেশের উলামাদের একাংশ মাওলানা আহম্মদ শফি সাহেবের ব্যাকরে প্রধানমন্ত্রী বরাবর আবেদন করেন। কাওবাইলেও এ দাবীর স্বপক্ষে শূরা বরাবর চিঠি প্রেরণ করা হয়। বরাট্ট মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে জাতিয়ে দেয়া হয় যে, তিনি বাংলাদেশে এলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে।

এরপরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এবং বরাট্টমন্ত্রীর সহযোগিতায় মাওলানা সাদ সাহেব ২০১৭ সালে টঙ্গী ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেন। এতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো অবনতি হয়নি বা সকলেই অবগত। ডাকলিগের সাধারণ সখি এমনকি উলামাদের মধ্যেও উনার বরান নিয়ে কোনো আশঙ্কিত উপাশন হয়নি। তবে দুঃখজনক বিষয় হলো, টঙ্গী ইজতিমা-২০১৮ তে হজরত মাওলানা সাদ সাহেব বাতে অংশগ্রহণ করতে না পারেন এজন্য বাংলাদেশের উলামা কেরামের একাংশ উদ্দেশ্য মূলকভাবে অবৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। জানা যায় যে, এতে কাওবাইলের আদেম শূরাদের একাংশের মদদ ছিল।

পুরানো সাখিদের পাঁচ দিনের জোড়

(১৭-২১ নভেম্বর-২০১৭)

প্রতি বছরের মতো এবারও পাঁচ দিনের জোড়ে অংশগ্রহণের জন্য ৬ জনের একটি জামাত নিজাব্বুদ্ধীন থেকে বাংলাদেশে আসে। উক্ত জামাতের সাখিগণ দীর্ঘ দিন যাবৎ নিজাব্বুদ্ধীন মার্কাজে জুড়ে থেকে কাজের সাহ তরতীব সম্পর্কে ভালো মতো অবহিত। জামাতের জিখাদার ছিলেন মাওলানা শামীম সাহেব এবং অন্যান্য সাখিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ৯০ বছর উর্ফ মিয়াজী আজমতউল্লাহ সাহেব। এই জামাত বাংলাদেশে প্রবেশের পর এরারপেট থেকেই জামাতের সাখিদের নাজেফল করা শুরু হয়। অখচ মুনিয়ার কোথাও গুপহদের বরান নিয়ে কোনো আশঙ্কিত নেই, না বাংলাদেশ, না বেগবল, না

পৃথিবীর অন্য কোথাও। নিরাপত্তার অভ্যুত্থান দেখিয়ে তখনকার ফায়সাল মাওলানা রবিউল হক সাহেব এবং ওনার সাথিরা টেসী ময়দানে জামাতকে যেতে বাধ্য দেন। এমনকি তারা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকেও কাছে লাগান। পরবর্তীতে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুমোদন পেয়ে জামাতকে মাঠে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এটিকে ঠেকানোর জন্য অতি গোপনে ৫ দিনের জোড়কে ৪ দিনের মাঝায় হঠাৎ দোয়ার মাঝামে শেষ করা হয় যা নজিরবিহীন। ফলে ৫ দিনের কোডে লক্ষ লক্ষ পুরানা সখি কুহানী খোরাক থেকে বঞ্চিত হয়। জোবের বিস্তারিত কারওজারী নিজে উল্লেখ করল হলো।

মাওলানা যুবায়ের সাহেব, মাওলানা রবিউল হক সাহেব, মাওলানা ওমর ফারুক সাহেব পাকিস্তান ইজতিমা থেকে এসে বাংলাদেশে পাকিস্তানের ফায়সালাকৃত International Shura পদ্ধতি কয়েক করার পন্থা তারা করেন। তাই জোড়ের ২ দিন আগে নিজামুদ্দিনের কারসাদা করা জামাতের প্রথম অংশ এয়ারপোর্ট পৌঁছালে প্রশাসনকে ব্যবহার করে ওনাদের ৪ ঘণ্টা স্ট্রিকিয়ে রাখা হয় ২/১ জন শূরা ছাড়া এদের সাথে কেউ সৌজন্য সাক্ষাত পর্যন্ত করেননি। মাওলানা শামীম সাহেব সংক্ষপ করতে মাওলানা যুবায়ের সাহেবের কামরায় গেলে তিনি কথা বললেও সাধারণ সৌজন্যতা দেখিয়ে কসতেও বলেননি এই কথা বলে মাওলানা শামীম সাহেব খুবই দুঃখ প্রকাশ করেন।

তাবলিগের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কোনো জোড়, ইজতিমায় নিজামুদ্দিনের কোনো জামাত গেলে সেই জামাতের জিম্মাদারই ঐ জোড় বা ইজতিমার জিম্মাদার হয়ে থাকেন। সেই হিসেবে ঐ জোড়ের জিম্মাদার ছিলেন হযরত মাওলানা শামীম সাহেব। তিনি নিজামুদ্দিনের জামাতের জিম্মাদার, 'ওনারা মাঠে গেলে বিলুপ্ত হবে' এই আওয়াজ কুলে প্রশাসনকে ব্যবহার করে ওনাদেরকে কাকরাইলে থাকতে বাধ্য করা হয়। উক্ত সময় মাওলানা রবিউল হক সাহেব ওনাদের ময়দানে নেয়ার ব্যবস্থা না করে জোড়ের মধ্যে জিম্মাদার হিসেবে ফায়সাদা করে চরম ধুঁতার পরিচর দেন। যার উদাহরণ বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল। এক্ষুণক্ষে তিনি আপনি শূরার মতাদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ কাজ করেন। যে দেশে জোড় বা ইজতিমা হবে সেই দেশের অমির বা ফায়সালই ঐ জোড়ের ফায়সাল হবে এটাই হলো আলমি শূরা বাস্তবায়নের কৌশল। এছাড়া তিনি নিজেকে আমলি শূরার একজন।

দুইবার তিনি এতদিন যে কলেক্টর, নিজামুদ্দীনই আমাদের মার্কাজ, সফিকুন্নাহ এবং বাংলাদেশ এর দুইটি শাখা এগুলো সবই শোকাবাজি ছাড়া আর কিছুই না।

নজম থেকে নিজামুদ্দীনের এতদ্যাত করনেওয়ালাদের বের করে দেয়া ১৯৯৭ জোড় ২০১৭ উপলক্ষে নজমের সাখিরা দুই-পাঁচবার এবং আ'ম মজরা ওক-এর সকালে মরদানে পৌঁছতে শুরু করে। এবার জোড়ে নজমের একটি বাঁও-এর জামাত ছিল, বাংলাদেশের শূরার খেদমতের জামাত। যেখানে ৭ জন শূরা হযরতের খেদমতে ছিল ৮ কামরার প্রায় ২০০-৩০০ সান্নি অথচ তারা সকলে তিন চিত্রার সাখি বা মোনাসেন সাখিও ছিলেন না। আসলে তাদের বাখা হযেছিল বিশেষ কাজে-বাতে নিজামুদ্দীনের হযরতদের গোমাত মরদানে চুকতে না পরে

এই সময় ঐ জামাতেও সাখিরাও বিভিন্ন কামরার জাম হতে শুরু করে। এবং মালোয়ারার কামরাসহ বিদেশী খয়র প্রায় পুরেটিই দখল করে নেয়। ফলে দুই-পাঁচবার এবং ওক-এর সকালের ২ শোয়ায় সাখিরা নিজামুদ্দীনের বড়দের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে অপমানি হোন। মালোয়ারার পরিবেশ দেখে মনে হযেছিল বন্ধুকের নল টাক করা হযেছে। মাওলানার বিবটল হক মা'হেব ১০ মিনিটে মাধ্য মালোয়ারার প্রতিদিনের আহল ফায়সালা করে ফেলেন। এসবের প্রতিবাদে গাকাসহ কয়েকটি জেলা আমলে অংশগ্রহণ করেনি এমনকি কারওয়ানীও শোনারনি। যদিও কয়েকবার মাইকে এসব জেলাকে কারওয়ানীও শোনার জন ডাক হয়।

জুম্মার আসে বিনা অপবাধে উল্লবর মাওলানা আক্বর রহমানকে প্রহার করে ইন্ডিনিয়ার মাহফুজ, হাজি সেরিম, ডা. আজগবের বেকতুদ্দীন বাহিনী। এরপর দীর্ঘ সময় অটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তার উপর চলে মানসিক অত্যাচার। একই আচরণ করা হয় কবি নজকল কলেক্টর তাই আনু সাইদ এর সঙ্গে। প্রচণ্ড বাখা নিয়ে নিহানার কাতরিয়েছে পুরো জোড়ের সমস্ত হাজি সেরিম গংদের তৈরি বশিলালমঃ এমন আরো কয়েকটি ঘটনার কথা শোনা যায়।

জুম্মার পর শুরু হয় ইন্ডিনিয়ার মাহফুজের নেতৃত্বে সমস্ত নজম থেকে নিজামুদ্দীনের এতদ্যাত করনেওয়ালাদের বের করার কার্যক্রম। দুশূরের খানা লেব করেই বের হয়ে যেতে বলে নিজামুদ্দীনের হযরতদের পাহারা ও

গেইটের পাহারার জামাতের সাধিদের। গ্রহণ করা হয়নি নজমের জামাতের ১০ সাধিকেও। যার তালিকা মাশোয়ারার খাতায় আছে।

নজমের জামাত থেকে বাদ দেয়া হয় ইঞ্জিনিয়ার রওশন মনিকে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক জামাত থেকে নিজামুদ্দীনের এতেয়াত করনেওয়াল সাধিদের বাদ দেয়া হয়। অথচ এগুলো সবই ছিল কাকরাইলের কারসালাকৃত। যার প্রমাণ মাশোয়ারার খাতা থেকে পাওয়া যাবে।

বিদেশী খিমার ভিতরের ফটকের পাহারার জামাতের জিম্মাদার সরদার জাকিরকে ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ সাথে ইকুইয়াকে নিয়ে গিয়ে বলে, “তোমাকে পাহারার জামাতের জিম্মাদার বানিয়েছি। তুমি নিজামুদ্দীনের জামাতকে ভিতরে ঢুকতে দিবে না। তাদের আটকাবে।” সে অস্বীকৃতি জানিয়ে ময়দান থেকে চলে আসে।

নিজামুদ্দীনের হযরতদের ময়দানে আসার প্রচেষ্টায় এসব কিছুকে মেনে নিয়ে, বিনা বাধ্যবর্তে নিজামুদ্দীনের এতেয়াত করনেওয়াল সাধিরা নজম ছেড়ে যার যার এলাকার জামাতের কাছে চলে আসে। কিন্তু তারপরও উক্ত সাধিদের উপর চলতে থাকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি-ধমকি, প্রশাসনিক নিষেধন। তাছাড়াও ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ ঢাকা শহরের বেশ কয়েক জন জিম্মাদার সাধিকে পুলিশে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

“নিজামুদ্দীনের হযরতদের ময়দানে আসার সম্ভাবনা আর নেই” এমন অবস্থার উপর সাধিরা ময়দান ছেড়ে নিঃশব্দে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এটি অবশ্য নিজামুদ্দীনের হযরতদের কামসাল ছিল। যা আমাদের শূরা, কামসাল স্যই নসিম সাহেবের কণ্ঠে ২ দিন পর তুলতে পাওয়া যায়। এই সময় ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ, ইঞ্জি আনিস, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ, তাকুল, মোস্তা, হাজি সেলিম, ডা. শাহাবুদ্দিনসহ ঢাকা জেলার কিছু জিম্মাদার সাধিও ঢাকার সাধিদের আসতে বাধা দিতে থাকে। কোথাও কোথাও শক্তি প্রয়োগ করে ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ আর হাজি সেলিমের লোকজন। এসব বাধা অতিক্রম করে সাধিরা কাকরাইলে অবস্থানরত বড়দের সাথে মূলাকাত এবং মুসাফাহ করতে থাকে শনিবার থেকে। রবিবার সকালে প্রশাসনের লোকজন স্কুল ভবনের উপর ভিত্তি করে কাকরাইল মসজিদে প্রবেশ বাধা দেয়া শুরু করে। বিকালে গেইট প্রায় বন্ধ করে দেয় এবং মসজিদে আবলেনও বাধা দেয়। এমতাবস্থায়, মসজিদে আমল না করে মাশোয়ারার কামরার মজমা

নানানো হয়। স্ত্রী মজুমদার কথা বলেন, মাওলানা শামীম সাহেব এবং ভাই নাসিম সাহেব। সেখানে জিম্মাদার সাথীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্য করার মতো। কারণ এর মধ্যেই ময়দান ছেড়ে চলে আসেন প্রফেসর আনোয়ার সাহেব। যিনি ছিলেন ঝাণ্ডাভক্তদের জিম্মাদার। বিদেশী তাক্ষিকদের পুরো জামাত। মিশরের পাহারার পুরো জামাত। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার অনেক জিম্মাদার সাথি এবং শূরা হযরতগণ। ফলে টঙ্গী ময়দানের জোড়ের মজমা জিম্মাদার সাথি শূন্য হয়ে কার্যত রবিবারই জোড় শেষ হয়ে যায়।

উলামা হযরতদের ধুরো তুলে হযরত মাওলানা সাঈদ সাহেবসহ অন্যদের ব্যাপারে আশঙ্কিত কথা বলা হয় ময়দানে সেই উলামা হযরতদেরও উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল না। বিদেশী মেহমানদের খেদমতের জিম্মাদার রেদোয়ান এলাহী জাই জানান, “হাজি সেলিম আমাকে ১৫০০ উলামা হযরতের দুপুরে ঝাণ্ডার ইস্তেজাম করার কথা বলে। আমি সে অনুযায়ী ইস্তেজাম করি। কিন্তু ঝাণ্ডা খেয়েছে মাত্র ১৫০ এর মতো সাথি। এখন এত ঝাণ্ডার আমি কী করব?”

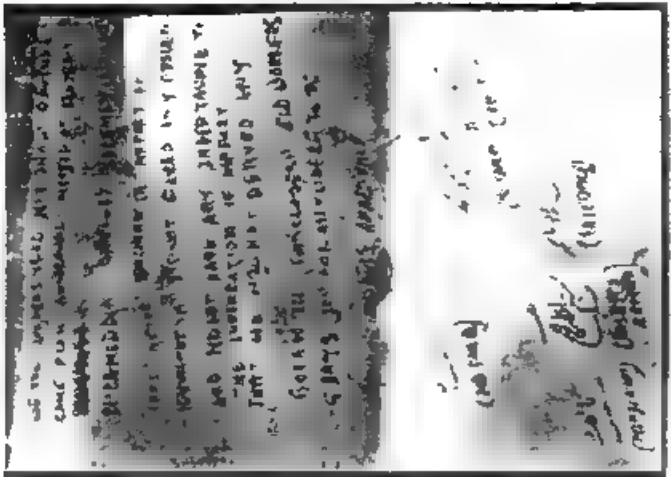
বড়দের ময়দানে নেয়া প্রসঙ্গ

প্রথম দিন থেকেই ময়দানে ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ এবং তার লোকজম ময়দানে কথা ছড়ায় যে, ‘নিজামুদ্দীনের জামাত কথা বলবেন না’—এই আভারটেকেন দিবে ওনারা বাংলাদেশে এসেছেন। বাস্তব কথা হলো, ওনাদের এই ধরনের কোনো অবস্থার সম্মুখীনই হতে হয়নি। যে কথা ওনারা কাকরাইলের প্রতিদিনের নিয়মিত মাশোয়ারায় শপথ বলেছেন। লিখিতও দিবে গেছেন।

বাংলা অনুবাদ

“আমরা নাম স্বাক্ষরকারী ভারতীয় নাগরিকরা বাংলাওয়ালী মসজিদ নিজামুদ্দীন থেকে আগত। স্বজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, বাংলাদেশের বিমান বন্দরে গৌছার পর আমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হইনি। এবং কোনো মুচলেকা এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশনকে দেইনি। এই মর্মে কোনো মুচলেকা দেইনি যে, বাংলাদেশের পুরোনোদের ৫ দিনের জোড় বা অন্য কোথাও বয়ান করব না।

স্বাক্ষর—মোস্তাক আহম্মদ ইউসুফ, মো ফারুক, মাওলানা শামীম, সাজিদ আলী, মিয়াজি অল্লমড এবং হাশিম আহম্মদ।”



অন্যদিকে জোড়ের শুরুতেই মতমাকে ধোঁকা দিয়ে বলা হয়, হযরতদের জামাতকে মরদানে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু বক্তবে ওনারা যাতে মরদানে আসতে না পারে সেজন্য চেষ্টা করা হচ্ছিল। তাই নিজামুদ্দীনের এতেরা'ত করছেনওয়াল সাধি এবং তাই ওয়াসিফ সাহেবের বিভিন্ন চেষ্টা ব্যর্থ হয়। যেমন সরকার সব শূরার ঐক্যমতের ভিত্তিতে উনাদের মরদানে পাঠানোর এতাজত দিলে মাওলানা যুবায়ের সাহেব, মাওলানা রবিউল হক সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, মাওলানা ওমর কারক সাহেব তাতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

বরং যে ৭ শূরা তাতে স্বাক্ষর দিয়েছে ইজ্জিনিয়ার মাহমুদের নেতৃত্বে হাজি সেলিম, ডা আক্কাগর, ইয়াহিয়াসহ প্রায় ৩০ জন সাধি তাদের কাছে যেয়ে চাপ সৃষ্টি করে আগের স্বাক্ষর প্রতারণামূলক বলে জোর করে স্বাক্ষর নেয়। কেউ দিতে অস্বীকার করলে হুমকি, ধমকি দিয়ে অগমান করা হয়।

গত ১৭/১১/২০১৭ ইংরেজি তারিখ রাতে মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবের মাওলানা যুবায়ের সাহেব এবং জনাব ওয়াসিফ সাহেবকে নিয়ে একটি বৈঠকে বসার কথা ছিল। মাওলানা যুবায়ের সাহেব মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের মাধ্যমে জানান যে, শুধু ৩ জন কসলে হবে না ৫ উপদেষ্টা

এসতে হবে। এভাবে বৈঠকটি বাতিল করে দেয়া হয়। কলে হযরতদের এরদানে যাওয়ার সন্ধান আরো কমে আসে। তারপরও হযরতগণ মরদানে যাওয়ার জন্য আশা ছাড়েন নি।

জোড়ের তৃতীয় দিন রাতে গাঙ্গীপুরের পুলিশ সুপার জনাব হাকুন সাহেব খবাত্রমুদ্রীর নিকট থেকে নিজস্বদীনের দুর্গাকিদেরকে দিয়ে চরী মরদানে বহান করানোর অনুমতি নেয়। সে যোতাবেক জোড়ের চতুর্থ দিন (সোমবার) নিজস্বদীনের হযরতগণও তৈরি হতে থাকেন। খবাত্রমুদ্রীও ওলামের মরদানে নিয়ে বহান করানোর জন্য ব্যবস্থা করতে পুলিশকে নির্দেশ দেয়। একজন

১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে

হয়। এখতিবাহায় ইজিনয়ার মহকুত পাং বাহিরের মাদ্রাসার কিছু ছাত্র উবাদ এবং কাকরাইল মাদ্রাসার প্রায় ১৫০ জন ছাত্রের হস্তে পাঠি দিয়ে পেটে দাঁড় কবান হাতে প্রমাণ হয় যে, মেহমান আসলে হাসিয়া হবে। এক পর্যায়ে পুলিশ প্রশাসন মাওলানা বুবারের সাহেবকে মেহমানদের ছত্রা মরদানে বহান কবানোর জন্য চাপ দেয়। পরিস্থিতি বৈশিষ্ট্য দেখে মাওলানা বুবারের সাহেব নিজস্ব কাটকে না জানিয়ে হস্ত কতে চতুর্থ দিন আত্ম নামাজের পর দেওয়া করে একদিন পূর্বেই জোড় শেষ করে দেয়।

উল্লেখ্য যে, হযরতজী হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব উক্ত সময় কয়েকবার ঈশানিয়ার বংশন মনিরের মোবাইলের মাধ্যমে মাওলানা বুবারের সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান। মাওলানা বুবারের বলেন যে, “আমি অনুহ কথা বলবো না।” হযরতজী হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব মাওলানা বুবারেরের ছেলের সঙ্গে কথা বলতে চান। কিন্তু সেও কোন রিসিত করেনি।

তখন নিজস্বদীনের জামাতের কাছে উনি কোন করে বলেন, “মাওলানা বুবারের সহদেবকে বলো, কোনো অনায়া হতে থাকলে থাক করে দিতে এবং আমার কোন রিসিত করতে। সে কথা জানানোর জন্য মাওলানা শাহীম সাহেব কাকরাইল মসজিদ হতে মাওলানা বুবারের সাহেব এবং মাওলানা রবিউল হক সাহেবের সাথে বিভিন্ন যোগাযোগ নথি দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে মাওলানা রবিউল হক সাহেবের সাথে কথা হয়। তখন তিনি তার সাথে বিভিন্ন সফর আর বক্তৃতা কথা শ্রবণ করিয়ে দিয়ে মরদানে বেতে চান। এই সময় মাওলানা রবিউল হক সাহেব আবারও বিশৃঙ্খলার কথা জানান। তখন মাওলানা শাহীম সাহেব বলেন কিছু হবে না। সে সময় তিনি এও বলেন যে, আমাদের সাথে দেখা করলে না। খবরও

নিশে না ময়দান থেকে কাকরাইল কত দূর? তুমি একবার এসে আমাদের দেখে গেলে না? গেলে'! নিজামুদ্দীন থেকে বার দুটে পেছে তারা মেহনত থেকে দূরে চলে গেছে..... শোনো! আমরা মরদানে আসছি। আমরা কোনো আমল করব না। শুধু বসে বসে জিঁকির করব। এক্সবে প্রায় ১১ মিনিট কথা হয় মাওলানা রবীউল হক সাহেবের সাথে। এর কিছুক্ষণ পরেই খবর আসে, মরদানে যাত্রীবের পর দোরা হবে। আবার খবর আসে আসরের পরেই দোরা শেষ করে ৫ দিনের জোড় ৪ দিনেই শেষ করে দেয়া হয়।

এখন আমাদের সামনে প্রশ্ন, আমরা কি নিজামুদ্দীনের হযরতদের এতেম্বাতে ভাবাধা করব না-কি পাকিস্তানের তৈরি এবং পাকিস্তান দ্বারা নির্যাত্ত তৎকার্ণিত আলমি শুরার এতেম্বাত করব? তৎকার্ণিত আলমি শুরা বাংলাদেশে কী ভাবাধা ৮৭৭৭৭ ৩৭ নমুনা এওরের ৭৭৭৭ পরিচালিত হয়েছে।

সরকার কর্তৃক গঠিত প্রতিনিধি দলের ভারত সফরের কারণজারি

গত ৫ দিনের জোড়ে নিজামুদ্দীনের জামাত বাংলাদেশ থেকে ফিরে যাওয়া এবং মিয়াকী আজমতউল্লাহ সাহেবের কান্না আমাদেরও কান্দিয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেবের কানেক্সার বাংলাদেশে আসা নির্বিঘ্ন করতে এক ইজতিমা মফল ৭৭৭৭ সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে মেহনত করা হয়।

গত ২৬ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের বরখাস্তা জামাতুল আলামিন বান কামালের বাসভবনে আলেম-উলামা ও কাকরাইলের মুরব্বির সম্মিলিত বৈঠকে একটি প্রতিনিধি দল ভারত সফরের সিদ্ধান্ত হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন, জামির রাহমানির আবাবিন্দার খিলিলাল মাওলানা মাহবুবুল হক, জামিয়া খালদিয়া বারিখরার মুহাম্মিন মাওলানা উবারদুদ্রাহ ফরুক, কাকরাইলের শুরা মুরব্বি মাওলানা সুবায়ের সাহেব, কাকরাইলের শুরা জনাব সৈয়দ গুলামিসুল ইসলাম ও ঢাকার সাতারের মাওলানা জিয়া বিন কাসেম। জামাতের অধির করা হয় মাওলানা উবারদুদ্রাহ ফরুক সফরকে

দুটি বিষয়কে সামনে রেখে প্রতিনিধি দলের ভারত সফর বিষয় দুইটি হলো—
১. হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব দা.বা.-এর হুজ্বা দারুল উলুম দেওবন্দ এর কাছে গ্রহণ হয়েছে কি-না? এই বিষয়ে তাত্ত্বিক বা তদন্ত বিশেষ।

২। আগামী অনুষ্ঠানে টঙ্গীর কিং ইজতিয়ার উত্তর ধারার শীর্ষ মুহাম্মদের উপস্থিত থাকার যত্নে পরিবেশ তৈরি করা।

১৩ ২৪ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় সকাল ১০ ১৫ মিনিটে প্রতিনিধি মল দিল্লীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করার কথা থাকলেও কিছু সেরিতে যাত্রা করেন। স্থানীয় সময় রাত সাড়ে এগারটার দেওবন্দে পৌঁছেন। প্রতিনিধি মল দেওবন্দে পৌঁছোবার পরপরই মাকুল উলুম দেওবন্দের দায়িত্বশীল শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকের কথা ছিল। কিন্তু সময়ের ত্রুটির মতন তা হয়নি। বিশ্রামের পর ফজরের আগেই প্রতিনিধি মল দেওবন্দের মুহতামিম মুকাত আবুল কাসেম নোমানী এবং দেওবন্দের সিনিয়র মুহাজির হাওলাদ সাইয়েদ আবশাদ মানানির সঙ্গে বৈঠকে বসেন। দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর প্রতিনিধি মল দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক (সমস্তল মুদাররিসিন) মুফতী সাইদ আহবাস পালনপুরীসহ অন্যান্য শিক্ষকদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন।

প্রতিনিধি মলে কাকরাইল শ্রমের সমস্যা জনাব সৈয়দ ওয়াসিকুল ইসলাম সাহেব বলেন, আমরা সরকারি ম'কুল উলুম দেওবন্দে যাই। ফজরের সময় দেওবন্দের মুহতামিম মুকাত আবুল কাসেম নোমানী ও সিনিয়র মুহাজির সাইয়েদ আবশাদ মানানির সঙ্গে বৈঠক হয়। সেখানে আমরা ওনারের জিজ্ঞাসা করি, হযরত হাওলাদ সাহেব বাংলাদেশের টঙ্গী ইজতিয়ার অংশগ্রহণ করলে আপনাদের কোনো আপত্তি আছে কি? উত্তরে বলেন, আমরা এতগুলোর পেছনে পড়তে চাই না। এটি একজনই তাবলিগের দুই পক্ষের জাপার। আমাদের কোনো অসুবিধা নেই এবং এ বিষয়ে কিছু বলতেও চাই না।

বৈঠকে দেওবন্দের মুহতামিম সাহেব ও আবশাদ মানানী সাহেব বলেন যে, কুস জা এর বিষয়টি প্রকাশ্যে এলানি কল্প করলে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না। হাওলাদ সাহেব এর বয়ান, বক্তৃতা ও মাকুল উলুম দেওবন্দের ইতিমধ্যে বা সম্মতির ব্যাপারে জানতে চাইলে উত্তরে বলেন, আমরা উত্তরে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে এবং কবানে এলানি (বোকা) করতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি কোথাও কোনো এলানি করেন নি। তাই আমরা ওনার উত্তর সম্মতি হতে পারছি না। ওনার পক্ষ থেকে কেউ কেউ কোনো কোনো বিষয়ে দলিল প্রমাণ দেয়া বা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছে। আমরা মনে করেছিলাম তিনি নিজেই বিষয়গুলো এওঁজহ বা স্পষ্ট করবেন অথবা বিষয়গুলো অবীকর করে কল্প করবেন।

সরদ ওয়াসিকুল ইসলাম সাহেব বলেন আমি বললাম তিনি যদি কোনো এলানি বা সভা সমাবেশে এসব বিষয়ে স্পষ্ট বোকা করেন তাহলে কি আর

কোনো অসুবিধা থাকবে? দেওবন্দের দায়িত্বশীলরা বলেন, তিনি যদি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন তবে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। এসব বিষয়ে দেওবন্দ আমাদের প্রতিনিধি দলকে একটি লিখিত পত্র দেন।

সে প্রেক্ষিতে ২৫ ডিসেম্বর রাতেই বাংলাদেশের উক্ত জামাত নিজামুদ্দীন মার্কাজে পৌঁছে। সেখানে পৌঁছেই ইজরত মাওলানা সাঈদ সাহেবের সাথে দেখা করেন। ওনাকে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রস্তাব দেখা হয়। উনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে দারুল উলুমের প্রস্তাব বাস্তবায়নে আম্মহ দেখান। তাই এই দিনই এশার নামাজের পর হযরতুস সাহাবার তালিমের পর ১০০০-১৫০০ জনের দলবদ্ধ হয়ে, সকাল ১১:১১ টি থেকে ১২:০০ টি পর্যন্ত প্রকাশ্যে এলাম রুজু করেন। এবং এই বিষয়ে যারা উল্লিখ পক্ষে বিভিন্নভাবে লেখালেখি করছেন তাদের বিরুদ্ধে থাকতে বলেন। এই এলামী রুজুতে এই জামাত সম্মতি প্রকাশ করেন।

এই বিষয়ে প্রতিনিধি দলের সদস্য মুফতি জিয়া বিন কাশেম সাহেব বলেন, হযরতুস সাহাবার পর কখনোয়ামা শেষ হয়। এতে আমরা সবাই এতমিনান হই। মাওলানা শওকত সাহেব আমাদের নিয়ে মাওলানা উনাইয়দুলাহ কাকক সাহেব এবং মাওলানা মাহবুব সাহেবের কামরায় গিয়ে ওনারের সাথে দেখা করেন। ওনারের জিজ্ঞেস করেন, এই রুজুতে ওনারা এতমিনান কি-না? হযরতরা রুজুতে এতমিনান হয়েছেন বলে জানান।

পরদিন জাম ওটি ওজরটি অতিক্রমে রওজনা হয়। শুক্রবারে একটি মাদ্রাসার মেহমানখানার নিজামুদ্দীন ছেদ্রে যওয়া মাওলানা ইব্রাহিম মাওলানা কাকক, ছুইত সানাউল্লাহ, মাওলানা ইসমাইল ওজরাটি, হাকিম আবদুল মান্নান প্রমুখের সাথে দেখা হয়। সেখানে চলমান সংকট নিয়ে আলোচনা হয়। সাথে সাথে টঙ্গী ইজতিমাতের আসার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। ওনারা ইজতিমাতের আসার বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করেন। সাথে সাথে চলমান সমস্যা সৃষ্টি ও এর সমাধানের বিষয়ে বর্ণিত আলোচনা হয়।

সেবার হতে জামাত আখার নিজামুদ্দীন মার্কাজে কেন্দ্র আসে। ইজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব না থাকে টঙ্গী ইজতিমাত আসার দাওয়াত দেয়া হয়। তিনি অপরিকতার সাথে দাওয়াত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন টঙ্গী ইজতিমাত থকর দিন থেকে নিজামুদ্দীন হতে জামাত বাড়ছে। ইনশাআল্লাহ এই বছরও বহানিয়রে যাবে। বিষয়টি তিনি লিখিত আকারেও লেন। প্রতিনিধি দলটি ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ দেশে ফিরে আসে।

প্রতিনিধি দলের ভারত সরকারের প্রতিবেদন

পত ২৯ অক্টোবর ২০১৭ইং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাস ভবনে যাত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে কাকরাইল যাত্রাক্ষেত্র তত্ত্বা সমসাব্যক্ত, বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে তাকলিগ জামা'তের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিরসনে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার নিম্নোক্ত আলোচনা পর্যালোচনার পর দুটি সিদ্ধান্ত হয়—

২ নং সিদ্ধান্ত: কাকরাইল যাত্রাক্ষেত্র তত্ত্বা পক্ষ থেকে দুইজন এবং ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে তিনজন মোট পাঁচজন ভারতে গমনপূর্বক মাও, বুহা, সাজাদ ও নেওয়াদিনের অপর মুরুবিগণ-বাক্স নেওয়াদিন হারকাস ত্যাগ করেছেন, যেমন-মাওলান ইবরাহীম দেওলা, মাওলানা আহমদ লটি প্রমুখকে ২০১৮ সালের বিশ্ব ইজতেমার দাওয়াত দিবেন এবং বিশ্ব ইজতেমার উত্তর গ্রুপ একত্রে আসবেন এক গ্রুপ না আসলে অপর গ্রুপও আসতে পারবেন না মর্মে উত্তর গ্রুপকে অবহিত করবেন।

দ্বিতীয়ত মাও, বুহা, সাজাদ কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে ইতোপূর্বে যে সকল ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সে বিষয়ে মাও, বুহা, সাজাদ সাহেব যে রকম (ভুল শীকার) করেছেন, সে রকম দেওবন্দ কর্তৃক গৃহিত হয়েছে কিনা মর্মে দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে নিশ্চিত চরেন।

৩তম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা পাঁচ জন শুধা-১ মাও, উবারদুদাহ কাকক ২, মাও মুহাম্মদ ঘোবারের ৩, জনাব ওরাসিকুল ইসলাম ৪, মাও, মাহমুদুল হক ৫, মাওলানা জিয়া বিন কাসিম গত ২৪/১২/১৭ ইং ভারত সফর করি। সভার শুরু প্রাক্কালে আমরা পরামর্শের মাধ্যমে আমাদের জামাতের জিম্বাদার নির্ধারণ করি মাও, উবারদুদাহ কাকক সাহেবকে। ভারত পৌঁছে আমরা প্রথমে যাই দারুল উলুম দেওবন্দে।

২৫/১২/১৭ ইং তার ৬ টার দারুল উলুম দেওবন্দের মোহতামিম হযরত মাও আবুল কাহসম মোমাদী এবং অন্যতর মুরুবিগ হযরত মাও সাইরোদ আরশাদ দাদানী এর সাথে আমরা ঐক্যে মিলিত হই। ঐক্যে প্রথমেই আমাদের উপস্থিতির উদ্দেশ্য উপস্থাপন করেন প্রতিনিধি দলের জিম্বাদার মাও উবারদুদাহ কাকক।

প্রতি উত্তরে তখনওই তৃমিকা বরূপ কিছু কথা বলেন হযরত মাও, সাইয়্যাদ আরশাদ মাদানী। অতঃপর মূল বক্তব্য গ্রাধেন মুহতামিম হযরত মাও, আবুল কাসেম নোমানী।

মুহতামিম সাহেব মৌখিকভাবে বিস্তারিত আলোচনার পর তার সমগ্র-সংক্ষেপ লিখিতভাবে আমাদেরকে প্রদান করেন, যার বিবরণ নিম্নরূপ—

মাও, মুহা, সাআদ সাহেব শশস্ত আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাতের মহাদর্শনের সম্পূর্ণ পরিপাষ্টি কতক অসতর্ক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ)-এর প্রদত্ত জবাবে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে দারুল উলুম দেওবন্দ দীর্ঘ দৃষ্টিকোণ থেকে নিজ বক্তব্য ও অবস্থান স্পষ্ট করেছিল (যা এখনো দেখা যেতে পারে)। দারুল উলুম দেওবন্দের সুস্পষ্ট বক্তব্য জনসম্মুখে আসার পর মাও, মুহা সাআদ সাহেব স্বাক্ষরিত কজুনামা (বক্তব্য ও মহাদর্শন প্রত্যাহারপত্র) দারুল উলুম কর্তৃপক্ষের হস্তগত হয়। কিন্তু প্রত্যাহারপত্র লাভের কিছুদিন পরই মাও, সাহেবের কর্তৃপত্র তত্ত্বব্দ বিশেষত মাও, সাহেবের নিকটাত্মীয় ও মাঝাহেরে উলুম সাহাবানপুরের নাযেম মাও, সালামান সাহেবের পক্ষ থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের বক্তব্য খণ্ডন করে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এবং তাদের খণ্ডনমূলক বক্তব্যের এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

উপরন্তু মাও, মুহা, সাআদ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল যে, আত্মাহর পয়গামদর হযরত মুসা (আ.) সম্পর্কে (কুল) বক্তব্য তত্ত্বব্দ তিনি সর্বসাধারণের মাহকিলে দিচ্ছেন, তেমনিভাবে সর্বসাধারণের মাহকিলে তিনি এ বক্তব্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দিবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা হলো মাও, মুহা, সাআদ সাহেবের পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের মাহকিলে এ জাতীয় প্রত্যাহারমূলক কোনও বক্তব্য সম্পর্কে আমরা এখনও অবগত হতে পারিনি।

সার্বিক পরিস্থিতি পর্ববেক্ষণে দারুল উলুম কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ মূল্যায়ন হলো, মাও, মুহা, সাআদ সাহেব এবং তার মহাদর্শী তত্ত্বব্দ নিজেদের পূর্বের বক্তব্যের (যার অসারতা ও ভ্রান্তি সম্পর্কে দারুল উলুম দেওবন্দ ইতোপূর্বেই দলিল ভিত্তিক বক্তব্য প্রকাশ করেছে) ওপর অটল অবিচল রয়েছেন বিধায় দারুল উলুম দেওবন্দও নিজ বক্তব্যের ওপরই দৃঢ় রয়েছে।

দা'লিল উলুম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার পর আমরা সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে ২৫/১২/১৭ ইং রুতে ইব্রাহিম আল-মিনা'র সাথে প্রথম দফা বৈঠকে যোগ দিলাম। পরে ২৬/১২/১৭ ইং তারিখে দ্বিতীয় দফা বৈঠক করি। উক্ত বৈঠকে প্রতিনিধি দলের জামা'তের মা'র, উবারদুল্লাহ কানকত মূল বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন, আমাদের আসার উদ্দেশ্য হলো আগামী ২০১৮ সালের মিনা ইজতেমার নেতৃবৃন্দের মতামতের মধ্যে যে দুই গ্রুপ হয়েছে উক্ত গ্রুপকে দাওয়াত দেওয়া এবং একত্রিত করে দেওয়া যে, আসতে হলে উক্ত গ্রুপ আসবে, অন্যথায় কেউ না আসা। এ বিষয়ে আমরা তার কাছে নির্দিষ্ট বক্তব্য চাই। সে প্রেক্ষিতে তিনি যৌথভাবে আলোচনা করেন এবং নির্দিষ্ট বক্তব্য দেন। তার বিবরণ নিম্নরূপ—'তলাবাহে কোরান ও কাকরাইলের ওয়ার মতীবৃন্দের এক বরকতময় প্রতিনিধি দল টী ইজতেমার দাওয়াত নিয়ে নেতৃবৃন্দের হাজির হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ তার থেকেই নেতৃবৃন্দকে দল টী ইজতেমার শরিক হওয়ার ধারাবাহিকতা চলে আসছে। সে কারণে এ বছরও বাঙ্গা টী ইজতেমার হাজির হবেন ইনশাআল্লাহ।'

এছাড়া প্রতিনিধি দল দেওবন্দ থেকে নিয়ন্ত্রিতভাবে আসার পর আল-মিনা'র মা'র সাথে বৈঠকে দা'লিল উলুম দেওবন্দ কর্তৃক ইব্রাহিম আল-মিনা'র সাথে ২৫/১২/১৭ ইং তারিখে দ্বিতীয় দফা বৈঠক করি। উক্ত বৈঠকে প্রতিনিধি দলের জামা'তের মা'র, উবারদুল্লাহ কানকত আমাদের আসার মূল উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে বলেন, আমাদের আসার উদ্দেশ্য হলো আগামী ২০১৮ সালের মিনা ইজতেমার নেতৃবৃন্দের মতামতের মধ্যে যে দুই গ্রুপ হয়েছে উক্ত গ্রুপকে দাওয়াত দেওয়া এবং একত্রিত করে দেওয়া যে, আসতে হলে উক্ত গ্রুপ আসবে, অন্যথায় কেউ না আসা। এ বিষয়ে আমরা তার কাছে নির্দিষ্ট

বক্তব্য চাই। সে প্রেক্ষিতে তিনি যৌথভাবে আলোচনা করেন এবং নির্দিষ্ট বক্তব্য দেন। তার বিবরণ নিম্নরূপ—'তলাবাহে কোরান ও কাকরাইলের ওয়ার মতীবৃন্দের এক বরকতময় প্রতিনিধি দল টী ইজতেমার দাওয়াত নিয়ে নেতৃবৃন্দের হাজির হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ তার থেকেই নেতৃবৃন্দকে দল টী ইজতেমার শরিক হওয়ার ধারাবাহিকতা চলে আসছে। সে কারণে এ বছরও বাঙ্গা টী ইজতেমার হাজির হবেন ইনশাআল্লাহ।'

বক্তব্যও চাই। সে প্রেক্ষিতে তারা মৌখিকভাবে আলোচনা করেন এবং লিখিত বক্তব্যও দেন। যার বিবরণ নিম্নরূপ-

‘এ বছর অনুষ্ঠিতব্য টঙ্গী ইজতেমায় আমাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে কথা হলো। আমাদের কাছে মনে হচ্ছে-আমাদের পারস্পরিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের ইজতেমায় আমাদের অংশগ্রহণ সেবানকার কাজের জন্য কল্যাণকর কোনো ফলাফল বয়ে আনবে না। উপরন্তু এর দ্বারা সেবানকার মতানৈক্য ও কেতনা আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিধায় অনুষ্ঠিতব্য টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমায় অংশগ্রহণে আমরা অপারগতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ রাক্বুল আলামিন সারা পৃথিবীর হেদায়েতের ওসীলা হিসাবে বিশ্ব ইজতেমাকে কবুল করে নিম্ন। আমীন।’

অতঃপর ২৯/১২/২০১৭ ইং প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে আসে।

সাক্ষর

১. মাও. উবারদুল্লাহ ফারুক, ২. মাও. মুহাম্মদ যোবায়ের, ৩. জনাব ওয়াসিমুল ইমলাহ, ৪. মাও. মাহমুদুল হক, ৫. মাওলানা জিয়া বিন কাসিম (মূল চিঠি হুবাহু কম্পোজ করে দেওয়া হলো। কিছু বানান ভুল আছে। তা ঠিক করা হয়নি।)

প্রতিনিধি দলের দেশে ফেরার পর ঘটনাপ্রবাহ

বাংলাদেশে ফেরার পর যাত্রাবাড়ীতে অবস্থিত মাওলানা মাহমুদুল হাফিজ সাহেবের মাদ্রাসায় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় শূরা হযরতদের মধ্যে মাওলানা যুবায়ের সাহেবসহ মাওলানা ওমর ফারুক, মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন এবং মাওলানা রবিউল হক সাহেব হজরত মাওলানা সা'দ কাকুলভী সাহেবের ইজতিমায় আসার ব্যাপারে আপত্তি জ্ঞানান এবং বাকি ৬ জন শূরা ওনার ইজতিমায় আসার পক্ষে জোরালো মতামত দেন। তারপরও যাত্রাবাড়ীতে মাশেয়রাবর ফায়সালা হয় উনি বাংলাদেশে আসতে পারবেন না। এরপর সরকারই ওনাকে বাংলাদেশে আসার জন্য তিসিল ব্যবস্থা করেন। অপরদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ইজিত পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশে ওনার আসার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লীর হাইকমিশনের First Secretary হতে নিশ্চিত হয়ে তিনি বাংলাদেশ আসেন। এখানে

১৯২৩, হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে বাংলাদেশে আসার ব্যাপারে কোনো শুরার পক্ষ থেকে আলাদাভাবে দাওয়াত দেয়া বা টকী ইজতিমার আদায় ব্যাপারে কোনো প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি।

বাংলাদেশে আসার পূর্বে তিনি তার আসার ব্যাপারটি শুরাদের জানান। ফলে প্রতিবারের মতো এবারও উনার এলেকবাবাদের জন্য মাশোয়রা সাপেক্ষে দুই জন গুনা এয়ারপোর্টে যান। কিন্তু তিনি বাংলাদেশে আসার পর কওমি উপাদানের একাংশের বিরোধীতা বা প্রতিরোধের মুখে ওনাকে কাকরাইলে আনা হয়।

এহেন অবস্থায় সরকার প্রতিক্রিয়া দেয় যে, পরিবেশ শাস্ত্র হলে ওনাকে ১৫তম ময়দানে নেয়া হবে এ বিষয়ে ১১ জানুয়ারি ২০১৮ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মিটিং হয়। উক্ত মিটিং-এ হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে ১৫তম ময়দানে নেয়ার পক্ষে কেবল ৬ জন শূরা যোগদান করেন। একাত্তরে বিরোধীতাকারী আলেমসহ তার প্রায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩ ১০ জানুয়ারি রাতে ইজতিমার ময়দানে পর্যায়সূচী হয় যে, ১১ জানুয়ারি নবম্পতিবার হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে ইজতিমার ময়দানে নেয়ার জন্য মাঠে অবস্থানরত শুরার সাধিরা কাকরাইলে আসবেন। কিন্তু পরদিন সকালে খান শাহাবুদ্দিন নাসিম ও প্রফেসর ইউনুস শিকদার ছাড়া আর কেউই কাকরাইলে আসেন নি বা ইজতিমায় নেয়ার ব্যাপারে কোনো চেষ্টা করেন নি। এমনকি মাওলানা মোশাররফ সাহেব ছাড়া মাঠে অবস্থানরত শুরার সাদিতা কেউই হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতেও আসেন নি। এদিকে ১২ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ কাকরাইলে বিভিন্ন দেশের শূরা এবং জিম্মাদার সাধিরা হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের দিকটো জমা হন। সেখানে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের মাসায়িলের বিষয়ে পরামর্শালা হয় এবং আপামী ইজতিমা ও জোড়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। ৭ সংক্রান্ত চিঠি সব জেলায় ইতোমধ্যে পাঠানো হয়েছে।

টঙ্গী ইজতিমা-২০১৮-এ সংগঠিত কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাবলী

□ বাংলাদেশের শ্রুত খান সাহাবুদ্দিন সান্নিধ্যে টঙ্গীর ময়দান থেকে কাকরাইল মসজিদে ফিরে আসতে বাধা প্রদান করা হয় এবং জোরপূর্বক আটকে রাখা হয়। এক পর্যায়ে মাদ্রাসার ছাত্ররা লম্বা লম্বা ধীরে ফেলে এবং পাড় থেকে জোরপূর্বক সান্নিধ্যে তমার ইজতিমার ময়দানের কক্ষ প্রবেশ করানো হয়। পরবর্তীতে একই দিনে তিনি পুলিশ পাহারার দ্বারা ময়দানের মিটিং এ মোদদান করেন। পুনরায় হযরতিনের ভয়ে তিনি আর ইজতিমার ময়দানে যেতে পারেননি।

□ বিদেশী শ্রী এবং হেতমান-বা চরবত চরবত মাদ্রাসা সান্নিধ্যে এর অবস্থান ছিল কাকরাইল মসজিদে আসতে চাইলে তামেয়ক আসতে বাধা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ইজতিমার ময়দানে তাদেরকে বিভিন্ন হযরতিনের ভাবভক্তি প্রদর্শন করা হয়। মাদ্রাসার ছাত্রদের দ্বারা পেট আটকে রাখা এবং পুলিশ তামেয়কে উদ্ধার করতে গেলে এমন বিবাদ কল্যাণ করা হয় যে “বিদেশী হেতমান চলে গেছে”। নিত্যমুত্বীনের একটি জামাতকে আত্মজগতিক শ্রুতদের ২০ নং কক্ষ আটকে রাখা হয়। পরবর্তীতে পুলিশের সহায়তায় রাত ২টির তাদেরকে কাকরাইলে নিয়ে আসা হয়। জানা গেছে যে, বিদেশী হেতমানদের সাথে এ ধরনের আচরণে অবশ্যই বিরুদ্ধ প্রকাশ করে এসেছেন যে, ভবিষ্যতে তারা আর টঙ্গী ইজতিমায় আসবেন না।

□ ইজতিমার মাঠের চিত্তরেখা ইজতিমার ইজতিমার জামাতার ইজতিমার আব্দুল মাজিদ সান্নিধ্যে ইজতিমার ময়দান থেকে জোরপূর্বক সরে করে দেয়া হয়।

□ কাকরাইল মসজিদে শ্রী শ্রী জামেয়া দাখিল চাচি মাদ্রাসার ছাত্রদের জর সান্নিধ্যে রেখে উল্লিখিত কক্ষ ঘণ্টা হযরতিন করা হয়।

□ ওলদানের দুর্ভাগ্য সান্নিধ্যে সাহেবকে (ছাত্র) মাদ্রাসার ছাত্রদের দ্বারা হযরতিন করে ইজতিমার ময়দান থেকে বের করে দেয়া হয়।

□ ইজতিমার জামাতার মেজর জেনারেল (ডব) বাকক সান্নিধ্যে মাদ্রাসার ছাত্রদের উর কার্যকলাপের ভয়ে অনেক ভীতি করে ইজতিমার ময়দান থেকে পালিয়ে আসতে বাধা হেন।

□ ইত্তিহাদেমের দীর্ঘদিনের জিম্মাদার পিয়ারসউদ্দিন সাহেবকে ১৮ জানুয়ারি ২০১৮ ডাবিখ ধাক্কা দিয়ে কেলে লাহিত করা হয়।

□ বিদেশী মেহমানদের পাহারায় জন্য কাকরাইলের সব শূরা হযরত কর্তৃক মাসেরারাক্ত পাহারার জমরতের জিম্মাদার সরদার জারকরুল আলমের জামাতকে পাহারার ঘরে থাকতে এবং পাহারা দিতে দেওয়া হয়নি।

এসব ঘটনার পরও ইজতিহার ময়দানে অবস্থানকারী শূরার শাখির সেখান থেকে কোনো রকম কথা বা প্রতিরোধ ছাড়াই স্বাচ্ছন্দে কাকরাইল মসজিদে প্রবেশ করেন। এরপর ২৩ জানুয়ারি ২০১৮ মঙ্গলবার আসকের নামাজের সময় নিজামুদ্দীন ইস্তেবাকারী হুমরতদের (খান শাহাবুদ্দিন নাসিম, প্র. ইউনুস শিকদার ও অন্যান্য সানি) উপর তওমি উলামাদের একাংশ, বাইরের মদ্রাসার ছাত্র এবং কাকরাইলসহ টঙ্গী-বাঘাবাড়ীর কিছু শাখির হামলার মাসেরারায় তড়ুল হয়ে যায়। এক পর্যায়ে ঐদিনের ফয়সাল খান শাহাবুদ্দিন নাসিম সাহেবের হুইল চেয়ারে লাথি মারে এবং চুল ধরে টানার চেষ্টা করলে টুপি পড়ে যায়। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বুধবার নিজামুদ্দীন ইস্তেবাকারী শূরার অন্যান্য শূরাদের একত্রে মাসেরারার বসার লিখিত ও মৌখিকভাবে অনুরোধ জানানো হয়ে ও ওনার মাসেরারায় বসেননি বরং আলদাতাবে মাসেরারার করেন।

বিভিন্ন জেলায় ইজতিমা

টঙ্গী ইজতিমার পর বিভিন্ন জেলার ইজতিমা শুরু হয়। ইজতিমা শেষে ১ম সত্তাহে চট্টগ্রাম, নাটোর, মৌলভীবাজার এবং বরিশাল জেলায় ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয় পরবর্তী সত্তাহে ইজতিমা হয় কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি রংপুর জেলায়। এই সময়ে কাকরাইলের কারসাল ছিলেন যথাক্রমে জনাব খান শাহাবুদ্দিন নাসিম সাহেব এবং জনাব সৈয়দ ওয়াসিকুল ইসলাম সাহেব। ইজতিমাগুলোতে ঐ সময়ের ফয়সালাকৃত জামাতকে উপেক্ষা করে মাওলানা যুবায়ের ও ওনার অনুসারীরা নিজেরা জামাত বানিয়ে বিভিন্ন ইজতিমার শরিক হোন। এমনকি কাকরাইল থেকে কারসালকৃত জামাতকে ইজতিমার অংশগ্রহণে বাধ্য প্রদান এবং বিভিন্ন হযরানিমূলক কাজ করা হয়। ফলে অনেক জামাত ফিরে আসতে বাধ্য হয়। কুষ্টিয়ার ১-৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ অনুষ্ঠিত ইজতিমার মাসেরারার মাধ্যমে প্রেরিত কাকরাইলের জামাতকে খেয়ত পাঠানো হয় কিন্তু মাসেরারায় ছাড়া মাওলানা বোঝারের সাহেব নিজেই উক্ত ইজতিমার শরিক হয়।

বিশিষ্ট শূরা কর্তৃক সভাকে গোপন

মুমিন কাপুরুষ হতে পারে-কৃশ হতে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদী হতে পারে না (মুত্তাখাফ হাদিস এর অহেতুক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাক। অংশের ৪০ নং হাদিস দ্রষ্টব্য)।

এ বিষয়টি সকলেই অবহিত যে, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল ২৪-২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ ভারত সফর করেন। উক্ত পাঁচ সদস্যের মধ্যে কাকরাইলের শূরা মাওলানা যুবারের অন্যতম পাঁচ সদস্যের স্বাক্ষর বিশিষ্ট তিন পাতার প্রতিবেদন তাঁরা সরকারের নিকট লিখিত আকারে দাখিল করেন যা দলিল হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষিত আছে। পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলের সফর উপলক্ষে মাওলানা যুবারের সাহেব বিগত ১৯ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে টেলি মন্ত্রদানে ইজতিমার দ্বিতীয় ধাপে ২৭ মিনিট ৩২ সেকেন্ডের বক্তব্যের এক পর্যায়ে যেসব বর্ণনা দেন তাতে নিম্নলিখিত অসত্যের অবতারণা করেন এবং সত্য গোপন করেন।

| নং | প্রতিনিধি দলের তিন পাতার প্রতিবেদনের তথ্য | ১৯.০১.১৮ তারিখে মাওলানা যুবারের কর্তৃক বিবৃত বিষয় | সত্য |
|----|--|---|------------------------|
| ১. | হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব "সর্বসাধারণের মাহফিলে" রক্ত করবেন। | হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব "লাখে বিকৃত করা মজমার" রক্ত করবেন। | সত্যকে হয়েছে। |
| ২. | হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব ২৫-১২-১৭ তারিখ বাদ এনা হাম্মাতুস সাহাবা পড়ার পর আলোচনার প্রকাশ্যভাবে রক্ত করবেন। | রক্তের বিষয়টি একেবারেই উদ্বেগ করেননি | সত্য গোপন করা হয়েছে |
| ৩. | ২০১৮ সালের বিখ ইজতিমার "উত্তর গ্রুপ আসবে, অন্যথায় কেউ আসা" উদ্বেগ রয়েছে। | "উত্তর গ্রুপের প্রতিনিধি আসবে" উদ্বেগ করা তথ্য। বা হয়েছে। | প্রতিবেদনে উদ্বেগ নেই। |

যিনি সভ্যকে পোশাক ও বিকৃত করতে পারেন তিনি কখনই প্রচার পরে হতে পারেন না। এখানে উল্লেখ যে, "উক্ত গ্রুপের প্রতিনিধি আমরো" উল্লেখ তিনি প্রকাশ করেছেন যে মাদ্রাসার চারদিকের লেলিয়ে দিয়ে হস্তরত মাওলানা সাদি সাহেবকে ১৩.০১ ২০১৮ তারিখ সন্ধ্যার বিভাজন করার পর নিজামুদ্দীন মার্কাজ মসজিদ ছেড়ে যাওয়া মাওলানা আহমদ লাটি ও মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা গ্রুপের লোকজনকে তিনি দাওয়াত দেন (দাওয়াতনামা (Our Islam-এর Website এ পাওয়া যাবে)। দাওয়াতনামা পেরে উক্ত গ্রুপের লোকজন যথারীতি টঙ্গী ইজাতিয়ার দ্বিতীয় পর্বে (১৯-২১ জানুয়ারি ২০১৮) শরীক হন। এটিকে প্রায়শ্চিন্ত করার জন্য তিনি উক্ত-দল মিখাচার করেন। এখানে আরো উল্লেখ যে, মাওলানা জুবায়েরের ২৭ মিনিট ৩২ সেকেন্ডের বক্তব্য Youtube এ 1jerna2 2018-Special conference এ সাচ লিখে পাওয়া যাবে।

নিজামুদ্দীন আমাশ্যকারী শূরাদেশ বিভাগিকর পত্রের জবাব

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ নিজামুদ্দীন আমাশ্যকারী বাগলাদশী শূরাদেশ সকল তেল ও ঢাকা শহরের হালকার শূর ও জিহাদার সাধিদের নিকট একটা বিভাগিকর চিঠি পাঠান। একদিন পরই এই চিঠিটির আরেকটি সংশোধনী পাঠান।। এর পরিপ্রেক্ষিতে নিজামুদ্দীন এতেয়াফকরী শূরাদেশ পক্ষে উক্ত চিঠির জবাব দেন জনাব সৈয়দ ওয়ালিফ সাহেব, যা নিচে উল্লেখ করা হলো।

মোহাম্মাদামি ও মোকাম্বামি

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আশ্যকারি পাঠ্যাহর ফজলে বাইরুয়াত ও আফিরাতে থেকে ধীনের মোবারক মেহনতে যশস্তল আছেন এবং দেয়া ও রোনাভারীর মধ্যে আমাদেরকে শরিল করছেন।

আপনার একমত হবেন যে, ইসলামের মুশমনদের চক্রান্ত সকল হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হলো-মুসলমানদেরকে মার্কাজ বা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা। আমাদের দাওয়াত ও তাকলীপের মার্কাজ হলো নিজামুদ্দীন। এ মার্কাজ থেকে সাধি কাঠদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য বিভিন্ন অলড্রষ্ট চালানো হচ্ছে যা আমাদের সকলহনা মুশরিক ও উদামারে কোরআনের অনেকেই দৃষ্টিতে সক্ষম হছেন না বলে আশংকা করছি। এরই ভেতর ধরে নিজামুদ্দীনের হস্তরত গ্রুপের কার্যসূচীও উদ্বুদ্ধপে অমান্য করা হচ্ছে।

আপনাদা অসহায় অছেন যে, গত ১২ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে হাজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব দা বা এর কারসাল করা 'উকুয়ে কালোনে' নামে একটা চিঠি আপনাদের কাছে পাঠানো হয়। বার মাসে ২০১৯ সালের প্রথম ও দ্বিতীয় বারের উল্লাসময় তারিখ এক ২০১৮ সালের ৫ দিনের জোড়ের তারিখ উল্লেখ রয়েছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ কাওরাইল থেকে হাজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব দা বা এর কারসাল করা তারিখের কোলক ভিন্ন তারিখ ঠিক করে আরেকটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠির বর্ণনামূলক বিষয়কর হিসাববিকর ও প্রস্তুতিত বা কোলাসা ইত্তর প্রত্যেকজন বলেছেন কবিত।

১. আনীত অভিযোগ: উল্লিখিত হয়মানে সকল জেলা ও বিভাগ প্রতিমিধি সচিবদের উপস্থিতিতে আপাদী ৫ দিনের জেলা ও উল্লিখিত ইজতিমা ২০১৯-এর তারিখ তারিখকর করা হলে উপস্থিত সকলেই ভাঙে সন্তুষ্ট হেন।

প্রকৃত তথ্য: হাজরতজির কারসালকৃত তারিখ পরিচালনের জন্য তখন করা হয়েছে যে সরকার জানতে চেয়েছে "উল্লাসময় তারিখ" "১৭৬৮" করা সম্ভব কিনা?" এমন করার বিপরীতে উল্লিখিত হয়মানে মাওলানা মোবাহের সাহেব বলেছিলেন, "কাওরাইলে সকল পুরা উপস্থিতিতে আমরা কারসাল করব" (যার অর্থে বেকর সন্তুষ্ট আছে)। অর্থাৎ এখনকার কোনো আপাদারার ন করেই আপনাদের নিকট চিঠি পাঠানো হয়েছে।

২. আনীত অভিযোগ: মিঠিতে করা হয়েছে যে, ৩৩ দিন জাম পুস্তক উপস্থিতিতে 'উকুয়ে কালোনে' কারসাল করা হয়েছে

প্রকৃত তথ্য: সেই মাওলানার আসে হাজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব দা বা চিঠি (সংক) পাঠিয়ে সকল পুরা হাজরতকে ককরাইলে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু হাজরত মাওলানা মোবারক হোসেন, সৈয়দ তরাসিকুল ইসলাম সাহেব, খাল সাহাবুদ্দিন শামিম সাহেব ও প্রত্যেক ইটনুল শিকার সাহেব ছাড়া অন্য পুরাশ উপস্থিত ছিলেন না। হাজরত মাওলানা মুজাম্মিলুল হক ও শেখ নূর মোহাম্মদ সাহেব দাসুহ প্রকার আসতে পারেননি। হয়মানে খাল অধ্যাপক পুরাশ হাজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব দা বা -কে টোলকোন করে কল্যাণ জিজ্ঞাসা করার মতে সাধারণ সৌজন্যতটুকুও দেখাননি। এমনকি মাওলানা মোবারক সাহেবের সাথে হাজরত মাওলানা সাঈদ সাহেব দা বা কোনে করা কলতে চাইলে মাওলানা মোবারক ও ও ও রাষ্ট্রী হেননি। অলোচা চিঠি পাঠানোর বিষয়ে বর্তমান

৪. আনীত অভিযোগ: “তাকে টকী ইজ্জতিয়ার আন্দের ব্যাপারে একজন শূরা কীভাবে করেছেন”।

প্রকৃত তথ্য: বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইজ্জতিয়ার পূর্বে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনির্বাচনকে ইজ্জত মাওলানা সাঈদ সাহেব দা বা, মাওলানা আহম্মদ মঈন সাহেব এবং মাওলানা ইব্রাহিম মেদীনা সাহেবকে দাওয়াত দ্বিতীয় ভিত্তিতে পঠানো হয়। প্রতিনির্বাচন দলের দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ইজ্জত মাওলানা সাঈদ সাহেব দা বা তা সেই দাওয়াত তুলে করেন ও এর স্বপক্ষে লিখিত বক্তব্য দেন, যা করত সম্বন্ধকারী প্রতিনির্বাচনের প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, “উল্লেখ্য যে কোরাম ও কাকরাইলের শূরার সাধিবৃন্দের এক বরকতময় প্রতিনির্বাচন দল টকী ইজ্জতিয়ার দাওয়াত দ্বারা মোহাম্মদীয় জাতিতে ছড়িয়ে আনতামুদীন হুই থেকেই নেবমুদীন থেকে টকী ইজ্জতিয়ার শরীফ ইজ্জত খানারায়িকতা বলে আসছে। সে খানার এতদ্বারা বালা টকী ইজ্জতিয়ার হাজির হবে ইনশাআল্লাহ”

অতএব ইজ্জত মাওলানা সাঈদ সাহেব দা বা, যে সরকারের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রতিনির্বাচনের দাওয়াতই বাংলাদেশে এসেছেন-তা পরিষ্কার। আন্দোলন এটিও জানেন যে, মাওলানা বোকায়েব সাহেব ১৯৩১-২০১৮ তারিখ টকী মহাদানে জেলের সর্ধর্মের সম্মানে বলেছিলেন, ইজ্জত মাওলানা সাঈদ সাহেবকে ইজ্জতমাওলানা করায় জন্য দুইজন শূরাকে মাশোয়ারা সাপেক্ষে এয়ারপোর্টে পঠানো হয়। এমতাবস্থায় তাকে “চুপসারে বাংলাদেশে” আনার অপবাদ দেয়া কি ঠিক?

৫. আনীত অভিযোগ: তিনি স্মারকি চাকর না এসে, কেন ব্যাংকক হয়ে আসলেন? এমন হাস্যকর অভিযোগও এই চিঠিতে করা হয়েছে।

প্রকৃত তথ্য: উত্তোভাহাজে সরকারি আসর টিকেট পাওয়া না গেলেতো দুয়েই আসতে হবে। যেভাবেই তিনি আসুন বা কেন, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিয়ম-কানুন ছেনেই তিনি ঢাকা এসেছেন।

৬. সংশ্লিষ্ট চিঠিতে আনীত অভিযোগ: এই চিঠিতে “নিজামুদ্দীন দুই তপ” হওয়ার কথা কলা হয়েছে

প্রকৃত তথ্য: নিজামুদ্দীন মার্কাজ দুই তপ হওয়ার কথা সম্পূর্ণ অসত্য। নিজামুদ্দীন আগের তপ পরিপণি আছে। তবে কিছু সারি নিজেরাই সেখান থেকে বের হয়ে গেছেন যাদেরকে আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে ইজ্জত মাওলানা সাঈদ আরমেদ খান বহু চিঠির মাধ্যমে সতর্ক করেছিলেন (চিঠি সংখ্যক)। নিজামুদ্দীন আগের মতই সারা দুনিয়ার মার্কাজ হিসেবে দাওয়াতের

মহান কাজকে পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং সারা পৃথিবী থেকে বন্ধু ও পুরানো সাথিরা এসে কা'জের সহি ভার্ভতিব শিখে যাচ্ছেন। বাস্তবতা হলো: পূর্বের ভুলনার নিজামুদ্দীনে দেশ-বিশেষ থেকে তাবলীগের সাধিদের সমাপম আরো বেশি হচ্ছে। নিজামুদ্দীন 'দুইভাগ হওয়ার' অভিযোগ নিজামুদ্দীন মার্কাজকে না মানার অভ্যুহাত মাত্র!

৭ সংশোধিত চিঠিতে আনীত অভিযোগ: চিঠিতে কলা হয়েছে, "যতদিন নিজামুদ্দীনে বিভেদ ও কলহ নিস্পত্তি না হয় ততদিন বাংলাদেশ একটি বস্ত্র রাষ্ট্রের কাজ কাকরাইলের মাশওয়ারা অনুসারে চল্য উচিত বলে আমরা মনে করি"।

প্রকৃত তথ্য: নিজামুদ্দীনে বর্তমানে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই। যারা নিজামুদ্দীন থেকে বের হয়ে গেছেন, তারা নিজামুদ্দীন থেকে বের হওয়ার পর কখনই নিজামুদ্দীনে আর ঘিরে আসেননি। বর্তমানে নিজামুদ্দীন সম্পূর্ণভাবে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। যেখানে ঝগড়া বিবাদই নেই, সেখানে তা নিস্পত্তি হবে কিতাবে? যারা নিজামুদ্দীন থেকে বের হয়ে গেছেন একে যারা নিজামুদ্দীনে আছেন- তাঁরা সবাই অত্যন্ত জ্ঞানবান ও সমঝদার ব্যক্তিত্ব এবং তাঁরা তাঁদের সর্বোচ্চ বিবেচনাবোধ ও জ্ঞান প্রয়োগ করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাংলাদেশের কোনো মুক্কাশ/শূরা কর্তৃক তাঁদের (নিজামুদ্দীনের হজরতগণের) ইসলাহের দায়িত্ব নেয়া শুধু বোকামিই নয়, খুঁটাতাও বটে!

বাংলাদেশ ১৯৭১ সাল থেকেই বস্ত্র রাষ্ট্র। এত বছর পর 'বস্ত্র রাষ্ট্রের' দোহাই দিয়ে নিজামুদ্দীনকে অধীকার করে নিজামুদ্দীনের বানানো শ্রবাসদের 'কাকরাইলের মাশওয়ারা অনুযায়ী চল্য'র উপদেশ দেয়া বিভ্রান্তিপূর্ণ ও উদ্ভ্রান্তপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। পক্ষের মূলকে অধীকার করে মূল হতে উদগত কাণ্ড কিতাবে নিজে নিজে চলবে? 'নিজামুদ্দীন বিশ্ব মার্কাজ' এবং 'মার্কাজের ফায়সালা মানাই তাবলীগের উসূল'। হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. আমাদের জিমাদার/আমির। তিনি যা ফায়সালা করবেন-সেটাই আসল ফায়সালা। যারা নিজামুদ্দীনের ফায়সালাকে অমান্য করল, তারা কি ইত্যরাত থেকে বেরিয়ে গেলো না? নিজামুদ্দীন কর্তৃক বানানো শূরা যদি নিজামুদ্দীনের ফায়সালা অমান্য করে, তাহলে তারা শূরা থাকেন কিতাবে? উল্লেখ্য, বর্তমানে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. ই নিজামুদ্দীনের আমির এবং তিনি নিজামুদ্দীনের মাশওয়ারাতেই ঢাকা এসেছেন।

অবশ্যই যিহর লক্ষ্যবীর হে, দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্ব ইজতিমার নিজামুদ্দীনের হজরতশপের কিম্মতের কর্তৃক পুরা জগতের ভাবাজাকে সময়ে রেখে বাংলাদেশের পুরনো সন্ধিসের জোড় ও ইজতিমার তারিখসহ অন্যান্য দেশেরও জোড় ও ইজতিমার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। এ বছর হজরত মাতুলানা সাদ সাহেব দা.বা.-কে অমান্য করে কর্তৃত্ব পুরা নিজেরাই সেই সব তারিখ খোঁজা করেছেন! অথচ হজরত মাতুলানা সাদ সাহেব দা.বা. জোড় ও ইজতিমার যে তারিখগুলো নির্ধারণ করেছেন- সেগুলো যেনই আমাদের কামা। এমনভাবে, নিজামুদ্দীনের খেলাফ এবং নিজামুদ্দীনের ইজরায়েল বহিরের শূরাসপের নিছক বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের যমীন শূরার কিছু সারি কাকরাইলের শূরাদেয়কে একত্রে মিলানোর জন্য চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য চিঠি দুটি সে গুচ্ছটিকে বাধ্যত্ব করণ এবং হজরত মাতুলানা সাদ সাহেব দা.বা.-সহ নিজামুদ্দীন মার্কাজ অনুসারীদের আল্পদা করার প্রয়াস চলানো এবং প্রকাশিত করে আলোচ্য করে ছিল। আকসোস!

হজরত মাতুলানা ইলিয়াহ সাহেব রহ. এ যৌথত্ব কাজের মেহনতকে চালু করেছেন। হজরত মাতুলানা ইউছুক সাহেব রহ. ও হজরত মাতুলানা এনাফ হাসান সাহেব রহ. নিজামুদ্দীনে থেকেই তারলীখের কাজে বিশেষ পরিচালনা করেছেন। বর্তমানেও আমাদের নিজামুদ্দীনকেই যানতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ, ওক থেকেই হজরত উলামাহেজেরাশপ নিজামুদ্দীনে জুড়ে-মিলে থেকে এ মহান কাজে আত্মস দিবে চলেছেন। ইনশা-আল্লাহ, বাংলাদেশেও আওয়াম ও উলামাহেজেরাশপ আশেবে দিন-মুহুরাতের সাথে এ কাজকে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। 'জান করা দরকার যে, হজরত মাতুলানা সাদ সাহেব দা.বা.-এর বাংলাদেশে আসা, অবস্থান করা এবং সম্মানের সাথে কিম্মত প্রদানের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। একই আশ্রয় সরকারের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

অস্ত্রাহতারালা আবারও সবাইকে হেদায়েত দান করণ ও বীনের সঠিক মেহনত রেজার ও সেই অনুযায়ী অমিল করার তৌফিক দান করণ। সকল সার্বিক প্রতি সালম ও সৌর্য দরবার হইল।

১৪৩৩ হিজরী

নিজামুদ্দীনের ইজরায়েলী শূরাসপের পক্ষে

(সৈয়দ জাতিউল ইসলাম)

তারিখ: ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

ঢাকা শহরের জিন্দাদার ও কাম করবেওয়ারা সানীশনের তরফ থেকে

৭ শূরা হজরতের চিঠির জবাব

বিসর্গমহি তা'আল

তারিখ: ২৮ ফেব্রুয়ারী -২০১৮

মোহতাবমী ওয়া মুকবরী, কাকরাইলের শূরা ও কাকরাইল হজরতবশ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ ওয়া বারকাতুহ

আপনার ঈদের ঈদু মেহনেতে মশগুল থেকে আমাদের দোরার পরিক
রাখছেন।

গত ১৭ তারিখ এবং পরবর্তীতে ১১ তারিখে (সংশোধন করণ) কাকরাইলের
৭ শূরা হজরতের দ্বারা একটি চিঠি আমাদের তরফ থেকে বাংলাদেশের
বিভিন্ন জেলায় এবং ঢাকার ছালাকত প্রচার হয়েছে। যেখানে “বাংলাদেশের
সকল জিলা শূরার হজরত ও জিন্দাদার সানীশন এবং ঢাকা শহরের
জিন্দাদার ও কাম করবেওয়ারা সানীশন” কে খেতাব করা হয়েছে। আমরা
ঢাকার ৮ শব্দজারী এলকার সানীরা গত মঙ্গলবারের (২০/২/২০১৮)
ঢাকার মাদানার এই চিঠি নিয়ে বিতর্কিত আলোচনা করেছি। সেখানে
আমরা জানিয়েছি ঢাকার তরফ থেকে উক্ত চিঠির জবাব দেওয়ার। সে
বোঝাওক আমরা কিছু বিষয় আপনাদের সম্মুখে পেশ করছি।

১. এই চিঠির তরফ থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন অসম্মতি এবং ভুল তথ্য
ভরপুর। যার কারণে এই চিঠি শূরা হজরতের কেউ পিঠেছে বা কাকরাইলের
অফিসিয়াল চিঠি বলে আমাদের সম্মুখে আছে। তারপরেও যেহেতু আমাদের
শূরা হজরতের কেউ একে অস্বীকার করে চিঠি কেনই তাই আমরা আমাদের
মতামত তুলে ধরি।

এবার সাধারণভাবে আমাদের জেলাসমূহের চিঠিতে কাকরাইলের কোনো
প্যাড ব্যবহার হয় না। কখনো ব্যবহার হলে ইমেইলে সবুজ বং-এর মূল
প্যাডই দেখা যায়। কালো বং-এর কোনো প্যাড না। এই চিঠিতে কালো
বং-এর প্যাড ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় এই পর্বত আমাদের জেলায় কোনো চিঠিতে সব শূরা বা একাধিক
শূরা কাকরাইলের নামে কোনো চিঠি পিঠেছে বলে আমাদের কাছে কোনো

কপি নেই। সাধারণত ফায়সাল শুরার স্বাক্ষরে চিঠি যায়। কিন্তু এখানে শূরা ও ফায়সাল মিলিয়ে মোট ৭ জনের স্বাক্ষর রয়েছে। যেসব স্বাক্ষরের বিষয়ে আমাদের অনেক সন্দেহ আছে। এর মধ্যে একটি মাওলানা মোশাররফ সাহেবের স্বাক্ষর। যার কোণে মতেই এই চিঠিতে একমত হওয়ার সুযোগ নেই। উনি উম্মুরে বাংলাদেশের কারসালার সময় নিজে উপস্থিত ছিলেন। যা শুধু ঢাকার সাক্ষী না পুরো বাংলাদেশের জেলাসমূহের প্রতিনিধিরা দেবেছেন। তাই ও জন শূরা না, উনিসহ ৪ জন উপস্থিত ছিলেন কাকরাইলে উম্মুরে বাংলাদেশ ফায়সালার সময়।

তৃতীয় এই চিঠির বিষয়ে কাকরাইলের মাশোয়ারার খাতায় কোনো উম্মুরেই নাই। এই চিঠি প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী কারসাল ছিলেন মাওলানা ফারুক সাহেব। উনার এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে উনি জানান এটির কোনো মাশোয়ারা হয়নি। আমাকে স্বাক্ষর দিতে বললে আমি শুধু স্বাক্ষর দিই।

চতুর্থ বক্রে চিঠির স্বাক্ষরকারীদের স্বাক্ষরের কোনো তারিখ নেই। যে তারিখে এই চিঠি প্রকাশিত সেই তারিখে মাওলানা ফারুক সাহেব ছাড়া কেউ কাকরাইলে ছিলেন না। বিভিন্ন জন বিভিন্ন ইজতেমার ছিলেন। এরপর ১৯ তারিখে সংশোধন কপি প্রকাশ করা হলেও তারিখ দেখা যাচ্ছে ১৭ তারিখই।

এসব অসঙ্গতি এবং মিথ্যা ছাড়াও এই চিঠিতে এমন অপসিকর বিষয় আছে যেগুলো আবলিগের মূলে আখ্যাত করে। তাই এসব বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট অবস্থান আপনাদের সামনে আবারও তুলে ধরছি।

১. চিঠির শুরুতে কী হয়েছে

পূর্বের ন্যায় প্রতি বছরের নিয়ম অনুসারে একরাত টঙ্গীর ইজতেমার শেষের দিকে দোয়ার পূর্বে সমস্ত জেলা ও সকল শিখার প্রতিনিধি সাক্ষীদের উপস্থিতিতে আগামী জোড় ও ইজতেমার তারিখ তাকবীজ করা হলে আপনারা সবাই তাতে সম্মতি জ্ঞানিয়েছেন।

সমস্ত জেলা ও সকল শিখার প্রতিনিধি সাক্ষীদের উপস্থিতির যে কথা আপনারা দাবি করেছেন। তা কতটুকু সত্য তা সবাই জানে। ঐ মজমার আপনারা কিছু নির্দিষ্ট লোক ছাড়া উল্লেখ করার মতো জিহাদার সাক্ষীরা কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না। বিশেষ করে ঢাকার জিহাদার সাক্ষী উল্লেখ করার মতো কেউ উপস্থিত ছিল না। অথচ কাকরাইলের দোতলায় উম্মুরে

বাংলাদেশের ফায়সালায় সময় ঢাকা এবং পুরে বাংলাদেশের জিম্মাদার সাখী দিয়ে ভরা ছিল ছিল আরবসহ সারা দুনিয়ার জিম্মাদার সাখীদের বিরাট বড় মজদা

আপনারা দর্শি করেছেন- প্রতি বছরের নিয়ম অনুসারে এবারও টঙ্গীর ইজতেমার শেষের দিকে দোয়ার পূর্বে

এটিও একটি ভুল তথ্য। প্রতি বছর নির্দিষ্ট কোনো এক সময় উম্মে বাংলাদেশ বা ইজতেমা এবং জোড়ের তারিখ ফায়সালা হয়নি। কখনো দুই ইজতেমার মাঝখানে, কখনও দুই ইজতেমার দোয়ার পর হয়েছে। দোয়ার আগে কখনও হয়নি। গত বাংলাদেশের বহুক্ষেপে ১৯৭৮-৭৯ সালের তত্ত্বাবধি শেষ করা হলো। নিজামুদ্দীনের হযরতরা সারা দুনিয়ার অকাজাতে দেখে এসব তারিখ ফায়সালা করতেন। এখানে জেলা ও খিদ্দার জিম্মাদারদের সম্মতির কোনো বিষয় কখনও ছিল না।

এবার কাকরাইলে তা-ই হয়েছে। বাংলাদেশের সাখীরা তারিখ ডাকবিজ্ঞ করেছেন। উনারা কাকরাইলের নিচ তলার ভরা মজদার জোড়-ইজতেমার তারিখসহ উম্মে বাংলাদেশ ফায়সালা করেছেন। আর এটি করার এখতিয়ার উনারাই। উনারা কাকরাই সারা দুনিয়ার তাকাজা আসে।

নিজামুদ্দীনের হযরতদের ফায়সালা করা জোড় এবং ইজতেমার তারিখ আপনারা পরের দিনই মাওলানা মোশাররফ সাহেবের কাছে গুনে থাকবেন। উনি টঙ্গী ইজতেমার মরদানে পর দিন সকালে উপস্থিত হয়ে আপনারদের তা জানিয়েছেন যা আপনারা জেনেছেন। এরপর ইজতেমার মরদানেই আপনারদের কিছু লোক বাংলাদেশের নির্বাচনের দোহাই দিয়ে সরকারের তরফ থেকে তা পরিবর্তন সম্ভব কিনা জানাতে চেয়েছেন-বলে মজদাকে জানিয়েছেন। সাথে এই চিঠিতে উল্লেখিত তারিখ প্রস্তাব করেছেন। তখন মাওলানা বুবারের সাহেব তার জন্য অনুপস্থিত শ্রাবের সাথে মশোয়ার কথা বলে জানাবেন বলেছেন। বার অডিও আমাদের কাছে মজদুদ আছে। সুতরাং সবাই তাতে সম্মতি জানিয়েছেন-আপনারদের এই দাবি মিথ্যা। এটি নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তই হয়নি টঙ্গীর মরদানে কিংবা ইজতেমার পর কাকরাইলে।

মূলত আপনারদের এই তারিখ পরিবর্তনের প্রস্তাব ছিল নিজামুদ্দীনের ফায়সালা না মানার একটি অপচেষ্টা ছিল। তা সবই তখনই বুঝেছে। কারণ বাংলাদেশে নির্বাচনের তারিখ এখনো ঘোষণাই হয়নি। যেটি নির্বাচন

কমিশনও জানে না। তাহলে আপনাদের কে জানাল? আর সরকারের সে অনুরোধের চিঠিই কোথায়? এখন আপনারা আপনাদের লোকদের প্রস্তাবিত সেই তারিখকে টঙ্গীর ময়দানের কায়সালার বলে পুরো বাংলাদেশকে ধোঁক দিতে চাচ্ছেন। বা ঢাকাসহ কোনো জেলাই মনে হবে মনে নিবে না ইজতেমা এবং জোড়ের তারিখ পরিবর্তনের পাশাপাশি ঐ চিঠিতে ত্রি-মাসিক মালোয়ারার তারিখও ঘোষণা করেছেন। এটিও আপনারা ঘোষণা করেছেন নিজামুদ্দীনের এতেয়াতকে নষ্ট করা জন্য। ত্রি-মাসিক মালোয়ারার বিষয়ে নিজামুদ্দীনের হজরতরা কায়সালার করে গিয়েছেন, নিজামুদ্দীনের আলমি মালোয়ারার পরের সত্তাহে বাংলাদেশের ত্রি-মাসিক মালোয়ারা হবে। সে হিসাবে তারিখ আসে ১৬-১৭ মার্চ, তার মোকাবেলায় আপনারা আপনারা তারিখ দিয়েছেন পাকিস্তানের পুরানোদের জোড়ের পরের সত্তাহে। যাতে আপনারা পাকিস্তান থেকে নতুন প্রেক্ষাপট এনে তা আমাদের ত্রি-মাসিক মালোয়ারার বাস্তবায়ন করতে পারেন। আবার নতুনভাবে কোন সংঘাত তৈরি করতে এই তারিখ প্রস্তাব করেছেন? তা আল্লাহ ভালো জানেন। কারণ ইতোপূর্বে পাকিস্তানের ইজতেমা শেষ করে এসে পরের দিনই আপনারা মাদ্রাসার ছাত্রদের দিয়ে যে ভাড়া চলিয়েছেন তা এখনও আমরা ভূনি। এই তারিখের বিষয়েও কাকরাইলে কোনো মালোয়ারা হয়নি। অথচ এই বিষয়সহ কাকরাইলের অন্যান্য বিষয়ে জরুরি মালোয়ারার বসার জন্য নিজামুদ্দীনের এতেয়াত করণেওরাদা শূরা এবং কায়সালারের তরফ থেকে আপনাদের লিখিত এবং মৌখিকভাবে বারবার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু আপনারা বসেননি।

দ্বিতীয়ত শহরে উম্মুরে বাংলাদেশের কায়সালারদের বিষয়ে কথা হয়েছে, ইজতেমায় অবস্থানকারী ওরাদার মতামত না নিয়েই তা প্রচার করে দিয়েছেন। অতএব আমরা এ সকল বিষয়ের সাথে একমত নই বিখ্যাত, আপনাদের খেদমতেও দরখাস্ত করছি যে আপনারাও এসকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকবেন।

আপনারা ভুলে যাবেন না; যে, আপনাদের সবাইকে নিজামুদ্দীনের হজরতরাই আখির, কায়সালার বানিয়েছেন। মাওলানা সাআদ সাহেব উম্মুরে বাংলাদেশের কায়সালার জন্য আপনাদের নাম উল্লেখ করে চিঠি দিয়েছেন সে তাকে সারা দিয়ে শুধু মাওলানা মোশাররফ সাহেবই এসেছেন। আপনারা

হাসেন নি। বরং যারা এক সময় উনাকে হজরত বলতে বলতে মুখে ফেনা
তুলে কেন্দ্রতেন তারা আজ উনাকে একবারও ফোন করার সৌজন্যবোধটুকু
দেখেননি। উনি ফোন করলে তা-ও বিস্মিত হবে কেটে দেন। অশুচ
ইজতেহার ময়দানসহ পুরানো সাধিদের বিভিন্ন মজমার আপনারা নিজামুদ্দীন
এবং হজরত মাওলানা সাজাদ সাহেবের মিথ্যা এতেরাতের দাবিও করেন।

মাওলানা সাআদ সাহেবের মূল উর্দু চিঠি

بِسْمِ اللَّهِ

مکرمی و محترمی جناب تہذیب و تمدن کے بانی حضرت مولانا
مفتی محمد رفیع رحمہ اللہ، مولانا محمد حسین رحمہ اللہ، مولانا شرف الدین رحمہ اللہ،
و شیخ نور الدین رحمہ اللہ۔
ایک سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بہنو! اپنی بہت کچھ آپ کی دعوت پر شکر ادا کرتا ہوں۔ یہاں
کہ بعد آپ حضرات کے پاس میرا بی بی آئے ہیں کہ راکھ پریشانی میں
آئے والے بیرون و اندرون کے احباب اپنے لیے بہت سوالات لے کر گزشتہ
کچھ ہفتہ ان کے امور کے بارے میں مشورہ ہو گا۔ لہذا آپ حضرات یہاں
آئیے تاکہ بہنو! آپ حضرات سے ملاقات ہو سکے۔ بعد ازاں اگر ضرورت ہو
آپ کے ساتھ کچھ حضرات گزشتہ پہنچے ہیں آپ حضرات کا انتظار ہے
آپ کے ذمہ اگر اجتماع کے کچھ امور ہیں تو ان کے متبادل سے انتظام کر کے تشریف
بہنو! حضرات کو طلب و مستحق ہے۔ فقط والسلام علیہ وعلیٰ آئندہ

محمد رفیع

۱۴۰۶ھ محرم الثانی ۱۰ جمادی الثانی ۱۴۰۶ھ
شیخ محمد رفیع الدین صاحب

চিঠির বাংলা অনুবাদ

মুহতারামি ও মুকাররাবি,

কারী ছুবারের সাহেব, মাওলানা রবিউল হক সাহেব, মাওলানা ওমর ফারুক সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, মাওলানা মোশাররফ সাহেব, মাওলানা মুজাম্মেল সাহেব, শেখ নুর মোহাম্মদ সাহেব

আসসালামু আলাইকুম

বাঙ্গা নিজের জামাত নিয়ে আপনাদের দাওয়াতে বাংলাদেশে উপস্থিত হয়েছে। এখানে আসার পর ময়দানে যাবার ব্যাপারে কিছু বাধা এসেছে। যার কারণে ময়দানে উপস্থিত দেশী বিদেশী মেহমানরা নিজেদের উমুর ও প্রশ্ন নিয়ে কাকরাইল মার্কাঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন। আজ বাদ ইশা ঐ সমস্ত উমুর নিয়ে মাশোয়ারা হবে। কাজেই আপনারা এখানে তাশরিফ আনবেন যাতে আপনাদের সাথে সাক্ষাত হয়ে যায় এবং বাকি উমুর নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব।

আপনাদের মাশোয়ারার কিছু সাথী কাকরাইল পৌঁছে গেছেন আপনাদের অপেক্ষায় আছি।

আপনাদের ইজ্জতিমায় কোনো জিম্মাদারী থাকলে আপনাদের পরিবর্তে কাউকে জিম্মাদারী দিয়ে তাশরিফ আনবেন। বান্দা আপনাদের সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছি। ফাকাভ ওয়াসাল্যাম।

বান্দা মো. সাঈদ

নিজামুদ্দীন আমাদের আলমি মারকাজ। আমাদের বড়দের দেখেছি এবং আপনাদেরও এতদিন দেখেছি, যে, নিজামুদ্দীন থেকে একটি চিঠি বা ইশারাই ছিল আপনাদের ফায়সালা মানার জন্য বধেই। আপনাদের দ্বারা নিয়ে ফায়সালা করতে হবে বা ঊনাদের ফায়সালা আপনারা নিজেদের মাশোয়ারা ছাড়া চলাবেন না—এমন কথা আমাদের বড়দের থেকে কখনও তিনিনি, নতুন এই পদ্ধতি কবে আবিষ্কার হলো? তা আমরা জানি না। আমরা স্পষ্টভাবেই বলতে চাই, আপনারা ৭ শূরা না; বরং ১১ শূরাও যদি নিজামুদ্দীনের এত্তেরাতের বাইরে চলে যান তবুও আমরা ঢাকার কামকরণেওয়ালা জিম্মাদার সাখিরা নিজামুদ্দীনের এত্তেরাতে আছি এবং থাকব ইনশাআল্লাহ। সুতরাং আমরা নিজামুদ্দীনের সমস্ত ফায়সালা সাথে একমত এবং আমরা তা বাস্তবায়নে ওরুফের সাথে সচেষ্ট থাকব।

আপনাদের কাছেও আরক্ত করছি, এসব কারসালি খানভে সচেট হোন।
এজন্য আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করি কেননা আমাদের সবার জন্য
চলকরি হলো, নিজ-মুদীনকে যেনে কাজ করা। তবেই আমাদের কাজ সহি
উমুল এবং রোখের উপর থাকবে।

আপনারা নিজামুদ্দীনের যেই জোড়ের কথা বলেছেন, সেটিও নতুন কোনো
ফায়সালায় বিষয় ছিল না : ২০০৩ সালের এমন এক জোড়েই মাওলানা
মোজাম্মেল হক সাহেব ছাড়া আপনারা সবাই শূরা বা কারসালি হয়েছেন।
ভিসার কারণে এটি ২০০৫ সাল থেকে তা বন্ধ হয়ে যায়। নিচর এগুলো
ভুলে জাননি ভিসার সহজ লভ্যতাও এখন আবার চালু করার বিষয়টি এবার
উমুরে বাংলাদেশে ধাবার বিষয়ে অংশই কারসালি হয়েছে। তা আপনারদের
মনে না থাকলে ঢাকা শহরের মাশোয়ারার খাত্রে দেখলেই তা পরিচর হয়ে
যাবেন সুতরাং এ জোড়ে আমরা ইনশাআল্লাহ যাব এবং বড় মজমাই নিয়ে
যাব।

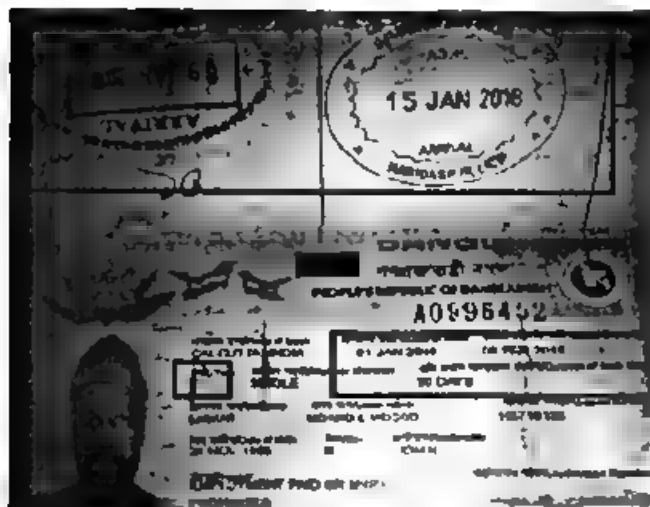
চিঠির তৃতীয়তে আপনারা বলেছেন,

সরকারী নিয়মের বাহিত্তকাবে তারিখের জন্য নির্ধারিত T/1 (তারিখ
ইজতেমার/ভসা) ভসা গ্রহণ না করে T (ট্রান্স) ভিসা ব্যবস্থা করেন।

ওলামা পারহদের উপদেষ্টাওলীর সভায় ও শব্দে মন্তব্যবের সিদ্ধান্তকে
উপেক্ষা করে, হযরত মাওলানা সাজাদ সাহেবকে বাংলাদেশের মদোস্তর
ওলামা তেবামগদের কঠোর অবস্থানের কথা গোপন করে, তাঁকে আনার
কাপারে একজন শূরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। কাহ্নকও অবহিত না করে
চূপসারে দুইজন সাঙকে ইংকরবানের জন্য হিংস্রানে পাঠিয়েছেন।

ইমগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে আভুল করা ও সর্বসাধারণকে ধোকা দেয়ার নিমন্তে
উনার জ্ঞানভক্তে সিন্ট্রি-ঢাকা ট্রাইটে না এবং, সিন্ট্রি-বাংকক-ঢাকা দীর্ঘপথ
ঘুরিয়ে এনে ...

ভিসা সহশ্রুটি দেশের সরকার দেয়। মাওলানা সাজাদ সাহেবকে ভিসা
বাংলাদেশ সরকারই দিয়েছেন। ভিসার কাটপারি কী হবে? সেটি ভিসা প্রার্থী
এবং অ্যাম্বাসির বিষয়। এখানে আপনারা সরাসরি হযরত মাওলানা সাজাদ
সাহেব দোষারূপ করেছেন। বরং উনম উপর তোহমত দিয়েছেন। আমরা
অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি-যারা সারা জীবন সাধিদেরকে তরগিব
দিয়েছেন সাধিদের দোষ গোপন করতে, দোষের ভালো খবরা করতে তার
আত নিজেরাই নিজের আমিরর উপর এবং সাধিদের উপর তোহমত
দিয়েছেন। জানিনা আপনারা কোন মাজুরিহাতের কারণে এসব করেছেন?



আপনাদের এই তথ্যে যে মিথ্যা তার জন্য এখানে দুইটি নতুন মিলাহ।
 প্রথমটি ভারতীয় এক বাওলানা সাংস্কৃতিক। নাম হো, আব্দুল ওয়াহিদ সফর।
 তিনি ১লা জানুয়ারী ইজতেমার ভিসা বিহীন ৯ জানুয়ারী উনি বাংলাদেশে

ইজতেমার এসেছেন। প্রথম ইজতেমা শেষ করে ১৫ জানুয়ারী ইন্ডিয়ান স্ট্রিমলিনে কেবল নিয়েছেন। উনার ভিসা টাইপ স্পার্ট ট। দেখা আছে। একইভাবে মাদানার সান্নিধ্য সাহেবে ২২ ডিসেম্বর ইজতেমার ভিসা নিয়েছেন। উনার ভিসার টাইপও স্পার্টাবেই ট।-ই লিখা আছে তাহলে আপনারা কোন্‌দিক পেলেন উনি সরকারী নিয়মের বর্হীকৃতভাবে তবলিশের জন্য নির্ধারিত ট। (তাবলিশ ইজতেমার ভিসা) ভিসা গ্রহণ না করে ট। (টুরিস্ট ভিসা) ব্যবস্থা করেন? ইজতেমার সময় তর্নেছ হেফাজাতের অনেক আলেম বলেছে, উনি চিপ্‌সোয়াটিক ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছেন। এসব মিথ্যা, তেঁহরতের জবাব আম্মারা আন্তাহর কাছে কী দিবেন? আন্তাহই জালো জানেন।

এই অংশে আপনারদের দ্বিতীয় অভিযোগের বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা, ওলামা পরিষদ এবং খারজি মন্ত্রনালয়ে সিদ্ধান্তের কথা এবং মাদানার ওঠার অবস্থানের কথা আপনারা কী হুজুরত মাদানার সান্নিধ্য সাহেবকে জানিয়েছেন? আর উনাকে আনার চেষ্টাত সবার করা কথা আপনারা সেন্টমন্ডের মশেয়রার লিখিত কারসালার আমাদের ডা-ই জানিয়েছেন। তাহলে আপনারদের কথা অনুযায়ী একজন মূর্তা সর্বাঙ্গের ওঠা করেছেন; কেন? এসব কথা বলে আপনারদের আজকের অবস্থান পুরো দেশের কাছে আপনারাই পরিষ্কার করেছেন

এখানে তৃতীয় অভিযোগে আপনারা বলেছেন, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে আকুল করা ও গর্বাধারণকে ধোঁক দেয়ার নিমিত্তে উনার আম্মাকে দিল্লী-লাল টাইটে না এনে, দিল্লী-ব্যাংকক-ঢাকা দীর্ঘপথ দ্বিগুণে এনে ...

এট হাস্যকর কথা; যে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ দিল্লী থেকে কেউ এলে জানবে আর দিল্লী ব্যাংকক-ঢাকা হবে এলে ধোঁকার পড় হবে। যে যেখানে থেকেই আসুক, ইমিগ্রেশন তার সম্পর্কে আগেই জানতে পারে। মূলত সরাসরি বাংলাদেশে আসার টিকেট না পওয়ার কারণে তিনি খাই এয়ারওয়েজে টিকেট নেন। আর তৃতীয় দেশের টিকেটের সাধারণ নিয়মই হলো নিজের দেশ হয়ে আসে। যেমন আপনি লিআইট-এর টাইটে দুবাইয়ের টিকেট কটলে সে আপনাকে পাকিস্তান ট্রানজিট দিয়েই দুবাই নিয়ে। যারা উড়োজাহাজে সফর করেছেন তারা সবাই বিষয়টি জানেন সুতরাং কাউকে ধোঁকা দেওয়ার কোনো বিষয় নেই

চতুর্থ নম্বর-এ আপনরা লিখেছেন, 'বিগত ইজতেমার সকল জেলাই অংশগ্রহণ করেছেন এবং ১৫ হাজারেরও অধিক বিদেশী মেহমান এসেছেন।' বিগত ইজতেমার মাসোরাবাহি ছিল অশ্লীলতার কয় জেলা অংশগ্রহণ করার। তাহলে সব জেলা কিভাবে অংশগ্রহণ করল? টাকা পটুয়াখালীর অনেক জেলা তো খ-ইজারাই কিছু শুলকও কাকরাইল নিয়ে এসেছে। তাই এসব জেলার খিতাবলো প্রায় শূন্য ছিল। বিদেশী মন্ত্রণালয়ের কারতকরী অনুযায়ী '১৫ হাজারের বেশি বিদেশী মেহমানের ইজতেমার অংশগ্রহণ'—এর বিপরীতও হাস্যকর।

এই সব্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মিথ্যাতার হলো

ও জন শূন্য কাকরাইল অবস্থান করে ইজতেমাকে তুল করার আখ্যান তৈরি চালিয়েছেন। গোবিন্দের মরদার ছেড়ে নিতে গিয়েছেন, অনেককে মরদার খেতে নিষেধ করেছেন, বিদেশী মেহমানদেরকে কাকরাইল থেকে আনার চেষ্টা করেছেন, কাকরাইলে ইজতেমা হবে বলে অপমান করেছেন ইত্যাদি।


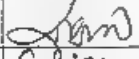
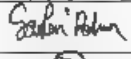







আমাদের জানা মতে, কোনো পুরাই কাটকে কাকরাইলে ডাকেন নি। বরং আমাদের জিহাদার সঙ্গিসহ আমরা সবাই ইজতেমার প্রথম দিকে মজলার বিপ্লব বজ্রের আঘাতে টপ্পাতেই ছিলাম। বরং হাজারও মাওলানা মাজার সহযোগে ইজতেমার মরদার খেতে বাধ্য দেওয়া হয়েছে তখন আমরা নিজেরাই ইজতেমার মরদার ছেড়ে চলে আনি। আমরা নিজেরাদের ইজতেমার মরদার খেতে মোমাসের সঙ্গে করিদি। শুধু আমরা না বিদেশী অনেক মেহমানও চক্রান্তের সাথে থাকতে কাকরাইল চলে এসেছেন। এখানে খেয়ে-নাখেরে পুরো সময় কাটিয়েছেন যদিও ইজতেমার মরদার খেতে বহু মেহমান হাজারের সাথে দেখা করতে আসতে চাইলে তাদের সাথে আপনরা এবং আপনাদের লোকজন চরম দুর্ব্যবহার করেছেন। কলে কেউ ভিবি পুলিশের সহযোগিতায়, কেউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহযোগিতায় বের করে এসেছেন।

পরিশেষে আপনাদের কাছে আরও, এই ঘটনার বিজ্ঞা, শিবত, ভোমহত মুক্ত চিঠি লেখা বিরত থাকবেন। বিরত থাকুন নিজামুদ্দীনের এতেরাত থেকে আমরদের মূলে সরাসরে। আমরা স্পষ্টই বলতে চাই, এর আগেও বলায় যে, নিজামুদ্দীনই আমাদের অরকার। আমরদের শত্রুতাপ এতেরাত নিজামুদ্দীন মরদারের প্রতিই। চাই আপনরা ১১ জন শূন্য প্র-মানতে চান নিজামুদ্দীনকে। প্রয়োজনে আমরা সরাসরি নিজামুদ্দীন অরকার হতে

তাজাকা নিয়ে চলব। তাই আপনাদের এই ৭ শূৱাৰ মিখ্যা, গিবত, তোহমত যুক্ত চিঠিকে আমরা স্বসন্মানে প্রত্যাখান করছি। পুরো বাংলাদেশের কাছে আমাদের আহবান আপনারাও এই চিঠিকে প্রত্যাখান করুন।

সাথে সাথে আমরা আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি, উনি যেন আমাদের এবং আমাদের শূৱা হজৱতদের মিখ্যা, তোহমত, গিবত থেকে বাঁচাৱ তৌফিক দান করেন। উম্মতকে সহি ৱাহবাৱি কৱাৱ তৌফিক দান করেন। আমিন।

চাক্স সব শব্দজাৱি এলাকাৱ প্ৰতিনিধিৱ স্বাক্ষৰ

| ক্ৰ | পুৱা নাৱ | শব্দজাৱি এলাকা | স্বাক্ষৰ |
|-----|--------------------|----------------------|---|
| ১ | মো: এফতাব হোসেন | কাকৱাইল শব্দজাৱী |  |
| ২ | মো: মাহমুদুল হক | কাকৱাইল শব্দজাৱী |  |
| ৩ | মো: মাহমুদুল হক | কাকৱাইল শব্দজাৱী |  |
| ৪ | মো: আব্দুল হান্নান | উজী শব্দজাৱী |  |
| ৫ | মো: মাহমুদুল হক | মিৰপুৰ শব্দজাৱী |  |
| ৬ | মো: মাহমুদুল হক | কোৱাৰ্শী শব্দজাৱী | মো: মাহমুদুল হক |
| ৭ | মো: মাহমুদুল হক | মোহাম্মদপুৰ শব্দজাৱী |  |
| ৮ | মো: মাহমুদুল হক | মেমৰ শব্দজাৱী |  |
| ৯ | মো: মাহমুদুল হক | যাৱাবাড়ি শব্দজাৱী |  |
| ১০ | মো: মাহমুদুল হক | মাহাব শব্দজাৱী |  |
| ১১ | মো: মাহমুদুল হক | মাহাবাড়ি শব্দজাৱী |  |

যুগে যুগে মুজাফ্ফিনগণের উপর কুফরি কতোরা

প্রত্যেক যুগেই মুজাফ্ফিনগণ সম্বন্ধে অসংখ্য আলোচনের "ভরতর কুফরি কতোরা"র শিকার হয়েছেন। বিশ্বের সকল মুসলিম মনিবীর বিরুদ্ধেই কতোরাৎ কলম পড়ে উঠেছিল। বিশ্বের অসংখ্য আহলেহক উলামাহার কেবল এই যুগোত্তর প্রতিক্রিয়াশীল অঙ্গুষ্ঠানই মুখ্যতঃই কেবলমাত্র কলমের খোঁচায় নড়েহাল হয়েছেন। আরো মজার বিষয় হলো, এসব কতোরা কিন্তু কুরআন হাদিসের দলিল দিয়েই দেয়া হয়েছিল।

ইতিহাস আমরদের যে চমকপ্রদ তথ্যটি দিচ্ছে তা হলো, যখন এসব মুফতিয়ানে কেবলমাত্র নাম মনে রাখেনি বরং কালের পরে তা'রা হারিয়ে গেছেন। কিন্তু কতোরার শিকারি মনিবীদের নাম ইতিহাসের পাতার আড়ত ফুলফুল করতে, নাম ওয়াসীউল্লাহ মেহসেনী রহ, মাওলানা কাম্বা নানুতবী রহ, মাওলানা সাহিচ্ ওসাইন বাসানী রহ, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিদ্দিক রহ, আব্বাস ইকবাল রহ, মাওলানা আবুল কালাম আব্বাস রহ-সহ প্রত্যেক যুগের নবীজনের উপর কলম কলম তরংকর কুতরী কতোরা অরোপিত হয়েছে। কিন্তু কেন এমন ঘটনা ঘটে? যুগান্তে আকামদের দিকে কেন সমকালীন মুক্তিযানে কেবল কতোরার কল তাঁক করে হলো?

হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত আবু ওবায়দা হানিফুল্লাহ আনহু কর্নি করেন যে, তিনি ইরশাদ করতান, নিত্য আদ্যাহ তা'আলা এই উল্লেখের জন্য প্রত্যেক নতাবীতে এমন একজন মুজাফ্ফিন পাঠিয়ে থাকেন যিনি তারদের স্নেহে পুনঃসংস্কার করেন।

সূত্র অনু নাইন শরিফ ৪২৯১, যুগান্তক আলম সান্দিয়াই-৮৫৯০ আবু নাইন শরিফের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ "আউলু আ'ব্দ" নামক কিতাবে "দিনের পুনঃসংস্কার" এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তিনি সূত্রাতকে বিস্মৃত থেকে আলাদা করে স্মৃতি করে দিচ্ছেন। তিনি ইশাহের ব্যাখ্যক প্রকার প্রকার ঘটাকেন। উলামাহার কেবলমাত্র সম্মান করেছেন। বিদগ্ধ উল্লেখ করতেন একা বিস্মৃতকারীদের চিত্তকর করে দিচ্ছেন।

সূত্র আউলু আ'ব্দ বহু মুনি আলী নাইন/আলমজতাবাখুদা শহর ৯/১০৫১

১৩ হাদিসটির ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শুধু মুহাম্মাদিম্পনের উপরই উল্লেখ্যকীয় মুফতিদের একাংশ নিম্নবর্ণিত কঠোরতার কলম চালিয়েছেন। একদা, নবীন আলমহম্মদ সর্বদা পূর্ববর্তী উলামাদের কেরামকে অনুসরণ করে থাকেন। এভাবে অনুসরণ পরম্পরার ধীরে ধীরে সত্যিকারের "অবিচার" পরোক্ষভাবে হতে থাকে। এভাবে ধীরে ধীরে সত্যিকারের চূড়ান্ত এসে ধীরে ধীরে অধিকাংশ কর্মকাণ্ডই "বেওযাক" হয়ে যায়। তখন ধীন বলতে শুধু বেওযাককেই বুঝানো হয়। কয়েক মুফতিন এসে যখন সংস্কার চান করেন তখন অনুকরণপ্রিয় আলমহম্মদের নিকট যেনে হতে থাকে যে তিনি ধীন পরিবর্তন করে কেলেছেন। তখন ধীনের নতুন বেওযাক বলা করতেই তারা কতোদূর নিয়ে চলেও হয় মুহাম্মাদিম্প উপর। ইমাম বুখারী রহ. তো শেষ পর্যন্ত আলমহম্মদ আলমহম্মদ করে যাওয়ার আদর্শ পেশ করেন। মিলকতের শরহ মিরকাতুল মাফতীহের মাকতাবাতে রশীদিয়া সংকলনে ইমাম বুখারীর কীংকী সেহা আছে। পড়লে চোখ দিয়ে অঝোর ঝররত অশ্রু প্রবাহিত হবে। মুফতিরাই কেরামের কাছে কেন তাঁকে এত সম্মোচিত, নজরদার ও অশ্রু হতে হলো?

এ প্রস্তাবের জবাবে উপমহাদেশের অন্যতম মুফতিন যখন আহমদ উসমানী রহ. বলেন যে, "যাযুজ ও মাজুজ শিখীকীন ওয়া মওজিয বুখারী গাও ওরতে পারে না যতজন অনুগ্রহ ৭০ জন বুখারী তাকে কাকের ও নুরহান কাতারা না দেন।" জাওলিয়ারে কেরামের কোর এটিই আদ্যাহ তা'আলার চিরাচরিত নিয়ম।

সূত্র: ই'লমীন সুন্নত ৩/২৮ ও মুফতহারে সুন্নতে ইমরান আখব ১/৩৮।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মেহলতী রহ.-এর উপর "কুখরি কতোরা"

উপমহাদেশের সকল উলামারে কেরামের যাবতীয় ধীন বিখ্যর, কিংকী সিনাসিলা, হাদিসের সনদ, তারকিয়ার শাকারাহ পিরে একত্রিত হয়েছ শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এর সাথে। তাকে বাদ দিয়ে উপমহাদেশের উলামাদের ইতিহাস বচনা করা সম্ভব নয়। আপনি তখন অবাক হবেন, এই মহান মুসল্লিয়ারক আলমে ধীনের উপরেও তৎকালীন উলামারে কেরামের একটি বড় অংশ কুখরী কতোরা দিয়ে রেখেছিলেন দীর্ঘদিন। এমনকি ককের হিসাবে তাকে হত্যা করার জন্য বরাবর সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন এই কতোরাযাদব আলমের জেনি। আরো বিস্তারিত দেখুন হাফাতে ওয়ালী পৃষ্ঠা নং ৩২১।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মেহলতী রহ. ঐ ব্যক্তি, তিনি দীর্ঘ এগারো বছর সাফনার পুরে কুবজান শরীফের গ্রন্থের লুপার অনুবাদ করেছিলেন উপমহাদেশে। তখন

কিতাব লেখে ফেলেন। অগত্যা হযরত রহ. নিজের অবস্থান পরিচয় করে “মুত্তাহিদারে কাওমিয়াত আওর ইসলাম” নামে একটি কিতাব রচনা করেন। প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত ঘটনাগুলো নিশ্চয় আপনার অন্তরে দাগ কেটেছে। কিন্তু আউলিয়া কেরামের ব্যাপারে এটাই আল্লাহ তা’আলার চিরাচরিত বিধান। কেননা তারা হলেন নবীদের যোগ্য ওয়ারিস। “কুরআনে কারীমে সূরা ইয়াসীনের ৩০নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে : হায় আকসোস বান্দাদের জন্য! এমন কোন নবী আসেন নি যাদের সাথে তারা বিদ্বেষ করেনি। অনুকূলভাবে বুখারি শরীফের ৫৩২৪ নং হাদিসে বর্ণিত আছে “মানুষের মধ্যে ধর্মের খাতিরে সবচেয়ে বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন নবীগণ। তারপর যাদের সাথে নবীদের যত বেশি মিল হয়েছে তারাও তত বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন। আজ তাদেরই উত্তরসূরী দাওয়াত ও তাবলীগের বর্তমান আর্মির হযরতজী হজরত মাওলানা সাদ কাঞ্চলজী হাফিযাছল্লাহর উপর চলমান কতোয়া ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াবলি পর্যবেক্ষণ করলে খুব সহজেই বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা’আলা ওনারকে মুজাদ্দিদের মাকামে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাই আসুন মুজাদ্দিদের ইকরাম ও ইহতিরাম বজায় রেখে তার আনুগত্যে বেদাতমুক্ত আমলে সচেষ্ট হই। আমিন।

ওলামা হজরতগণের প্রতি

একজন মূর্খ তাবলীগওয়ালার খোলা চিঠি

আমার নাম হোসাইন মিয়া। আমি চট্টগ্রাম শহরে রিক্সা চালাই। বস্তিতে পরিবারসহ থাকি। জীবনের বিশাল একটা অংশ গাফলতিতে কেটে গেছে। আমারই বস্তির আত্মক রিক্সাওয়ালারা তাইয়ের মেহনতে আমার জীবনের এই পরিবর্তন।

হজরত! আমাকে বুঝানোর জন্য কোনো আলিম আসেননি। কোনো আলিমের কাছে ছিন শেখার আমার সুযোগই হয়নি। আমার এই রিক্সাওয়ালারা তাই আমাকে প্রায় অশ্লীল কতকটা সূত্রা শিখিয়েছে। এই সূত্রা দিয়েই আমি পাঁচ ওয়াস্ত নামাজ পড়ি। জামাতে প্রতিবার তিন দিন দিতে গেলে তরু করার চেষ্টা করি। তাও আমারই মতো কোনো মতে পড়েনওয়ালারা অন্য কোনো তাবলীগি তাইয়ের কাছ থেকে।

ছোটবেলা থেকে আলিম ওলামার সাথে আমার সম্পর্ক এই একটুকু যে, কখনও পেটে ব্যথা তখন হলে গেলে হজুরের হাতে দশ টাকা ঠেঙে দিয়ে পলি পড়া দিয়েছি। হলে কখনও মূরলি জবাই করতে হলে কোনো চক্করের হাতে দশ টাকা ঠেঙে দিয়ে জবাই করিয়েছি। ছোটবেলা মাসে পঞ্চাশ টাকা দিতে হলে বলে বাবা-মা বন্ধ করে দেননি।

একটা অত্যন্ত কালিমাই আমার দাঁড়ি কছে শেষ। কোনো হজুর কখনও তাকে করে দিতে আসেন নি। কত হজুরকে বিক্রা করে চৌন নিয়ে পৌঁছে। কখনও মহকুমার করে নামাজ পড়ার কথাও বলেন নি। ফলে ধীনের নিয়ন্ত্রণে কোনো আর্জামের সাথে সম্পর্কও পড়ে উঠে বি।

হাজারত আপনারা মনে কত নেবেন না। ঠিক কখনটি বলতে গেলে ধীন যতটুকু শিখিয়ে তা আমার মতো জাহেল আন্তর্যামদের কাছেই শিখিয়ে। শুধু আমি না, আমার মতো শত শত হোসেন মির।

তানতাবাই না আলিম কী জিনিস? এই আন্তর্যামদের সাথে তানতাবাই দিয়েই শিখিয়ে। বার মাকে তিন প্রকারের ইকরাম নেই, সে বসন্তের উদ্ভবের অন্তর্ভুক্ত না—কড়কে সন্ধান করা, ছোটকে ছোট করা, আলিম ওলামাকে তাজিল করা।

হাজারত, জাপ করবেন না। তানতাবাই একটা কাম ছিল বলেই আমার মতো শত শত হোসেন মির ধীন পেয়েছে। আপনারা আলিম আপনাদের ধীনের জন্য মহকুমার করি। মাদ্রাসার ধীন শিখানোরই বলে মাদ্রাসাকে মহকুমার করি। কিন্তু তাকলীলের এই কাজটাকে জানের চেয়ে বেশি মহকুমার করি। যে সময় জাহেল আন্তর্যামের হাতে-পায়ে ধরে তাকলীলে নিয়ে গেছে তানতাবও জানের চেয়ে বেশি মহকুমার করি।

মহকুমারের চেয়ে একটাই আমি একমুখ জাহেলট হয়ে গেছি।

হাজারত! আমি সাদ সাহেবকে চিনি না। এয়ারসিক সাহেবকে কিংবা বুকায়ের সাহেবকে চিনি না। আমার বিভিন্ন জিহাদার নামত মিঠাকে চিনি। নামত দিয়া আমাকে ইজতিহার নিয়ে গেছে। বয়ান-উজ্জান কিছু বুঝি নি। কিন্তু এতগুলো মানুষ। এত বড় প্যাডেল। এতগুলো স্টাফিন আর এতগুলো রাসুল খুঁটি ওনে সুবহানাতাহ পড়ে চিত্তাবে চলে গেছি। ঠিক একই অবস্থা আমার মতো শত শত হোসাইন মিরার। চিত্তা নিয়ে ধীনের ওরফত বুকায়ে, নামাজ-রোযা বর্ষেছি। আমার মতো মুখ মানুষ আর কি বুকায়ে?

জিহাদার করা বয়ান করে? 'কি বয়ান করে' বুঝি না। এতটুকু বুঝি, এরা প্রকৃত ও রাসুলের কথা বলছে। না বুকায়েও কথাগুলি ঠিক আর এক দিকে চিত্তার জানো সীড়াই।

আপনারা অশ্লিম মানুষ অনেক কিতাবশত্রও লিখেন। আমরা মুর্খ মানুষ। কিতাব পড়ি-উড়ি না। হয়ত আপনার কিতাবের দল-বারো হাজার কর্প ছাড়া হয়। কিছু মানুষ পড়ে। আমরা মুর্খ মানুষদের এতে কোনো কামনা নেই। আমরা শামশ মিয়া'র সমসিথে বন্ধন তনে কান্দি আর বীনের জন্য অম্মাই পাই। যাস! আমাদের বীন এওটুকু। আপনি আমার এইঅবস্থা তনে আমাকে মন্দ বললেও আমার আর কিছু করার নেই। আমাদের শেষ পর্যন্ত অবলম্বন এই শামশ মিয়াই।

আমরা কাকরাইল চিনি। কাকরাইল থাকুক এটি আমরা চাই। টজি ইজ্জাতমা চিনি। ইজ্জাতমায় আসতে চাই। আপনাদের লিফলেটের ভাবও আমরা বুঝি না। দলিলও বুঝি না।

আমরা আম মানুষ। ভাবলীগই আমাদের অবলম্বন। এই মেহনতের ফলত আমরা কিতাবে বরদাশত করব? এই মেহনতের বদনাম আমরা কেমনে সইব? আপনারা হয়ত অনেক কিছুর বিরুদ্ধে সরব। আমরা এতকিছু বুঝি না। আমরা কেবল এতটুকু চাই, আমাদের মুরুবিগন এক থাকুন। মারকাজে বসে আমাদের নিগরানি করুন।

আপনারা যাই করেন, আমার মতো হোসাইন মিয়াদের কথা মাথায় রাখিয়েন। কারণ আমরা জানি, আমাদের কাছে এই জাহেল ভাবলীগওয়ালারা ছাড়া আর কেউ আসবে না।

আপনারা ভাবলীগের কল্যাণ চান। ভালো কথা। কল্যাণ কামনা দেখাতে গিয়ে মেহনতটা বেশ খরবাল না হয়। আপনাদের হিকমত ও কৌশলের করণে যদি আমরা হোসাইন মিয়া'রা বঞ্চিত হই, কিয়ামতের ময়দানে কিন্তু আপনাদের সেখে নিব। আদ্রাহর দরবারে আপনাদের বিরুদ্ধে নালিশ জনাব। বলব, হে আদ্রাহ এরা আমাদের কখনও শিখায়ও নি, উন্টো আমাদের হেনায়াতের ময়দানটাকে সমালোচনার বাপে নষ্ট করেছে।

আপনি বীনের কল্যাণ কামনা করুন, কিন্তু হোসাইন মিয়াদের কথাএকটু মনে রাখিয়েন। নইলে আপনার ইসলামহ প্রচেটায় বাতিলই খুশি হবে, ইফ্দি-নাসরা খুশিতে বাচবে। আর ইসলাম এক কোনার বসে চোখের জল ফেলবে।

ইতি

হোসাইন মিয়া

এক মুর্খ ভাবলীগওয়ালার

দারুল উলুম দেওবন্দ ও নিজামুদ্দীন এক লক্ষ্যের দুই যারকাজ

আব্বাস শাহ মানবজাতির হেদায়েতের লক্ষ্যে বৃষ্টি হলে যেমন নদী বাসুল পাঠিয়েছেন, তেমনি সময়, অবস্থান ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুগলঙ্কারক মহান ব্যক্তিত্ব এ যাত্রার আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাদের সংকল্প আন্দোলনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে যারকাজ বা পরিচালনা কেন্দ্র। এ ধারাবাহিকতা বর্তমান যুগের বিশাল দুটি আন্দোলনের নাম দারুল উলুম দেওবন্দ ও নিজামুদ্দীন বা দাওয়াত ও তাবলিগ। অকল্প লক্ষ্য নির্দেশক ধীরে দুই সুউচ্চ আলোক মিনার। যুগ যুগ ধরে এই দু'বের সহযোগিতামূলক সহঅবস্থান শুধু হিন্দুই নেই না, সারা মুসলিম জাহানকে দেখিয়েছে সম্মান-এ নতুন দিশত। আব্বাস শাহ এ দুই যারকাজকে অনাস্পেদ কনজব বেতে ছেঁতাকতে রাখেন।

একথা অস্বীকার্য যে, লক্ষ্য এক হলেও কার্যকারিতার বিচারে দুই ছেঁতাকের কর্মশক্তি, পরিচালনাপনত ফলশীল, পরিাধ ও কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতা প্রতিটাকাল থেকেই বিদ্যমান। দারুল উলুম দেওবন্দ যেমন তালিমমুহী, দাওয়াত প্রাঙ্গিক। তেমনি দাওয়াত ও তাবলিগের মূল লক্ষ্যই হলো দাওয়াত। দেওবন্দ নির্দিষ্ট মাযহাবের উপর যতটা সরব দাওয়াত ও তাবলিগ মাযহাবগত বিষয়ে ততটাই নিরব। দারুল উলুম নির্দিষ্ট জারগার যতটা গভীর, দাওয়াত ও তাবলিগ সীমাবেধহীন সময় ততটাই বিস্তৃত। একই মূল্যের এপিঠওপিঠ। একই পাহেব দুটি ফল। একই বেদনার দুটি ফসল।

মাওলানা ইলিয়াস রহ, একবার উনার শায়খ গ'লুহী রহ, কে হালত জানালেন যে, বিকিরের সময় বুকের বা দিকে ব্যাখ্যা অনুগ্রহ হয়। গ'লুহী রহ আভুকে উঠে বলেছিলেন, হরবত কাসেম নানুতাবী রহ হাজি ইমদ'দুল্লাহ মোহাজরে মকী রহ-এর কাছে উনার এমন হালতের কথা জানিয়েছিলেন। হাজী পাহেব রহ, উনাকে বলেছিলেন, আব্বাস হযরত তোমার ছায়া বড় কোনো কাজ নিবেন। পরবর্তীতে ঠিকই বানুতাবি রহ,-এর হাতে দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এক ইলিয়াস রহ,-এর মাধ্যমে

দারুল উলুম দেওবন্দ ও মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.-এর অবস্থান পর্যালোচনা

কেন এ পর্যালোচনা

১ম ঘটনা

সিলেটের প্রখ্যাত মুহাক্কিক একজন আলেমে দ্বীনের সাথে দেখা করি আমাদের সাথীরা উনাকে জিজ্ঞেস করেন, মাওলানা সা'দ সাহেব সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন তা কিভাবে বললেন এবং উমর বরানভুলোর ব্যাপারে কি আপনি নিজে তাহকিক করেছেন? হরযত বললেন, আমি আসলে সময় পাইনি, শুনেছি।

২য় ঘটনা

অত্যন্ত উঁচু স্তরের আরেকজন আলেম, সংগঠক বলেন, এ যাক মাওলানা সা'দ সাহেবের বিপক্ষের আওয়াজই শুনলাম। অপর পক্ষের কোনো কথা তো শুনলাম না সা'দ সাহেবের পক্ষের দলিল আমার কাছে নিয়ে এসো।

৩য় ঘটনা

ঢাকায় বড় এক মাদরাসায় ওলামায় কেরামের জোড় ছিল। জোড়ের পূর্বেই আমরা মুহতামিম সাহেবের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করি, হরযত এ জোড় কেন? তিনি বললেন, সা'দ সাহেব এটা বলেছেন, ঐটা বলেছেন ইত্যাদি আমরা বললাম হরযত এগুলো খোক উনি রুজু কবোছেন। উনি অলাক হয়ে বলেন, আমি এটা জানিই না।

৪র্থ ঘটনা

ঢাকার বড় মাপের একজন শাইবুল হাদিস সাহেব আমাদের ফোন করলেন যে, ভূমি তো সা'দ সাহেবের পক্ষে। তার বিপক্ষের কথাও তোমার শোনা সরকার। ভূমি ইন্টারনেটে সা'দ সাহেব লিখে সার্চ দাও তাহলে তাহকিক পেয়ে যাবে। আমার মাথায় আসমান ভেঙ্গে পড়ল। যে বিষয়টি নিয়ে পুরো দুনিয়া দুই ভাগ হয়ে যাচ্ছে। দুই টাকার ইন্টারনেট কিভাবে তার তাহকিকের মাধ্যম হতে পারে?

এমন শত সহস্র ঘটনা আমাদেরকে এ উদ্যোগ নিতে বাধ্য করে।

আমাদের উদ্দেশ্য

১. একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা সভার সামনে আসুক। যাতে মাওলানা সাঈদ সাহেবের কতটুকু ভুল তার চেয়ে বেশি মুআখাযা না হয়ে যায়।

২. নির্দিষ্ট একটি গ্রুপ যারা মাওলানা সাঈদ সাহেবের ভুল ভাবিয়ে বিশ্ব ষাণ্ডিষ্যের স্বপ্ন দেখছে, ওলামার কেবামকে মাওলানার ভুলের উপর প্রভাবিত করে অন্য মাকসাদ অর্জন করতে যাচ্ছে, তাদের আসল উদ্দেশ্য আমাদের সামনে আনুক।

৩. আসলে তারফিগ কোনো সংকেটে নেই আর না খাদরাসার। সংকেটে পড়ছে দীন তারফিগ ও খাদরাসার সুবেসুখী অবস্থানে কতি হবে ইল্লাহ ও সাধারণ মানুষের। নিযামুদ্দীন মাওলানা ইলিয়াস রহ. ও উনার খান্দানের মহাবত যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালীর ছন্দরগহীনে প্রতিষ্ঠা টান মিলেই তা উঠে যাবে না। সবকিছু সহনশীলতার সাথে ঝঠনমূলক ও নিরপেক্ষ হলেই উদ্দেশ্যের জন্য ঝায়ে ও কল্যাণকর হবে।

আমাদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে আমরা আলোচ্য আলোচনাকে সাজিয়েছি এভাবে—প্রথমে দারুল উলুম দেওবন্দ এবং মাওলানা সাঈদ সাহেবের চিঠির উত্তর-প্রতিউত্তর বা জবাব। এরপর দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্রদের লেখা মাওলানা নোমানি সাহেবকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি। এরপর মাওলানা সাঈদ সাহেবের উপর আসা অভিযোগসমূহের জবাব। যেটি মাযহারুল উলুমের মোহতামিম হজরত মাওলানা সালহান সাহেবের নেতৃত্বে হয়েছে পরিশেষে আছে আমাদের পর্যালোচনা এবং প্রসঙ্গিক আরো কয়েকটি বিষয়। চলুন দেখা যাক বিষয়গুলোর বিস্তারিত।

দারুল উলুম দেওবন্দের জরুরি ঘোষণা

জনাব মাওলানা সা'দ সাহেব কান্দলভীর কিছু গলদ চিন্তাধারার মজবুত ঘোণা বঙ্গানাতের সম্পর্কে দেশ ও বিদেশের থেকে আসা চিঠিপত্রের পর্যালোচনা শেষে দারুল উলুম দেওবন্দের আসাতেজা ও মুফতিয়ানে কেরামের যৌথ স্বাক্ষরিত একটি সিদ্ধান্ত পাশ করা হয়।

কিন্তু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগে সংবাদ আসে যে, মাওলানা সা'দ সাহেবের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল দেওবন্দ আসতে চান প্রতিনিধি দলটি আসেন উনারা মাওলানা সা'দ সাহেবের প্রেরিত কুশল বিনিময় করেন। উনি কৃষ্ণ করতে তৈরি আছেন। সুতরাং যৌথ স্বাক্ষরিত সিদ্ধান্তের কপি প্রতিনিধি দলের মধ্যস্থতায় মাওলানা সা'দকে অর্পণ করা হয়। তারপর পুনরায় তার প্রতিউত্তর গৃহিত হয়

কিন্তু সামগ্রিকভাবে উনার অনুমিতিতে দারুল উলুম দেওবন্দ আশঙ্ক হতে পারেনি যার প্রারম্ভে চিঠির মাধ্যমে মাওলানা সা'দকে অবহিত করা হয় দারুল উলুম দেওবন্দ আকাবেরদের প্রতিষ্ঠিত এই দাওয়াত ও তাবলিসের কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এতে গলদ ও অজ্ঞীর সংমিশ্রণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে আকাবেরদের রক্ষণশীলতার লক্ষ্যে ও জামাতের ভূমিকাকে সমুন্নত রাখতে ও এর প্রত্যাশায়গত টিকিয়ে রাখতে দেওবন্দের অর্থদ্বান মাদবসা, ওলামা ও সুশীল সমাজের সকল স্তরে জানিয়ে দেওয়াতে জরুরি মনে করছে আব্বাহ পাক এই পবিত্র জামাতের হেফাজত করুন হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমিন।

এরপর তিনটি স্বাক্ষর রয়েছে।



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ

ضروری وضاحت

جناب مولانا محمد سعید صاحب کامرہلوی کے بعض شاگرد نظریات و افکار اور کاپی اشکال بیانات کے سلسلے میں ملک و دیران ملک سے "مدح و ملامت و ہدایات کے پیش نظر" دارالعلوم دیوبند کے اکابر و اساتذہ کرام اور مجدد و مفتیان کرام کے استحکام کے ساتھ ایک متفقہ موقف قائم کیا گیا ہے۔ لیکن اس تحریر کے اعتراض سے قبل یہ اطلاع دینی کہ مولانا محمد سعید صاحب کی طرف سے جب وہ گفتگو کے لیے "دارالعلوم" آنا چاہتے تھے، چنانچہ وفد آیا اور اس نے مولانا محمد سعید صاحب کا یہ بیجا بیجا کہہ کر جو اس کے لیے تیار ہیں، چنانچہ متفقہ موقف کی کاپی دلا کر کے خیرہ مولانا محمد سعید صاحب کی خدمت میں ارسال کر دی گئی، مگر ان کی طرف سے اس کا جواب بھی موصول ہوا لیکن مجموعی طور پر "دارالعلوم دیوبند" ان کی تحریر سے مطمئن نہیں ہوا جس کی مرستہ کچھ تفصیل مولانا محمد سعید صاحب کے پاس خط کے ذریعہ ارسال کر دی گئی ہے۔

دارالعلوم دیوبند اس کا برقی قائم کردہ جو امت تبلیغ کے صدارت کام کو غلط نظریات اور افکار کی آمیزش سے بچانے اور اذکار کے مسلک و مذهب پر قائم رکھنے و ترویج کی تاکید، اور علمائے حق کے درمیان افسوس کے ساتھ کو باقی رکھنے کے لیے ہر اختلاف و متفقہ اہل مدارس، اہل علم اور امت کے حبیہ و حضرت کی خدمت میں ارسال کرنا ایک دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک جماعت کی ہر مرض و خلافت فرمائے اور ہم سب کو مسلمان و ملامت و ملامت پر قائم رہنے کی توفیق بخشنے آمین۔

۱۳۸۵

سربراہ الرحمن الرحیم

۱۳۸۵

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম চিঠি

বিসমিক্বাহির রাহমানির রাহিম

আলহামদুলিল্লাহ... .. আজম্বাটন। আশ্বা বস

এই মুহূর্তে বিশ্বের হাজারি ওলামা ও আশায়েবের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত
চাওয়া হচ্ছে, জনাব মাওলানা সা'দ সাহেব কাছলকীর চিন্তাধারাকে কেন্দ্র
করে দারুল উলুম দেওবন্দের সঠিক অবস্থানটি কি? সম্প্রতি বাংলাদেশ
থেকে একটি নির্ভরযোগ্য ওলামামল ও প্রতিবেদনী দেশ থেকেও চিঠিপ্র
ণীয়েছে, নিম্ন দেশের থেকেও বিভিন্ন কতোদ্বার অনুলিপি দারুল ইকতার
জমা পড়েছে

আমরা জামাতের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে
অনুরোধ জানাই, বিপত্ত কয়েক বছর বাক মাওলানা সা'দকে কেন্দ্র করে
বিভিন্ন কতোদ্বা জানতে চাওয়া হচ্ছে। অনুসন্ধান লেবে প্রতীকমান হয়েছে,
তায় বয়ানে কোরআন হাদিসের তুল ব্যাখ্যা হচ্ছে। তুল গ্রামাণা, মনসড়া
বিশ্লেষণ, নবীন্দ্র মর্যাদাহীনী সংঘটিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে অতীত
মনীষদের মতাদর্শের বাইরে চলে গেছেন।

কিছু ফেকাহগত সমাধানে গ্রহণযোগ্য কিকাহ পবেবাকেন্দ্রের ঐকমত্যের
বিশরীত মত প্রকাশে জন সম্মুখে চরমপন্থা অবলম্বন করছেন। তাবলিগের
চলত্বরোগে সীমিতকৃত করার ধর্মীয় অন্য সংগঠনের অবদল্যায়ন করা
হচ্ছে। তাবলিগের বাকসমীল নিয়মের উলঙ্ঘন করা হচ্ছে। প্রতীকদের
অবল্যায়ন আচরণে জামাতের গুণ লেভকুল হজরত মাওলানা ইলিয়াছ রহ.,
হজরত ইউসুফ সাহেব রহ., হজরত এনামুল হাসান রহ.-দের পরিপন্থী।

মাওলানা সা'দের বিপক্ষে অভিযোগের সংগৃহিত আলামতে (কাটিং
পেনার) যা প্রমাণিত হয়েছে নিচে দেয়া হলো—

হজরত মুসা আ জাতি এবং দল ছেড়ে আত্মাহর এবাদতে নিমগ্ন ও
নির্জনতা গ্রহণ করার বনি ইসরায়েলের পৌর লক ৮৮ হাজারের জনগোষ্ঠি
ধর্মভাণ করেন। সূত্রপাতের কারণ হজরত মুসা আ। তিনি দায়িত্বশীল
ছিলেন। কর্তা হিসেবে উপস্থিতি আবশ্যকীয় ছিল। হাকুন আ. সহযোগী
অংশীদার ছিলেন।

আদ্রাহর স্বাস্থ্য আনাগোনা তওবার পরিপূর্ণতার জন্য অপরিহার্য যোগ্য করেছেন। তওবার 'তনটে' শর্ত মানুষ জানে। তথ্য ৪র্থ শর্ত জানেই না সেটা কী? কেবল হওয়া। ১৯ টি হজ্জকাতের পর বাহেবের শরণাপন্ন হলে তাকে নিরাশ করা হয়েছিল। আলেমের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য তাকে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বলা হয়। আমলে আদ্রাহ তার তওব কবুল হয়েছে এতে প্রতিশ্রুতি হয় তওবার জন্য খুফজ (বাসস্থান ত্যাগ) অপরিহার্য। এটি ছাড়া তওবা পরিপূর্ণ হয় না। লোকেরা তিনটি শর্ত মনে রেখেছে ৪র্থটি ভুলে গেছে।

হেলায়েত মিলার জরগা শুধুমাত্র মসজিদই। বীনের সেসব শোব' যেখানে শুধু বীন পড়ানো হয় যদি সেসবের সম্পর্ক মসজিদের সাথে না হয় তাহলেও বোনাগ কসর তা বীন হবে না। হ্যাঁ। বীনের ডালিম হবে যায়। কিন্তু তাতে বীন হবে না। (এখানে মসজিদে যাওয়া বলতে তিনি শুধু নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া বুঝাননি কেননা এটি তিনি মসজিদের আহ্বিত ও বীনের কথা মসজিদে গিয়েই বলতে হবে বুঝিয়েছেন) এসবের বৃদ্ধি অভিপ্রেতে চেকর্ড আছে। তার চিন্তাধারা এমন হয়েছে যে, বীনের কথা মসজিদের বাইরে গিয়ে বলা বৈধ নয়।

পারিশ্রমিক নিয়ে বীনের কেন্দ্রীভূত করা বীনকে বিভিন্ন সমার্থক, তালিম দিয়ে পারিশ্রমিক আদায়কারীদের আলোই জেনাকারীরা জন্মতে পারে।

আমার নিকটে ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল পকেটে রেখে নামাজ হবে না। হোমরা সত চাপ মুসজিদের থেকে সন্তোষানন্দ নাও। এমন মোবাইলে কোরআন তেলোয়াত শোনা ও পড়া কোরআনের অশ্রদ্ধা করা হয়। তাকে শুধাই মিলবে কেমন সওয়াব পাবে না। এসবের কারণে আদ্রাহ পাক কোরআনের উপর আমলের ভৌতিক কেন্দ্রে বেন। যেসব মুকর্তিসগ এসবের জায়গার কতোটা লিখেছেন তারা 'ওলামারে হু' (বদকর আলেম)। তাদের দীল ও দেমাগ ইহাদি নাসারা দ্বারা প্রভাবিত। তারা বিলকুল জাহেল। বোনার কসম! আমার দৃষ্টিতে তাদের জ্ঞান আদ্রাহ পাকের কল্যাণের আক্রমণ থেকে খালি। এ কথা আমি এজন্য বলছি যে, আমাকে এক বড় আদেশ জিজ্ঞেস করেছে, এতে সমস্যা কী? আমি বুঝলাম যে, আসলে তার দীল আদ্রাহর আক্রমণ থেকে খালি যদিও চাই তার বোখারি শরিফ মুখ শুদ্ধ। কেননা বোখারি অমুসলিমেরও মুখ হতে পারে।

প্রত্যেক মুসলমানের কোরআন শরীফ বুকে পড়ার ওয়াজিব, ওয়াজিব, ওয়াজিব। যে এই ওয়াজিব তরফ করবে তার তরফে ওয়াজিবের জন্য হবে। "আমার অবাক লোক, আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার এসলাহি তাআলুক কার সাথে? এ কথা কেন বল দয় না, আমার এসলাহি সম্পর্ক এই কাদের সাথে। আমার এসলাহি তাআলুক দাওয়ারাতের সাথে। এ কবীর একিফ করো, আনালে দাওয়ারাত তরফিওর জন্য যথেষ্ট না এবং জামিন। আমি অনেক পঠীরতাব চেবোছি, কার কখনেও হোলামের পা শিফলিতে পড়ার আসল কারণ হলো, আমার তো চিন্তা হয়-এখানে (মার্কাজে) বসেই যারা এগেন ৬ নম্বর পুরা ছিন না। সে বিক্রমতা নিজেই সে টক বললে ব্যবস করতে পারবেন না। আমার বড় অবাক লোপেছে। আমাদেরই এক মাথি আমার কাছে এসে বলেন, আমরা এক মাসের ছুটি দরকার। আমরা আবুক শাহেদের বেদমতে এতেকারের জন্য যেতে হবে। আমি বলেছি, এখন পর্যন্ত তোমরা দাওয়ারাত ও এবাদতকে এক মতে করলে না। তোমরা তো তাবলিগে কমপক্ষে ৪০ বছর হয়ে গেছে। ৪০ বছর তাবলিগে চলার পর একজন এটিও বলতে পারে আমার এক মাসের ছুটি দরকার। কেননা এক মাসের এতেকাকে যেতে চাই। আমি বলেছি, যে ক্ষতি দাওয়ারাত থেকে ছুটি চাচ্ছে এবাদতের জন্য, সে দাওয়ারাত ছাড়া এবাদতে কিতাবে তরফি হবে। আমি ছাক ছাক বলেছি, আমরা শুধু বীন শেখার তলকিল করছি না। কেননা বীন শেখার আরো অনেক ব্যক্তি আছে। বাস। তাবলিগে বের হওয়াই কেস জরুরি হবে? বীনই তো শেখা উদ্দেশ্য। মাদরাসার শিখে নাও, বানকর শিখে নাও।"

এসব ব্যানের কিছু অংশ দ্বারা বুঝা যায়, মাদানীরা সানদের কাছে দাওয়ারাতের প্রশস্ত অর্থকে তিনি তাবলিগ জামাতের হওজুলা নিয়ন্ত্রণে কাছেই নীমাও করেছেন। শুধু এটিকেই তিনি আখিরা ও সাহাবাদের মেহনতের তরিকা মনে করেন। এ বিশেষ নিয়মে কারাকেই সুন্নত ও হক্কাত আখিরাদের মেহনত দেখা করেন। অথচ সমস্তর উদ্দেশ্যের মতামত হলো, দাওয়ারাতে তাবলিগ একটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। যার দ্বাশারে পরিমণ্ডে কেনে বাহ হকুম নির্দিষ্ট করেন যেটি ছেড়ে দেওয়ারতে সুন্নতের

ওৎকর্ষণী বিবেচিত হবে। বিভিন্ন স্থলে সপ্তরাত ও তারালিঙ্গের শেকল তির্য ছিল। কোনো মুখেই দাওহাতের কল্লের থেকে অক্ষপহীনতা প্রকাশ পায়নি। সাধারণতঃ নয় ভাবেইন, ভাবে ভাবেইন অথবায়ে মুক্ততাইলিন, কুতাহ, মুহাম্মদীন, মালারো ও আউলিয়া এবং নিকটবর্তী সময়ে আমাদের আকাবেরণ বিশ্বব্যাপী ধীনকে জিন্দা করার মুখতলেক তরিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আমরা সঠিকভাবে কিছু অমর কবলায় নতুন এছাড়াও অনেক এমন কথা আছে যা জব্বর ওলামাদের থেকে সত্তে দিবে একটি নতুন মতবাদের উদ্ভাবন করছেন। এসব কথা ক্রটিপূর্ণ হওয়া প্রমানিত হবে সেহে। এখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এর আগেও নেওবন্দের পক্ষ থেকে কয়েকবার চিঠি যাবত ও বেওবন্দের অবলিগি জনসম্মুখ বাংলাওয়ালী মসজিদের প্রতিষ্ঠা দলের সারনে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু চিঠির এখন পর্যন্ত কোনো জবাব মেলেনি।

তারালিঙ্গ জামাত একটি বিশেষ ধীন জামাত। যেটি আমলী ও মাসলাকি দিক দিবে জব্বর উম্মত ও আকাবেরদের থেকে হটে গেলে সঠিক পথে থাকতে পারবে না। অধিকারদের শব্দে বেআমদী, এও চিত্তাবারা, তর্কিম্বির জর, হাদিসের মনসুখ ব্যাখ্যার ওলামায়ে হক কখনো একমত হতে পারেন না। এবং নিষব থাকতে পারেন না, কেননা এ ধরনের চিত্তাবারা পরবর্তীতে পুরো জামাতকে হকের রাস্তা থেকে মুখ ফিরায়ে দেয়। যেমন পূর্বেও কিছু এসলতি এ ধীন জামাদের সাথে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

এ কারণে আমরা পেশকৃত এসবের আলোকে মুসলিম উম্মাহকে বিশেষভাবে অবলিগের আর সাক্ষিদেকে সতর্ক করানো ধীন দায়িত্ব মনে করছি। যে, মাওলানা মোস্তফা সাঈদ সবেব এসমের বক্তৃতার কামলে তার চিত্তা চেতনার কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যার ভয়ঙ্কর আহলে সুন্নত ওলামা জামাতের থেকে হটে যাচ্ছে। যা নিঃসন্দেহে সোমরহীম রাস্তা। সে কারণে এসব ব্যাপারে চুপ থাকা যায় না। কেননা এসব চেতনা যদিও এক হারতের হতে পারে কিন্তু এটি খুব দ্রুত জনসাধারণের ভিতরে ছড়িয়ে পড়বে।

তারালিঙ্গের বয়দালে প্রত্যাব্রায়েন এমন অধ্যয়ন পদ্ধতির অনুসারি মুসলিম জামাদারদেরকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, যে আকাবেরদের প্রতিষ্ঠিত জমহুর ও বিপত্ত আকাবেরদের মাসলাক ও তর্কিম্বির উপর অটল

আকর চোঁকা করা চাই। মৌলভী স'ম সাহেবের যেসব গল্প চিত্রা চেষ্টা আওগাধদের দ্বারা হুঁড়িয়ে পড়েছে তা সংশোধনের চেষ্টা করুন যদি প্রকৃত পক্ষেণ না নেওয়া হয় তাহলে খসড়া আছে ভাবলিদের সাথে সম্পৃক্ত একটি বড় অংশ মোমতাহীর শিকার হয়ে সম্বল দলে পরিণত হবে।

আমরা সকলেই দোয়া করছি, যেন আগ্রাহ পাক এই জামাতেও হেফাজত করেন আকাবেরদের অনুসরণে এখলাসের সাথে ভাবলি জামাতকে চির আবদার রাখেন। সর্বদা জামানুমান রাখেন। আমিন। হুজ্বা আমিন।

বি.প্র. পূর্বে ভাবলি জামাতে সম্পৃক্ত ব্যক্তির থেকে একরাশের একটি হারানি। সে সময়ের কলমকারে বীন গোমন ফারকত লাইকুল ইসলাম গ্রন্থের জামেয়েকে সওক করেছেন। তারা সওক হয়েছেন। এখন বয়ং জামাদার সাহেবই এ ফারকের কথা বহা এত চেয়ে আসল বড়ো লেজেন বা স্পষ্ট তাকে মনোবল আকর্ষণ করানো হয়েছে। কিন্তু তিনি মনোযোগ দিয়েছেন না। বার কালে এই মোমতাহী থেকে বাচানোর জন্য এই "ফতোয়া"র সভায়ন করা হলো

শাকিরসমূহ

১. মুফতি হাবিবুর রহমান হাকিমাবাদি। মুফতিয়ে আকর দারুল উলুম দেওবন্দ।
২. হাকিমাবাদি আবুল কাশেম বেহানি মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ।
৩. মুফতি শাকিল আহমদ পালনপুরী দারুল মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ।
৪. হাকিমাবাদি আবুল হালেক শাহুলী শহরবে মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ।
৫. হাকিমাবাদি আবুল হালেক হামদারী। শহরবে মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ।
৬. হাকিমাবাদি মোহাম্মদ মিজান আলমি সিদ্দিক মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ।
৭. হাকিমাবাদি হাবিবুর রহমান আলমি সিদ্দিক মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ।
৮. মুফতি ওয়েল ইসলাম। দারুল ইফতা দারুল উলুম দেওবন্দ।
৯. মুফতি আসাদুল্লাহ দারুল ইফতা দারুল উলুম দেওবন্দ।
১০. মুফতি মোহাম্মদ সিদ্দিকুলী। দারুল ইফতা। দারুল উলুম দেওবন্দ।
১১. সাইয়্যিদ করী উসমান
১২. মুফতি ওফার
১৩. মুফতি মুসাব্বিহ।
১৪. মুফতি হাছিমুল হাসান কুল্লি শহরি।



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom Deoband UP India

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین

وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین

وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین

وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین

وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین
وآلہٖ الطیبین
وآلہٖ الطاہرین

দারুল উলূমের চিঠি

বিসমিলিহি তা'আলা

মাওলানা সা'দ সাহেবের বিস্তারিত বক্তব্য ও

তার জবাবে দারুল উলূমের চিঠি

দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বসম্মত অবস্থানের জবাবে মাওলানা সা'দ সাহেব যে বিস্তারিত চিঠি দিয়েছেন তার উপর অনাস্থা জানিয়ে দারুল উলূম সর্বসম্মত অবস্থান প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেই এবং চিঠির মাধ্যমে মাওলানা সা'দ সাহেবকে বিষয়টি জানানো হয়। বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও চিঠি প্রচার করা সমীচীন মনে হচ্ছিল না। কিন্তু নিজামুদ্দীনের কিছু জিম্মাদার ভূমিকাসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি প্রকাশ করলে ঐ চিঠিটি প্রকাশ করা জরুরি হয়ে যায়। যার মধ্যে দারুল উলূম শীহ অনাস্থার পৃষ্ঠে কিছুটা ব্যাখ্যাও প্রদান করে। যাতে দারুল উলূমের অনাস্থার ভিত্তি বী এবং মাওলানা সা'দ সাহেবের রাক্কুত ধরণ কী ছিল? তা মানুষ জানতে পারে

নিচে মাওলানা সা'দ সাহেবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও দারুল উলূমের চিঠি দেওয়া হলো যদি প্রয়োজন হয় তবে পরে বিস্তারিত দেয়া হবে

ওয়ালসালাম

শাকর

মাওলানা আবুল কাসেম নোহানী

বোহতাশিম, দারুল উলূম দেওবন্দ

৮-৩-১৪৩৮হিজরি

دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ

۰۸/۱۲/۲۰۱۶

بسمہ تعالیٰ

مولانا محمد سعد صاحب کا ردِ معلوی کی وضاحتی تحریر اور دارالعلوم کا جوابی خط

مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے دارالعلوم دیوبند کے متعلق موقوف کے جواب میں جو وضاحتی تحریر موصول ہوئی تھی دارالعلوم دیوبند نے اس پر مدعا میں بیان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ موقوف جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کی اطلاع مولانا محمد سعد صاحب کو بھی بذریعہ خط کر دی گئی تھی۔ وضاحتی تحریر اور خط کی اشاعت مناسب نہیں سمجھی لیکن اب جب کہ نظام الدین کے بعض ذمہ داروں کی طرف سے ایک تہیہ کے ساتھ وضاحتی تحریر عام کر دی گئی تو اس خط کی اشاعت بھی ضروری ہو گئی جس میں دارالعلوم نے اپنی بے اطمینانی کی مراد سے کچھ تفصیل اور حق کی حق ماکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ دارالعلوم کی بے اطمینانی کی بنیاد کیا تھی اور مولانا محمد سعد صاحب کی کیا حیثیت تھی؟

ذیل میں مولانا محمد سعد صاحب کی وضاحتی تحریر اور دارالعلوم کا خط شائع کیا جا رہا ہے تاکہ ضرورت محسوس ہوئی تو مزید تفصیل بعد میں شائع کی جائے گی۔

والسلام
محمد امجد علی

ابو القاسم نعمانی غفرلہ
مستقیم دارالعلوم دیوبند

۱۳۳۸ھ/۲۰۱۸ء

হযরত মাওলানা সাদি সাহেবের

প্রথম কল্পনায়া

বিশাখা হি সুবহানাহ ওয়া তা আলা

শ্রদ্ধের মাওলানা মুকতি আকুল জামের সাহেব ও অন্যের হযরতে আকাবেরে উল্লেখ্যে কবায়।

হাসিনায়া মুকতি কবায় ওয়া হযরত সাহেব :।

আল্লাহের মূল্যবান লোকের পেছনে যত্ন সহকারে আল্লাহর চিত্তাকর্ষক নিয়ত অধর্মেরি কিছু ব্যতীত অংশে কোরআন ও হাদিসের কুল ব্যবহার কিস্তি বা অগ্রাধিকারহেদা না এমন কিছু হলেও বা মেরুপার্শ্বীয় হলেও কোরআন কবায় বা আধিকার কোরআন আলমের খেলাক কিছু হলেও বা মুকতিবাহনে কোরআনের ঐকমত কতোবার বিপরীতে নিজে কোরআন কবায় নিজে খালাস বা প্রসন্ন ওলামার কোরআনের পথ থেকে বিচ্যুত হতে থাকলে যে কামের বিতর্ক সূত্র আল্লাহের কাছে ফায়দা নকলান্ন হযরত কাম উল্লেখ কত হযরত।

১ এ ব্যাপারে সবার জামে খিলা কবায় হযরত পরিচার তাবার অধর্মের অবস্থান খোলা কবায় জর্জরি হয়ে কবায় অধর্ম আল্লাহ-মুন্সিফাই। সব আকাবের ও ওলামার মেওবায় ও সাজবায়-পূর্বের হাদিসাবায়ের যে অবস্থান ও জর্জরি জামাদের আকাবের হযরত মাওলানা ইউনুস কবায় ওয়া ও কবায় হাদিস ওয়া ওয়া যে হাদিসিক ছিল ওয়া উপরই কবায়। এক কবায় ওয়া থেকে বিচ্যুত হওয়াও নকল কাম বা

এ বিষয়ে আল্লাহের মূল্যবান লোকের পেছনে আমার পুরনো কামাদের অধর্ম কবায় ওয়া হযরত পরিচার তাবার তা থেকে কবায় আল্লাহ আদ্যাহ থাকের কাছে কবায় ও অনুকল্পায় প্রত্যক্ষ কবায় আল্লাহের কাছে হাদিসের ও আল্লাহের দীর্ঘ দীর্ঘ এই ছিল যে কুল কবায় পড়লে সাহে সাহে হলে মিলে। কুল থেকে কোরআন আল্লাহের আল্লাহ ওয়া আল্লাহ থাক সবাইকে মুকতিবাহনে পলায় অনুসরণ কবায় তৌকিক সের। পলায়ন ও ওয়া থেকে হযরত কবায়।

২ খতীয় এই কবায় আল্লাহ কবায় জর্জরি হয়ে কবায়, হযরত কুল হাদিস সাহে আল্লাহের এই সাওত-ওলাম হযরতের সম্পর্ক ওয়া বা আল্লাহ না কবায় কিছুটা বিরোধিতায় হাদিসিকতাও আল্লাহ উ-হাদেও সবাইকে ওয়া এই

যাকে যে, হাস্যাসার ওলায়া হস্তরতনের থেকে ও মাওরাত ও ভার্মিলেশার
আইবাবলেরে মাঝে কিতাবে দৃশ্য ও প্রবন্ধ- সৃষ্টি করা যায়? এবং ওদের
কুল হাতিকে কাজে লাগিয়ে উজ্জ্বল হয়ে এক কলকাল ও এনভেশ্যার
ভিত্তি করে দেয়া যায়? পরস্পরে কিসের সংঘর্ষ ঘটিয়ে দেয়া যায়?

এ ব্যাপারে অধ্যযেও চিত্রাচারিত নীতি হলো, ফেডের ও বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে
বাঁচার জন্য কয়েক বছর ধরে আকস্মিক বুদ্ধিমত্তার ও আকাঙ্ক্ষার ও জয়ন্তের
ওলায়াসের মর্যাদা অনুভবের এক মাঝারিস ও মারমারের মালেকানা বেশি
খেলি করে থাকি। একদলিক সব বিষয়ে উদ্যোগের সাথে মতামত নিয়ে চলা ও
সব বিষয়ে ওলায়াসের সাথে ব্যবহৃত (সম্পর্ক) রাখার জন্য বহুনাতির
ভিত্তি অসম্ভাব্য জোর দিয়ে থাকি। যাতে বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো মতকা
করো যাতে না আসে। আমার এ ধরনের বদলত লৈনিকই হাকাতের
হাকাতো সাধনের জয়তে বওহান তরার সময় করা হয়। যার বদল মনে
চায়, এই সম্ভাবনায় ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখতে পড়েন

সেনী-বিলেনী জায়াতের উদ্দেশ্যে বহু বহু ইজতেহার বেগানে লক্ষ্যবিত্ত
শ্রোতা থাকেন দেখেনও এই এইতমায় করে থাকি। পত রাইকেডের
ইজতেমায় অনেক শ্রমসমীক্ষার লক্ষ লক্ষ জনসামাজ্যে এই অধ্যয়
এলম্ব ষ্টিল ও জামেদের দিকে বুদ্ধিওজাহ করোজিল। হস্তরত মাওলা
সলিমউল্লাহ জন সহস্রের তত্ত্বাবধানে তারই জামেরা কর্মকর্তায় প্রতি
হাসের হাসিনী পরিকা 'মাহনামা আল কাকক' জিলহুজ সখ্যার আলটি
২০১৫ ইংরেজি পরিচিতি ও তাহার প্রকাশিত হয়। তাতে ঐ বক্তৃতি
জনসামাজ্যকে কলঙমালী থেকে বাচাণের জন্য খুব চড়াই সহকারে
ভেপাচন। এটি উমি নিজের ও হাস্যাসার লক্ষ থেকে একটি ওলকপূর্ণ
মার্কিত্ব আভাষ দিয়েছেন। অথচ অধ্যযের এই কলানটি কতি হিসেবে
হাস্যাসার তত্ত উপযুক্ত ছিল না। অথচ উমি ঐ বক্তৃতাওলোর দিকরে বিশেষ
বিশেষ কিছু অংশ লক্ষ হাইল-ইট করে ভেপেছেন

যেমন ধর্ম, এলম্ব ও ওলায়া এই পুনিয়ার আশ্রায় পড়ের সময়ে বহু
সেহামত ওলায়াসের জেহামত এলাকতের অলকৃত। ওলায়াসে কেহোমের
মজলিশ 'জেক কলম উঠায়ে'। জীবনধর্ম কলম কলম উঠায়ে 'জেক কিলম
করে চলে। আমার মাওরাতের হাকসাম জেহামতকে বওম করা, এলম্ব
হাসের করার তরার পক্ষ করা। উনের কোনো সেবার প্রবীকর হস্তরত
জেহামত স এল অলকামতের প্রবীকর উঠায়ে বিষয় হাইলাইট করেছেন

দুই বছর আগে আবদুল আজিজের ভারতের সীতাপুরের আলগা ইজতেমাদ এবং এই মাসেই কৃশালের ইজতেমার অর্থ্য এসব নাকুও বিক্রেয়ী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। কৃশালের গত সম্মেলনের ইজতেমাদ অর্থ্যের ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা অংশ চিড়িয়ার সব সিস্টেম—হোটেলস্‌জাল, কেসনুক ইউটিউব ইত্যাদি খুব তৎপরতার সাথে করেছে। বার তিনেও উল্লেখ আছে কলামারের মজলিস ও মসজিদে কোরআনী তারানিরের হালকা উন্নতির জন্য শক্ত চেষ্টা করা এসব মজলিসকে কৃশ মনে করা হয় তাহলে বড় কেতনা ও কর্মজনের কারণ হতে হবে।

উপস্থিত মনে থাকে চাই, আমরা (তারলিগওহালাগা) কোনো আল্লাহ মনে নই। আমাদের আল্লাহ কোনো মাজদার বা তরিকা নেই। আমরা আমলে সুন্নত এরাল জামাত। আমাদের দবার চলার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠিত গাভা হলো, ঈদ ও দুনিয়া যে বিষয়ই হোক, এলেম হাসেন করার ব্যাপারেই হোক, আমাদের সব মান্দারাই আমাদের সর্কক। যেভাবেই আদ্বাহ পাক আমাদের এই দেশে (করতে) বিশেষ করে ইউপি (উত্তর এলেম) কে মর্কজ হিসেবে কবুল করেছেন। ওলামারে দেওবন্দের যেই মসলাক এটিই আমাদের (চলার) মসলাক। তারলিগওহালাগাদের আল্লাহ কোনো মজদার থাকে শক্ত গোমরাহী ও কেতনার কারণ হবে। এ কথা লীন থেকে বের করে দেয়া চাই। আমাদের জন্য এসব (ঈদ—এলমি) মার্কাভ হাফা অন্য কোথাও কিছু সজ্ঞানের বিদ্যমান সুযোগ নেই।

আবদুল (মকলানা সান সাহেব)

কৃশালের ইজতেমা শেষ হওয়ার আগেই কৃশালের জিহাদার সর্খদের সাথে আমেরিকা, কানাডা, কুটেন ও ইউরোপের ওলামাখকেবায় ও সর্খ-আইবাবের অর্থ্যের এই বয়ানকে শাপকত জানিয়েছেন। যা কৃশালের সর্খের পরে আমাৎ সাথে আলোচনা করেছেন।

উপঃপ্রতিষ্ঠিত এসব কথা এবং পুরো বয়ান বিশ্ব মিডিয়ায় ছড়ান ছড়ান এল আকাবে বা পরিবর্তনযোগ্য ন। বরং আমার নিজের (সর্ককলামহ) একজন বয়ানাত যা শব্দ শেষে সংরক্ষিত হয়েছে। আতর্ষ ধরনের সব প্রকার মাধ্যমে এক একটি কথা টেক থেকে শামাৎ আপসেই হুৎত সারা দুনিয়ার পৌঁছেছে গোটা বিশ্বে বর্তমানের (টেকস কখরা) বয়ানার্জি ধরপাটীততারে ছড়িয়ে পড়েছে।

এসব (নতুন) বয়ানকে প্রতিরে চলে সর্জীত বয়ানসমূহের একটি বিভূতি (বুৎ ধরা), মৌখিক অসাধারণতা, বয়ান চলাকালে সব ধরনের হেঁকমতে

অনুপস্থিতি, ব্রাহ্ম একাংশে বা ত্রুটি হয়েছে সে ব্যাপারে আপনাদের মতো বড় বড় বিশ্ব সমর্থিত এলমি ও ধীনি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে আমার মতো অধমের প্রতি এবং সাধারণ সাধিদের প্রতি আমাদের অবস্থান ও পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে যে বঙ্গ-ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আর এই দাওয়াত ও তবলিগওয়াল্লা মোবারক আমলের ও এসবের মার্কাজের পক্ষে সহযোগিতাহীনতা মনে করা যাচ্ছে। কাজেই আল্লাহর কাছেই সব অভিযোগ ও উনার দিকেই সাহায্য প্রার্থনা।

বিঃদ্রঃ আমাদের এখানে (মার্কাজ নিজামুদ্দিনে) লেটার প্যাড ও সীল মোহর ব্যবহারের নিয়ম নেই! এরপরও অধমের বয়ানের হেস্ত অংশে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে অধমের জ্ঞানের স্বল্পতা স্বীকারোক্তির পাশাপাশি যেসব গ্রন্থাবলীর উৎস থেকে বিতর্কিত কথাগুলো নেয়া হয়েছে সেগুলো আগামীতে পাঠানোর চেষ্টা করা হবে।

বান্দা মোহাম্মদ সাঈদ
বাংলাওয়ালী মসজিদ, নিজামুদ্দিন, দিল্লী।

۲

ان کو علم بھلاؤ ہیں۔ اس سے رجوع فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سے۔
 کتاب سرگودا کے لغوی قدم پر سب سے کی تو جس خطا فرمائی اور
 کتاب میں و لغویوں سے خطا طبع فرمائی۔
 (۲) اس سلسلے میں ماسا جملہات عرض کرنا بھی ضروری سمجھا
 ہیں کہ دعویٰ عرض میں جس حضرات کو ہمارے دعویٰ والے ملک
 محل سے صاحب نہیں ہے یا دارالخلافہ محالہ کا مراح ہے
 اور کی تمام سرگودھا میں رہتی ہے کہ مرادوں کے علماء حضرات
 اور دعویٰ و تبلیغ کے حدام کے درمیان صاحب و بعد بنائیا
 جائے اور اس کی غلطی اور چوک سے مائید تھا کہ امت میں
 حاضر و غائب اور پیدا کیا جائے اور ایک دوسرے سے بظور
 کیا جائے اس لئے آخر کا معمول اس طرح کے مضمون
 اور کتابوں کے مضاف سے بھر کر کئی سال سے یہ ہے کہ اب
 اسلوب و اس کا سر اور جس علماء و امت اور اس کے موقوفہ و مسکن
 اور موقوفہ علماء کا ذکر نہ کرنا اور اس کی طرف کام اور اس
 رجوع اور اس کے تمام مسائل میں علماء سے رابطہ رکھ کر لے اپنے
 طرائق میں غیر معمولی اہتمام کرنا ہیں یا نہ کرنا ہیں کا کوئی
 موقع کسی نے ہاتھ نہ دیا ہے اس طرح کے مسائل
 بعد از مرگ ہیں حاکم کے کتب خانوں اور ادارہ کو روانہ کر کے
 وقت و بعد اس سے نہیں جس کا جی چاہے جب چاہے
 ملک اور سرور ملک مشائخ و علماء میں جہاں تک
 لا بھول سے محاورہ ہوا ہے وہاں بھی پہلے کرنا ہیں۔ سارے
 کہ مستند رہائے و مشائخ و علماء میں روشنی فرمائی ہے۔

۳۰

۱/۹۰

احقر نے عوام کے لئے انھوں نے کچھ کو علم دیں اور علماء دیں کہ
 طرف متوجہ کیا جس طرح مولانا سلیم اللہ شاہ کی کتاب پر لکھا ہے۔
 ان کی جامعہ فاروقیہ سے بظاہر لے کر علماء اللہ علیہ السلام
 دینا۔ شہرہ مطافہ لکھنے کے لئے ۱۵ کے لئے ۱۵ میں۔
 جو چارہ پڑھوں میں شائع ہوا ہے اس میں ان کو عوام الناس۔
 کو ہدایت کے لئے ہے جس کے لئے اس نظام سے شائع کرنا چاہیے اور۔
 اس میں کی مقررہ دینی کتبوں میں عوامی حالت اور
 ان کے مسائل ایسی دینی کتب سے کوئی غلطی نہ ہو
 ہیں یہ لیکن اس میں اس میں ان کے اہم اجراء سرخی
 عوام کے ساتھ مصلحت شائع ہوا ہے مثلاً علم اور علماء اس
 دینا ہیں ان کے دینی کتب سے شائع ہوا ہے مثلاً علم اور علماء اس
 علماء کے علماء کی محاسن ان کی صحبت سے اس کے لئے
 قدم قدم پر علماء ہیں علماء سے ہر جہت پر چلنا چاہیے
 محنت اور دعوت کا مقصد جماعت کو فہم کرنا اور حصول
 علم کا طلب پیدا کرنا دین کے لئے کسی شخص کا ارتکاب
 محض صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ارتکاب ہے وغیرہ وغیرہ
 دو سال قبل ہمارے ملک میں سبنا ہوا ہے عالمی اجتماع
 میں اس ماہ بھوبال کے عالمی اجتماع کے بیانات ہیں
 احقر نے ان تمام باتوں کا پورا خیال رکھا ہے۔
 بھوبال کے گورنمنٹ ہفت روزہ کے لئے ہیں ان کے

۵

۱۲۲۱ھ

عالم میں اسکی وجہ سے جو کسی وقت وہ اسکی
 ہی جارہی ہے پوری دنیا میں اسکی وجہ سے اسکی
 غیر معقولی اسکی وجہ سے اسکی وجہ سے اسکی
 کسی جو کہ اسکی وجہ سے اسکی وجہ سے اسکی
 حکمتوں اور مصحفوں کے احاطہ میں نہ رہی وجہ سے اسکی
 جمال میں جو کہ اسکی وجہ سے اسکی وجہ سے اسکی
 مرکز کے اہم دعوہ دار حضرات کو اسکی وجہ سے اسکی
 کے احاطہ میں جو کہ اسکی وجہ سے اسکی وجہ سے اسکی
 کا جو کہ اسکی وجہ سے اسکی وجہ سے اسکی
 اور دعوہ داروں کے احاطہ میں جو کہ اسکی وجہ سے اسکی
 سائنس علم و فنون کے احاطہ میں جو کہ اسکی وجہ سے اسکی

دوسرے سائنس دانوں کے احاطہ میں جو کہ اسکی وجہ سے اسکی
 کے احاطہ میں جو کہ اسکی وجہ سے اسکی وجہ سے اسکی
 ان کے احاطہ میں جو کہ اسکی وجہ سے اسکی وجہ سے اسکی
 کے احاطہ میں جو کہ اسکی وجہ سے اسکی وجہ سے اسکی

مفتی محمد رفیع

۱۲۲۱ھ

بجانب والی مسجد نظام الدین علی

مظاہر ۳۰ دسمبر ۱۲۲۱ھ

نور محمد

এর প্রেক্ষিতে দেওবন্দের চিঠি

জ্ঞানার শ্রাওলানী সানি সাহেব দা বা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বাৰাকাতুহ।

আশা করছি, আল্লাহর ফজলে ভালো আছেন আপনার চিঠি পড়ে আমরা খুশি হয়েছি। আমাদের সৌভাগ্যের দাবি এটিই যে, আল্লাহর পবিত্র ধীনের আহকামের মাধ্যমে বা সম্মানিত আযিয়া আ.-এর শানে কোনো ভুল হয়ে গেলে কাল বিলম্ব না করে তা থেকে রক্ষা করা ও এর হত্যার বিমোচনকার্যে একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা করা। আপনার চিঠির প্রথমার্শে বাধ্যতামূলক এমন হয়েছে যা সম্মানযোগ্য কিন্তু শেষ অংশে এর প্রস্তাব নেই।

কেননা আপনি চিঠির শেষে লিখেছেন, উপরোক্তবিধিত বিষয়গুলো আমার আলের বয়ানের কিছু ভুল বা অসাবধানতাবশত মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া অথবা বয়ানের সময় সমন্বয়সম্পর্কিত খেয়াল না করার কারণে হয়ে গেছে। আপনার মতো বিশুদ্ধচিত্ত হারেকাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আযার ও আমার সাহীদদের চিন্তাধারা, অবস্থান ও কর্মনীতি বিষয়ে যে কোনো প্রকারের বদতমানী হয়েছে তা হত্যাজনক এবং দাওয়াত ও তাবলিগের পবিত্র মেহনত ও তার মারকাজের ব্যাপারে অসহযোগিতা প্রকাশ পায়।

এ ব্যাপারে কলতে চাই, দারুল উলূমের অবস্থান আপনার পুরানো বয়ানের ব্যাপারেই না। বরং নিকট অতীতের কবানের ব্যাপারেও এ অবস্থান। আরো যদি বলি, কয়েকটি দৃষ্টান্ত বেশিরভাগই নিকট অতীতের বয়ান থেকে নেয়া। দ্বিতীয়ত আপনার বর্তমান বয়ানে মাদ্রাসা, ওলামা ও আহলুল্লাহদের সোহকতের ব্যাপারে উসোহ পণ্ডরা গেলেনও আন্তঃযোগকৃত বিষয় থেকে রক্ষা বা তা বক্তবের আলোচনা নেই।

তৃতীয়ত আপনার চিঠির শেষ অংশে স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে আপনার নিকট দারুল উলূমের এ কতোরা একটি বদতমানী এবং দাওয়াত ও তাবলিগের এ কাজ ও মারকাজের সাথে অসহযোগিতামূলক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। আপনার এ চিন্তা একেবারে অকূলক। কতোরাটি বদতমানীর ভিত্তিতে ছিল না। বরং শরিয়াতের নির্দেশ বর্ণনার লক্ষ্যে ছিল। আর আপনি অবশ্যই

জেনে থাকবেন যে, শরীরতের পরিভাষায় বসন্তমামী বলা যা কোনো আল-মত, নিদর্শনের ভিত্তিতে না হয়। কিন্তু যা আল-মত, নিদর্শনের ভিত্তিতে হয় তাকে বসন্তমামী বলা যায় না। তাহাড়া দাফল উলুমের ফতোয়া ও অবস্থান আপনার স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত বর্ণনার ভিত্তিতে হয়েছে। এটিকে বসন্তমামী বলা কোন একটি বসন্তমামীর গুনাহ। তাহাড়া যেহেতু আপনি এদেশের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ইলমী ও জিনি খানার সদস্য, তাহাড়া দাওযাত ও তাবলিশের সাথে আপনার ঐকমত্যাত সম্পর্ক এমিকে লক্ষ্য করে ফতোয়ায় মধ্যে আপনার প্রতি সুধাবশ্যকে প্রাধান দেয়া হয়েছে। কিন্তু আশংক্য যে, আপনি এটিকে কলমামী হিসেবে ধরেছেন। থাকল, দাফল উলুম দেওবন্দের তাবলিশের প্রতি কল্যায় কামনা ও নিজস্ব শিক্ষা দীক্ষার ব্যতীত মধ্যও সহযোগিতার বিষয়টি সারা পৃথিবী জানে। এক্ষেত্রে বলার কিছু নেই। আর আপনার চিস্তির শেষে নেটি নিরোনাম্যে আপনি লিখেছেন, আমার উপর আরোপিত অভিযোগ বিষয়ে আমার কাছে যে দলিল প্রমাণ ও তথ্য রয়েছে, আমি তা আপনারদের সম্মুখে পেশ করব। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আপনি আপনার মতামত ও চিন্তাধারাকে সঠিক মনে করছেন এবং দলিল দিয়ে তা আমাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছেন। আপনার নামে এ চিঠি প্রদানের পর চিঠি আদান-প্রদানের ধারাবাহিকতা দীর্ঘ না করার লক্ষ্যে আমরা চিন্তা করছি যে, দাফল উলুমের এ অবস্থান হাদিসা ওলামারেকেরাম ও উম্মতের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে গণ্যনো হবে। এতে তাবলিশের এ সুবারক কাজ জুল দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তাধারার সংশ্লিষ্টন থেকে বেঁচে যাবে এবং এর উপকরিতা ও ওলামাট কেন্দ্রের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা অটুট থাকবে।

দারুল উলুমের মনশা মোতাবেক দ্বিতীয় রুজুনামা

বিসমিল্লাহি সুবহানাহু ওয়াতাতা'আলা

শ্রদ্ধেয় ম'ওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব ও অন্যান্য হযরতে আকাবেরে উলামায়ে কেরাম।

৭। লিখা বু ম'ওলানা ইমাম ওয়া'আলম ডুস্তার'ই ওয়া'আলম ৫ ২২।

আপনাদের মূল্যবান লেখনী পেরেছি যার ভিতর অধর্মের চিত্তাধারার নিম্নত অধর্মেরই কিছু বয়ানের অংশে কোরআন ও হাদিসের তুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা অগ্রাধিকারযোগ্য না এমন কিছু বলেছি বা খেয়ালখুশি মতো আফসোস করেছি বা আখিরাতে কোরআনের শানের খেলাফ কিছু বলেছি বা মুফতিজানে কেবাসের ঐকমত্য ফতোয়ার বিপরীতে নিজের কোনে রায় দিয়ে থাকলে বা এসিদ্ধ ওলামায়ের কোরআনের পথ থেকে বিচ্যুতি ভটে থাকলে যে কারণে বিভিন্ন সূত্র আপনাদের কাছে ফতোয়ার পরামর্শ হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. এ ব্যাপারে সবার আগে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই পরিষ্কার ভাষায় অধর্মের অর্থহীন বোঝা করাটা জরুরি বলে করছি। অধর্ম আলহাযরমূল্ল্যাহ! সব আকাবের ও ওলামায়ের দেওবন্দ ও সাহাবানপুরের মাশায়খদের যে অবস্থান ও আবলিগ জামাতের আকাবের হযরত মাওলানা ইউসুফ কাকলজী রহ. ও এশামুল হাসান রহ.-এর যে মাসলাক ছিল তার উপরই রয়েছে। এক বিলুপ্ত এর থেকে বিচ্যুত হওয়াও পছন্দ করি না।

এ বিষয়ে আপনাদের মূল্যবান লেখনীতে আমার পুরনো বয়নাভের সংশ্লিষ্ট তুলে ধরা হয়েছে। পরিষ্কার ভাষায় তা থেকে কিরে আসছি। আল্লাহ পাকের কাছে কব্বা ও অনুকম্পার প্রত্যাশা করছি। আমাদের কাজের মাশায়খ ও আসল্যাকের রীতি নীতি এই ছিল যে, তুল ধরা পড়লে সাথে সাথে মেনে নিতেন তুল থেকে কেবল আসতেন আরিফ ভাই আল্লাহ পাক সবাইকে মুজুর্গদের পলাত অনুসরণ করার তৌকিফ দেন। পল্লবলম ও প্রান্তি থেকে হেফাজত করেন।

১. জর্জিও ব্রোকে ভারতীয় উদ্ভিদ-জীবনের কল্পিত-কল্পিত উদ্ভিদের থেকে জিজ্ঞাসা করে চলা। আবারও মাওরাসের মাওরাসের জিজ্ঞাসাকে বড় করা, এদের গ্রাস করা তলব পরমা করা। উদ্ভিদ কোমো শোবার অধীকার হকরত মোহাম্মদ সা -এর আত্মজীবনের অধীকার ইত্যাদি বিষয় হাইলিট করেছেন।

দুই বছর আগে আমাদের গুরুগুরু শ্রীশ্রীপুরে আলমি ইজতেমার এবং এই মাসেই কৃষ্ণালের ইজতেমার অধম এসব বন্ধক বিক্রেতা উদ্ভিদ দাঁড়িয়েছে। কৃষ্ণালের পত্নী সন্তানের ইজতেমার অধমের বন্ধনের প্রতিটি জলে অধিকার সব সিস্টেম-হোমোসিসআপ, কেসবুক, ইন্টারনেট ইত্যাদি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রচলিত করেছেন। তার ভিতরে উদ্ভিদ আরও, ওলামহদের মজলিস ও মজলিস কোমোই কার্যসিদ্ধির জন্য উদ্ভিদে জন্য লভ্য মজলিস। যদি এসব মজলিসকে চুজ মনে করা হয় তাহলে বড় ফেটনা ও বন্ধনের কারণ হতে হবে।

উল্লেখ্য মনে থাকা চাই, আমরা (ভারতীয়গুরুদাসরা) কোনো আলমি দল নেই। আমাদের আলমি কোনো মাওরাস বা ভাষিক নেই। আমরা অংশে সুলভ ওয়ালা জামাত। আমাদের সবার সবার জন্য আমাদের প্রচলিত রাজ্য হলো, জীন ও বুনিয়া যে বিখ্যাতই হোক। এলেম হাসেল করার ব্যাপারেই হোক, আমাদের সব হাসিয়াসাই আমাদের মার্কাজ যেতলোকে আন্ত্যাহ পাক আম্রাসের এই দেশে (স্বদেশে) বিশেষ করে উদ্ভিদ (উদ্ভিদ গ্রহে)। কে মার্কাজ হিসেবে কবুল করেছেন। ওলামহদের যেওয়েলে যেই হাসিয়াস এটিই আমাদের (চলার) হাসিয়াস। ভারতীয়গুরুদাসদের আলমি কোনো মজলিস দল নয় বরং মোহাম্মদী ও মোহাম্মদী কারণ মনে। এ কথা মনে থেকে বের করে বের চাই। আমাদের জন্য এসব (জীন-এলমি) মার্কাজ হাক্ক অন্য কোথাও কিছু সন্তানের বিশুদ্ধতার সুযোগ নেই

—খানস (মোহাম্মদ সাহি সাহেব)

মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাহি সাহেবের ২২ বছরের কল্পিত ম'মা হস্তান্তর করেন মোহাম্মদ নূরুল হাসান দাশেদ কাউলজী, মৌলজী জিয়াউল হাসান, মৌলজী বদরুল হাসান, মুর্শিদ আবুল হাসান আরশাদ সাহেবান। উল্লেখ্য দারুল উলুম দেওবন্দে এটি পেশ করার পর তা গ্রহণ করে বাল্মীকি দেওবন্দ হয় সফিকু রশিদের সাথে এই ওয়ালা উদ্ভিদ করা হত যে, ২ দিনের ভিতরে নির্ধারিত সিঁথে জার্নারে দেওয়া হবে।

رجوع نامہ جو دارالعلوم کی خطہ کے مطابق تھا

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

مکرم و محترم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب و دیگر
حضرات اکابر علماء اکرام

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ حضرات کی تحریر عرانی موصول ہوئی جس میں احقر
کے نظرات اور افکار کے سلسلے میں احقر کے بعض بیانات
سے قرآن و حدیث کے غلط یا رجوع شریعتات تفسیر مارا
انبیاء اکرام کی شان میں ملے اہل یا متفقہ فتویٰ کے خلاف اپنی
راے یا جہود و محامد سے پیش کر کسی معروض نظر یہ کی طرف

معوذ باللہ مبطلوں کی شکایت آپ کے ہاں دارالافتاء میں
استفتاء کی شکل میں موصول ہونے کا حال تحریر فرمایا گیا
(۱) اس سلسلے میں اولاً احقر بیچر کسی تردد اور تامل کے

حاف لغظوں میں ایسا موقف واضح کرنا ضروری سمجھا ہے
کہ احقر الحمد للہ اپنے تمام اکابر و مشائخ علماء دیوبند و علماء ہند
سہارن پور کے موقف اور اپنی جماعت کے اکابر حضرت مولانا محمد یونس صاحب
اور حضرت مولانا انعام الحسن کے موقف و مشرب برقا نہیں ہے۔
اور اس سے ایک ذرہ انحراف کہ میں پسند نہیں کرتا۔

اس سلسلے میں جن سابقہ قدیم بیانات کا حوالہ تحریر
عرانی میں دیا گیا ہے احقر اس کو اپنا ایک دینی فریضہ سمجھتے
ہوئے اپنی جلیف سے واضح الفاظ میں رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ
سے غفور و مغفیر کا طالب ہے یہ ہمارے اسلاف و مسابغ
کی سنت ہے کہ جب کسی مرتجع پر اپنی غلطی کا

۲

ان کو علم ہوا ان ہوں سے اس سے رجوع فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سے
کو اپنے بزرگوں کے منشی قدم پر چلے گی تو فیض عطا فرمائے اور
کو تابیوں و لغزنتوں سے حفاظت فرمائے۔

اسی اس سلسلے میں ثانیاً یہ بات عرض کرنا بھی عزیز سمجھنا
ہوں کہ دورِ حاضر میں جن حضرات کو پہلے دعوت و ملتِ بزرگ
مصل سے سابقہ نہیں ہے : خدا خواستہ مصلحت کا انجام ہے
ان کی تمام تر کوشش یہ رہی ہے کہ مدارس کے علماء حضرات
اور دعوت و تبلیغ کے حوام کے درمیان مسافت و بعد پیدا کیا
جانے اور ان کی مصلحت اور جوگت سے فائدہ اٹھا کر امت میں
خلفتا و اعدائے امت پیدا کیا جائے اور اور ایک دوسرے سے بدظن
کہا جائے اس نے افسوس کا معمول اس طرح کے فنون اور بدگماہوں
کے موقع سے بچنے کے لئے کئی سال سے یہ ہے کہ اپنے اسدوں
و اکابر اور تہذیب و علمائے امت اور ان کے موقف و مسئلہ
اور مدارس و مراکز علم کا ذکر و تذکرہ اور ان کی طرف تمام
امور میں رجوع اور اپنے تمام مسائل میں علماء و رابطہ رکھنے کے لئے
اپنے بیانات میں غیر معمولی اہتمام کرنا ہوں تاکہ بدگماہوں کا کوئی
موضوع کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ میرے اس طرح کے بیانات و رد و
مرکز میں جماعتوں کے سیکڑوں لڑاکو روانہ کرتے وقت
رعنا نہ ہوتے ہیں جس کا جی چاہے جب چاہے س نے
ملت اور بزرگ ملت بڑے اجتماعات میں جہاں کما فیع
لاکھوں سے ہزار ہوں تھے وہاں جن اہتمام کرنا ہوں سال
گزشتہ رائے و تذکرہ کے اجتماع میں سری مشعل سے

۳

اخصرے عوام کے لہکوں کے مجمع کر علم دیں اور مسلمانوں کی
 طرف متوجہ کیا حضرت مولانا سلیم اللہ خاں کی زیر نگرانی
 ان کی جامعہ دار الفیہ سے نکلے والے ماہنامہ الساروق ماہ
 دسمبر ۱۳۶۰ء مطابق ماہ اگست ۱۹۴۰ء کے شمارے میں
 جو چار زبانوں میں شائع ہوتا ہے اس میں کو عوام الناس
 کو مددگاری کے گاموں کے لئے احکام سے شائع کر اکر اپنی اور
 اسے مدد سے کی سترہویں ذمہ داری کا ثبوت پیش فرمایا حالانکہ
 اخصرے کا میں ایسی ذات حقیقت سے کوئی قابل انتفاع جسم
 نہیں ہے لیکن ان یوں نے اس بیان کے اہم اصول پر
 عوام کے ساتھ تعلیم شائع فرمایا یہ مفید علم اور علم اس
 دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت میں ان کی رہبریت
 عمل ہے علیٰ ان کی فلاح ان کی صحبت سے استفادہ
 قدم قدم پر مدد میں عمل سے یوفیہ یوفیہ کر چلا جا رہے
 محنت اور دھمت کا یہ جہالت کو ختم کرنا اور حصول
 علم کی طلب پیدا کرنا دین کے کسی شعبہ کا اس کا حضرت
 محمد علی الفیہ علیہ السلام کے احکامات کا اس کے دیگر دیگر
 وہ سال قبل ہمارے ملک میں سبنا پور کے عالمی اجتماع
 میں اور اس ماہ بھوپال کے عالمی اجتماع کے بیانات میں
 اخصرے اور تمام سازش اور کہ پورا خیال رکھ لیں
 بھوپال کے گزشتہ جلسہ کے لہکوں کے مجمع میں اخصرے کے
 بیان کو تمام ذرائع ابلاغ واث سب میں تب یونوب
 نے خصوصاً احکام سے شائع کیا۔ جس میں کہا گیا کہ علیٰ

দেওবন্দের রশিদপত্র

মুকাররমী জনাব মাওলানা সা'দ সাহেব (আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি হোক)!

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহি ওয়াব্রাকাতুহু।

হিতাকাজিরাতো আছেন। মূল কথা হলো, আজ ১১ই রবিউল আওয়াল ১৪৩৮ হিঃ মোতাবেক ১১ই ডিসেম্বর ২০১৬ রবিবার জনাব মাওলানা নুফল হাসান ব্রাহ্মেদ কাঞ্চলতি ও উনার সাথিদের কর্তৃক আপনার লিখিত ১০ই রবিউল আওয়াল ১৪৩৮ হিজরি আমাদের হস্তগত হয়েছে। যাতে আপনি অতীতের বদনাতের থেকে নিজের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাবায় রক্তুনামা প্রকাশ করেছেন আল্লাহ পাক আপনাকে উত্তম প্রতিদান দেন। আপনার লেখা শিক্ষকবৃন্দের ও মুফতিয়ানে কেরামদের সামনে পড়ে শোনানো হয়েছে। শিক্ষকবৃন্দ ও মুফতিবৃন্দ এই রক্তুনামায় শান্ত হয়েছেন। এই সংক্ষিপ্ত লেখা রশিদ আকারে শুধু অন্তরের অভিপ্রায় জানিয়ে পেশ করা হলো। দারুল উলুমের পক্ষ থেকে কিস্তারিতভাবে লিখিত আকারে খেদমতে পাঠানো হবে ইনশাআল্লাহ।

ওয়াস সালাম

আবুল কাসেম নোমানী

মোহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ

১১ই রবিউল আওয়াল ১৪৩৮ হিজরী

Ph. 01136, 72248
Fax 01136, 72246

مرکز تعلیم و تربیت

www.DarulUloomDeoband.com
E-mail: DarulUloom@Deoband.com



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband U.P. India

حکومت

تاریخ

ایک سالہ

محرم الحرام ۱۴۲۸ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

۱۴۲۸

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين

و جعلنا من عباده المخلصين

و جعلنا من عباده المخلصين

و جعلنا من عباده المخلصين

و جعلنا من عباده المخلصين

و جعلنا من عباده المخلصين

و جعلنا من عباده المخلصين

و جعلنا من عباده المخلصين

و جعلنا من عباده المخلصين

و جعلنا من عباده المخلصين

و جعلنا من عباده المخلصين

و جعلنا من عباده المخلصين

কিন্তু ওয়াদা মোতাবেক কোনো বিস্তারিত অনুলিপি দারুল উলুম পাঠায়নি।
এরপর ৯ই জানুয়ারী মোতাবেক ১১ই রবিউল সানী ১৪৩৮ হিজরি মাওলানা
সা'দ সাহেবের পক্ষ থেকে নিচের এই ওজাহতনামা (স্পষ্ট অনুলিপি)
মাওলানা শওকত সাহেব ও মাওলানা জামশেদ সাহেবকে দিয়ে প্রেরণ করেন।

হযরত মাওলানা সা'দ সাহেবের স্পষ্ট বর্ণনা সহকারে তৃতীয় রুজু নামা

মুহত্তায়ায় হযরত মাওলানা আব্দুল কাসেম নেম্বানী সাহেব' দামাত বারাকাতুহ। আসসলামু আলাইকুম ওয়া র'হমাতুল্লাহি ওয়াবরাকাতুহ। আপনি এই কথার বিভিন্ন বক্তারের কিছু অংশ আর্পিতকর ঘোষণা দিয়ে যেই লেখা পাঠিয়েছেন সেটি জনসাধারণের মাঝে দেওবন্দের ক্ষতোয়া নামে পরিচিতি পেয়েছে।

এ বিষয়ে আমি আপনার খেদমতে রুজু নামা লিখেছিলাম। যাতে আহলে সুন্নতওয়াল জামাতের আকায়দ থেকে বিচ্যুতর আপনার ঘোষণার পর যেসব কথা উনাদের খেলাফ ছিল তা থেকে সবার লেভানতের মোক্ষনা দিয়েছিল। কিন্তু এই রুজু নামায় শেষের দিকে কিছু কথা এমন এসেছিল যা রুজু হওয়ার অন্তরায় ছিল বলে আমার ঘোষণা চাওয়া হয়েছিল। রুজু নামা গ্রহণযোগ্য হরনি।

প্রকৃতপক্ষে বান্দা মানসিক সব কথা বলতে অপারগ হয়েছে। বস্তুবে আপনার লেখাতে বান্দার কিছু বিষয় শর্তহীনভাবে রুজু ছিল আর কিছু ছিল যা সলফে মুফাসসেসরীনদের ব্যাখ্যা থেকে নেওয়া। যার কারণে অনেক অভিযোগকারী আমার কথা বুঝতে সক্ষম হোনি। তাই সব অভিযোগকে আমি সমান মূল্যায়ন না করে কিছু অভিযোগকে আমার বিপক্ষে 'মনগড়া তফসির' হিসেবে ধেনে নেইনি। কেননা তা সলফে মুফাসসেসরীন থেকে বর্ণিত আছে। এ কারণে আমার সব কথাতেই বেতল বা ভিত্তিহীন বা পথভ্রষ্টতা বলা যায় না। বোল থেকে বোল এগুলোকে 'অস্বাধিকার যোগ্য না' বলা যেতে পারে।

এসবের বৃত্তান্ত তখন এমন্য পেশ করা হরনি যেহেতু রুজু বলতে প্রকৃতই রুজু অর্থে ছিল। যেগুলো আমার দৃষ্টিতে সঠিক মনে হয়েছিল তার ব্যাখ্যা আপনার সামনে তুলে ধরা উদ্দেশ্য ছিল। ফলে আপনি গভীরভাবে ভেবে দেখবেন যেন, সব ফলাফেই এক কাতারে হিসাব না করা হয়। কেননা কোথাও বিষয়বস্তুর ক্রটি হতে পারে। কোথাও রাজহ ব্যাকুহ সম্পর্কিত ক্রটি হতে পারে। কোথাও ভিতরণও মনোভাবের পরিবর্তন হতে পারে। কোথাও শুধু শার্দক পরিবর্তনের ক্রটি হতে পারে।

কলুনামার আমি সব বিষয়ে এজমালী ছবব দিস্ত চেয়েছিলাম । বাতে সব বিষয় এক কল্লুতে হয়ে যায় । এখন থেকে সন্ধিহানের সৃষ্টি হয়েছে । প্রথমে সন্দেহযুক্ত বকো কল্লুনামা প্রেরণ করা হবোছিল । এখন প্রত্যেক আর্গারের ব্যাপারে স্তব্ধ লেখা দিস্তে নিজের অবস্থান জ্ঞানিয়ে তিন্ন তিন্ন কল্লু উল্লেখ করা পেল । বাতে করে ইনশাআল্লাহ আর্গারের কিছুটা অবসান ঘটে আপনাব লিখিত আর্গিস্তিনামাব যথাক্রমে ব্যাখ্যা এই—

হক্কত মুসা আ.-এর ঘটনা এসবে

এ ঘটনায় বাঙ্গা বা বলেছে, তা এই সব কিছু মুকাসসেরীনদের উক্তি থেকে গৃহিত । বার হক্কত মুসা আ.-এর জলদি চলে আসার উল্লেখ আদ্যাহ থাকের পক্ষ থেকে এটির জিজ্ঞাসাবাদকে নবীর কাকের উপর অবজা প্রদর্শন হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং একে বনি ইসরাইলের পেমবাহির কারণ হয়েছে বলে অভিহিত করেছেন । সে সব মুকাসসেরীনদের বাক্য নিম্নরূপ । আদ্যাহ আলুসি রহ বলেন, এখানে প্রশ্নাকারে আদ্যাহ প্রকের জিজ্ঞাসাবাদ নবীর কাকের অসমীচিন হওয়ার পতি নির্দেশ করে

কাশফের কানার, এটি পলি নিষেধপ্রদ ব্যত্বারনের কারণকে অবীকর কর-যেহন এখানে তার জাতিকে ছেড়ে আসা ছিল । অথচ মুসা আ-সজাতির সাথে থাক ও তাদেরকে সাথে নিয়ে আসার ব্যাপারে জামিই ছিলেন । এখানে আসল কাজকে অবীকর করা হচ্ছে । কেননা ভাড়াহুড়া বিষয়টিই মন্দ যা খর্দাদবান নবীদের শানে শোভা পায় না ।

কলুনামা (১৬/২৪১)

উপরেক্ত কথাটি মাজারেফুল কোরআনেও আনা হয়েছে । কল্লুগুলো এই, উনার হেসালতের দায়িত্ব হিসেবে সমীচিন ছিল এই যে, তিন্ন নিজ কওমের সাথেই থাকতেন । তাদেরকে নিজের সৃষ্টিতে রাখতেন । সাথে নিবে আসতেন । উনার ভাড়াহুড়ার পরিণাম এই হলো যে উনার কওমকে সামেরি পোষবাহ করে নিল । মাজারেফুল কোরআন খণ্ড ৬. পৃষ্ঠা ১১২ এ কারণে বদানে যা বলা হয়েছিল তাকে মনগড়া তকসির বলা যায় না । এর উদাহরণ সলফের তকসিরে বিদ্যমান । এ কারণে এই তকসির গ্রহণ করলে তাকে একেবারে আহলে সুন্নতের ভাষায় থেকে বহিষ্কৃত বলা যায় না । হ্যাঁ । বাক্সা পীকাত করে এই তকসিরের তুলনায় আদ্যাহ কুওত্বি যে ব্যাপ বর্ণনা করেছেন তা সবার চেয়ে স্বচ্ছ, অধিক অগ্রাধিকারযোগ্য ।

কেননা এতে নবীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। ভাতাভাও জন সাধারণের মধ্যে যেভাবে বন্টন করা হয়েছে তাতে কুল বুঝা-বুঝি হয়েছে বা উদ্দেশ্য ছিল না। কাজেই আমি এই বয়ান থেকে কণ্ঠ করছি। এই কারণে না, যে, এটি বনশঙ্কু ত্রুটিসহ ছিল। বরং এটি অগ্রাধিকারবোধের বাহ্য না। আর কহু এ কারণে যে, এটি বন্টনে এমনভাবে উপস্থাপন হয়েছিল যে নবীর পালে বৈদ্যার্চকের সান্নিধ্যের হয়ে যায়। বাস্তব আধিকার আ দেব পানে বিশ্বাসের বৈদ্যার্চক করা থেকে অস্বাভাবিকতার পানাহ চার।

এবার দেখাশোনা চলবে

প্রকৃতপক্ষে বাস্তব এটি বিশ্বাস করে: যে, আবু হানিফা কহ-এর মতে একদমতের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক নেয়া জারাজ নেই। পরবর্তীতে উল্লেখ্যে কেবল পারিশ্রমিক সেওয়ার অসুবিধা যেটি দিয়েছেন তা তো সবচেয়ে পারিশ্রমিক বলে তাবিল করে অনুমতি দিয়েছেন। কাজেই এটিকে তাবিলের পারিশ্রমিক বলা চলে না। কিন্তু এর ভাবার্থ উল্লেখ করতে যেতে বাস্তব কুল হয়েছে। কখনো এমনভাবে বলা হয়েছে বাতে করে এখানে খীনের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রচার ফেলিয়ে। তাদের কাজকে বাস্তবের বলা নামাক্তর হয়েছে। এর থেকেও বাস্তব স্পষ্ট করার কহু (প্রত্যাবর্তন) করছে।

মোবাইলে ফেরআল নরিক শোনা ও পড়া হলো

ঘটনা হলো, বর্তমানে আমাদের বুনে অপ্রীতি ও ন্যায়ের কাজে মোবাইলের নানহার নৃতি পেয়েছে। এ কারণে বাস্তব কাজে মোবাইলে ফেরআলের অংশ সংবদ্ধ করে জা তোলার কহা ফেরআল। এটি আবার ও আরো কিছু আলেমেরও অস্তিত্ব। এতে অন্য আলেমেরা বিমত পোষণ করতে পারেন। এটি বন্টন করার সময় বাস্তব কুল হয়েছে। কারণ একটি বিমতযুক্ত হারের অপরপক্ষে একেবারে বাতিল ঘোষণা দেওয়া অন্যদের খাটি করার নামাক্তর। তাইদেয়ে অসংখ্যের বলা সীমান্তের নামিক। যা জনসাধারণকে নিরাসহিত করার জন্য প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত ক্যামেরা মুক্ত মোবাইলসহ নমাজ না হওয়ার পক্ষে যা বলেছিলেন তাও এরই নিরাস্ত কহা ছিল।

তৃতীয়ত এ ধরনের আসক্তা মুক্ত বন্টন না করার নির্দেশনা আমাদের তাবিলের হেদায়েতে আছে। হেদায়েতের খেলাফ হয়েছে। কাজেই এই কুলের নীতিগতভাবে পালনপালি করতে চাই, যে, যে সব অসংখ্যের ক্ষেত্রে সময়কালীন আলেমদের মতামত তিন সে সবার জীবনের কথা যেমন

জাতির সামনে খুব কঠোরতার সাথে কৰ্মা করা অনুচিত উদ্ভব এসব
মাস থেকে উপর আমল থেকে বিরত থাকে যেখানে উত্তম ও সর্বাধীন হলে
হয় সেক্ষেত্রে সন্তর্কতা অবলম্বনকারীকে আহলে সন্তোষের জামত থেকে
দখিত হলে নেওয়াটা আদৌ সর্বাধীন না।

এসলামী সম্পর্ক ও উত্তর অন্যান্য শাসনব্যবস্থা হলে
বাক্য রক্তমাখার গুরুত্বই নিজ পটিকেদের কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে
বাক্যের কাছে ভারতীয় ছাত্র ও ভারতীয় জাতি ও ভারতীয় জাতি ও
আমলপত্রের সোহবত উত্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাক্য বিভিন্ন বয়সে
এর উপর অনেক জোর দিয়ে থাকে। ইনশাআল্লাহ! আমলপত্রের এই
দিকটির আরো গুরুত্বের সাথে জোর দিবে।

কিন্তু যখন কেমনে জাতি বীমের কোনো বিশেষ বিষয়ে একত্রতা অবলম্বন
করে তখন সৌন্দর্যেই তার হবেনাবেশ বেশ থাকে। সে কাজের উপর
বেশি জোর বেশি গুরুত্বারোপ করতে থাকে। বাক্য ভারতীয়ের কাজের
সাথে সম্পৃক্ত, জাতি উত্তর সার্বভৌমের সামনে এর আর্থিকভাবেই জাতির
বেশি জোর দেয়। কোনে কোনো ক্ষেত্রে এসবের গুরুত্ব বুঝতে পারে
কিছুটা এমন কার্যবোধ লক্ষ্য করা গেছে যার কারণে উত্তর জাতি
শেখাকে উপেক্ষা করা ধরে নেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি কখনই উদ্দেশ্য
ছিল না যে বাক্যের জামার অন্যান্য বয়সেও থাকী পাওয়া যায়। কাজেই
জামার কোনো বয়সের দ্বারা ভারতীয় ছাত্র অন্য কোনো মেহনতের অবস্থা
বুঝে গেলে বা ভারতীয়ের হওজুলা মেহনতকেই একমাত্র শরী সীমাবদ্ধতা
সেওয়ার প্রকার পাওয়া গেলে বাক্য স্পষ্ট রক্ত করছে। আমলপত্রের এর
খুব খোঁজ করা হবে।

আগাকবি, এসব অবস্থা গুরুত্ববিশেষ পর বাক্যের লক্ষ থেকে রক্তমাখার
ব্যাপারে উক্ত সন্ধিহানের পরিসংখ্যানটি ঘটবে।

গুরুত্ব বাক্যের জামার ইক্বার

বাক্য মোহাম্মদ সাহি

জালালুদ্দীন মসজিদ, হযরত শিখরুদ্দিন, মিন্টা

১৪৩৬ হিজরি ১০ই রবিউল সাহি/ ১ই জুলাই ২০১৭ইখ্রিজি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گرامی قدر کرم حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحبِ راست برکات

اسلام علیکم در حدیثِ قدس ویر کا ہے۔ اجماع نے ہندے کے چند مختلف بیانات کو قابلِ اعتراض قرار دیتے ہوئے جو قرر ر مرتب فرمائے تھے، جسے عوام میں فحوی کا نام بھی دیا گیا، ہندو نے اس کے بدلے میں ایک رجوع نامہ آپ کی خدمت میں ارسال کیا تھا جس میں بڑے اکابر سلفِ اہل سنت و الجماعت کے عقائد سے سرو مو انحراف سے براہ راست کا اظہار کر کے جراتیں رکھے مخالف ہندو سے سرزد ہوئی ہوں، ان سے رجوع کا اعلان کیا تھا لیکن اس رجوع نامے کے آخر میں کچھ ایسے جملے آ گئے تھے جن کو رجوع کی بدولت کے معنی سمجھتے ہوئے اس سے متعارض قرار دیا گیا، اس لئے ہر رجوع نامہ قابلِ قبول نہیں سمجھا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندو اپنا مانی انصیر اس وقت پوری طرح واضح نہیں کر سکا۔ در حقیقت بات یہ تھی کہ آپ کی قرر میں ہندے کی کچھ باتیں تو ایسی تھیں جن سے ہندو نے غیر مشروط رجوع کا اظہار کیا تھا اور کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو در حقیقت رجوع کے مندرجہ کے ایسے نکالے ہوئے تھیں، جو شاید معترض حضرت کی نظر سے نہیں گذرے جس کی وجہ سے انہیں قطعی بے اصل اور محض تفسیر بالرائے قرار دیا گیا، حالانکہ وہ سلف سے متقول ہیں، اور ان کی بنا پر کسی بات کو باطل محض یا گمراہی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ریالہ سے زیادہ انہیں رجوع کہہ سکتے ہیں۔ ان متقولات کے مراجع اجماع کی خدمت میں بھیجئے گا ارادہ اس غرض سے ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ رجوع سے رجوع متصود تھا بلکہ یہ نعتی اجماع کے علم میں لائے کا مشیہ تھا کہ ان پر غور فرمایا جائے تاکہ ہر قسم کی غلطی کو ایک ہی صف میں شمول کیا جائے، کیونکہ بعض جگہ مضمون کی غلطی ہوگی، بعض جگہ ترتیب کی غلطی، اور بعض جگہ تفسیر کی کوتاہی، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہوگی جن کا ماحصل ضار غلطی ہو گا۔ رجوع نامے میں میں

سے تمام دھوکا اڑائی جو اب دن بپا جو اس سب قسموں کو شل ہو جائے، اس سے تارشل کا شہید ہو، اس لئے بندہ سے اول تو وہ سوئم تھرے روجو نا سے نکال کر جاپ کے پس ٹھکے، اور اب اس تحریر کے دربع مصل طور پر ایک ایک اعتراض کے بارے میں اپنا موقف اور روجو کی نوعیت واضح کرنا چاہتا ہوں، جس سے ان شاء اللہ تعارض کا اشتباہ رفع ہو جائیکہ۔ آپ کی تحریر میں میرے جن بیانات کو کامل التزام قرار دیا گیا ہے، اب میں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اپنا موقف عرض کرتا ہوں۔

۱۔ مؤرخ علیہ السلام کا واقعہ

اس واقعے میں بندہ نے جو کچھ بیان کیا، وہ ان متعدد مفسرین کے قول کی دیا پر بیان کیا تھا، جنہوں نے جلدی چلے آنے پر باری تعالیٰ کے سوال کوئی الجھد نکھرے محول کیا ہے، اور جسے نبی اسرئیل کی گمرئی کا سبب قرار دیا ہے۔ ان مفسرین کی عبارتیں درج ذیل ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

والاستعظام للانکار، وخصص کما فی الکشف انکار السبب الخلل لوجود مانع فی الجہن وهو ایہام اعمال النوم وعدم الاعتناء بهم مع کونه علیہ السلام مأمور باستصحابهم وحضارهم مع واتکار اصل لفعل لأن العیطة نقیصة فی نفسها فكیف من أول الحرم اللاتیق بهم مزید الحرم۔ (روح المعانی) (16 / 241)

اسی بات کو معارف القرآن میں بھی ایک قول کے طور پر نقل فرمایا ہے جسکی عبارت یہ ہے:

”آپ کے منصب رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ قوم کے ساتھ رنج، انکوائی نظر میں رکھتے، اور ساتھ لاتے۔ آپ کی بکلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کو ساری نے گمراہ کر دیا“ (معارف القرآن ص 122)

لہذا جوابات کہی گئی، وہ تفسیر بارہائی تھی، اعلیٰ میاں ملنے کے کام میں موجود تھی، اس لئے، کرنا، لی اس تفسیر کے اختیار کرے، قواعد کل سنت سے خارج نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ بندہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ ان کے مقابل دوسری تفسیر جو علامہ قرطبی، رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، بے حد ہے، اور اسکو اختیار کرنا اس لحاظ سے رائج ہے کہ اس سے کسی نبی کی طرف کسی اجتہادی غلطی کی نسبت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نیز جس انداز اور تفصیل سے بندہ نے روایات عوام کے مجمع میں کہی، اس سے مزید غلط مہماں بھی پیدا ہو سکتی ہیں جو مقصود بھی نہیں۔ اس لئے میں اپنے ایسے بیانات سے رجوع کرتا ہوں، اس لئے کہ وہ تفسیر بارہائی تھی، بلکہ اس لئے کہ وہ مرجع تھی اور اسکے بیان میں بھی قصور ہوا جس سے حضرت مولیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے ادبی کا شبہ پیدا ہو، بندہ، حضرات انبیاء، علیہم السلام کے بارے میں کسی بے ادبی سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے۔

احکامات کے تعلیم دینا

دراصل بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں طاعت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن متاخرین نے جو اجازت دی ہے، وہ جس وقت کی اجازت سے دی ہے، لہذا اسکو تعلیم پر اجرت نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن بندہ اس مفہوم کے ہوا کرنے میں قصور ہوا، اور بات ایسے انداز سے کہی گئی جس سے علم دین کے علمائے کبار کے بارے میں یہ عمومی تاثر پیدا ہو گیا کہ انکا اجرت لینا ناجائز ہے۔ اس چٹرے بھی بندہ واضح الفاظ میں رجوع کرتا ہے۔

مواہل کے قرآن کریم سننا اور پڑھنا

واقعہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں مسائل جس قسم کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور فاضلین میں استعمال ہو رہا ہے، انکی وجہ سے یہ بندے کی رائے ہے کہ اس میں قرآن کریم کو محفوظ کر کے اس میں حکومت کرنا قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ میری اور بعض دوسرے علماء کی بھی رائے ہے، دوسرے اہل علم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اسکو بیان کرنے میں بندے سے ایک قویہ چوک ہوئی کہ ایک مجتہد فیہ مسئلے میں اختلاف رائے کو بالکل مطلق قرار دینا، اس کے قائلین پر تکبر کرنا اور سب علماء کو، قرار دینا دوسرے متجاوز تھا جو عوام کو بدعت کی تحقیر کرنے کے سبب میں سرزد ہوا۔ دوسرے کمرے والے مسائل کو جب میں دیکھ کر تیار نہ ہونے کا حکم بھی اسی پر متفرج کیا گیا۔ دوسرے اس قسم کے مسائل کو جن میں علماء کرام کی دورانیوں ہو سکتی ہیں، تبلیغی اجتماعات میں بیان کرنے کا سہو نہیں دہا اس مسئلے کا بیان اس معمول کے خلاف ہوا۔

اپنی غلطی کے اس اعتراف کے ساتھ یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جس معاملے میں علماء حاضرین کی آراء مختلف ہوں، جس طرح انہیں عوام کے مجمع میں اس شدت کے ساتھ بیان کرنا دوسرے طریقہ عمل نہیں جس شدت کے ساتھ بندے نے بیان کیا، اسی طرح اگر کوئی اس معاملے میں علماء رائے رکھتا ہو، تو یہ اسی بات نہیں ہے کہ انکی بنا پر اسے مکرر یا بال سنت سے خارج قرار دیا جائے۔

اصلاحی تعلق اور دین کے دوسرے شعبے

بندہ اپنے رجوع نامے کے شروع میں اپنا تعلق فقروا فتح کر چکا ہے کہ بندے کے نزدیک تعلق کے علاوہ تعلیم دین اور عیس کے لئے علماء اور اہل اللہ کی صحبت دین کا اہم شعبہ ہے، اور بندہ اپنے بیانات میں اس پر زور دیتا رہتا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس پہلو کو زیادہ اہمیت کے ساتھ واضح کرنے کی پوری کوشش کریگا۔ لیکن جب کوئی شخص دین کے کسی ایک شعبے سے وابستہ ہو تا ہے، تو وہ اپنے احباب کو اس شعبے کی اہمیت بتانے

اور اس کا پر آواز دے گا کہ یہ کتاب ہے۔ نہ ہو کہ تبلیغ کے کام میں کتاب ہے۔
 احباب کے سامنے اس کی اہمیت و اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ بعض یہ عقائد پر ایمان کی اہمیت
 ظاہر کرنے کے لئے بیان کیا کہچہ ایسا اللہ اور ہو گیا ہے جس سے معاذ اللہ دین کے دوسرے شعبوں کی اہمیت کا کم
 ہونا سمجھا گیا جو حقیقت یہ ہے کہ مقصود نہیں تھا بلکہ جس کے مقصود نہ ہوے پر بندے کے دوسرے بات
 شاہد ہیں۔ ہندو اہل کے کوئی بھی ایسا مان جس سے تبلیغ کے علاوہ دین کے دوسرے شعبوں کی تقدیر سمجھ
 میں نہ ہو یا جس سے تبلیغ کے شرعی حکم کو کسی ایک خاص طریقے کے ساتھ محدود قرار دینا لازم آتا ہو۔
 بدواہل سے رجوع اور برادری کا واضح اعلان کرتے ہیں۔ اور ان شاہد ہندو آئندہ اس باب کا پورا خیال رکھنے کا کہ
 اس قسم کا کوئی تاثر پیدا نہ ہو۔

امید ہے کہ ان گذارشات کے بعد ہندو کے رجوع ماننے کے بارے میں پیدا شدہ اشتباہات الٹ جائیں گے
 قابل ذکر ہو جائیگا۔ والسلام علیہ و آلہ و سلم

ہندو
 محمد علی محمد علی

۱۳۴۸ھ
 ۹، صفری ۱۳۴۸ھ

مشترکہ دینی مسجد حضرت نظام الدین دہلوی

২০ দিন পর দারুল উলুম দেওবন্দের জবাব^১

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন... ওয়াআহহাবিহি আভম্মাসিন।

আম্মা বাঁদ।

জম্বা মাওলানা সা'দ কাকুলতী সাহেবের কিছু বরাদ্দকের আলোকে উন্নত ব্যক্তিত্ব চিন্তাধারার ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দ নিজস্ব ঐক্যমত অবস্থানের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। যেখানে কল হতেছিল অনুসন্ধানের পর এটিই সত্যায়িত হয়েছে, যে, তার (মাওলানা সা'দের) বরাদ্দকে কুরআন ও হাদিসের তুল ও অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এবং তুল তথ্য সংগ্রহ, যন্ত্রণা তফসীর পাওয়া গেছে। কোনো কোনো কথার আধিক্যের কোমর নাগে যে-অংশই প্রকাশ পেয়েছে। এতে এমন বিষয় রয়েছে যাতে তিনি জম্বার ওলামায়ে কোমর ও সন্তকর একত্রে থেকে বেঁচে এসেছেন। যেহেতু এই ঐক্যমত অবস্থান ব্যাপক প্রচারিত হয়েছে সেহেতু এ বিষয়ে পূর্ণ পুনরার্তি প্রয়োজন নেই।

মাওলানা সা'দ সাহেবের কল নামে একটি অনুশিপি আমাদের হাতে এসেছিল। তার উপর আমরা আছা অর্জন কর্তৃক পারি। এখন ১০ রাবিউল সানি ১৪৩৮ হিজরিতে মাওলানা সা'দ সাহেবের কল নামে একটি নতুন লেখা আমরা পেয়েছি। এতে উল্লেখিত যাবতীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাথে পূর্ণ একত্ব হওয়া বর না। তাই এই লেখাতে মাওলানা সা'দ সাহেব যে সব বরাদ্দ থেকে সমূলে কল করেছেন সেসবের কলিপূর্ণ হওয়ার কারণ উলুম নিজেকে অযত্ন চিন্তিত করেছিল। আপাতীতে এর পুনরার্তি তিনি করবেন না বলে স্বীকার করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, দারুল উলুম মাওলানার যেসব ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল, নিজস্ব অবস্থান ধরে রেখেছিল (তার মতবাদের আঁখতার) সে অবস্থানে নিজ জারগার অটল আছে। তার কলুর কারণে দারুল উলুম আপত্তিকর কথা যেনে নেওয়া না সেসব আপত্তিকর কথাকে সর্বদাই

১ তর্জীম কলুনমা দারুল উলুম দেওবন্দে পাঠাবার ২০ দিন পর দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে জবাব পাওয়া যায়।

আপনিকর মনে করবে। যেভলো দাকুল উলুহ চিহ্নিত করেছিল সেভলোর ব্যাপারে তদন্তিনের সব সাইটেও জানানো দাকুল উলুহ জরুরি মনে করে। বেহেতু মাওলানা সাদি সেসবের সমূলে কঙ্কু করেছেন এবং আপাতীতে এর পুনরাবৃত্তি করবেন না বলে নীকার করে এতিন দিয়েছেন। সে সবের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করবেন যা তলামার রাসেবলের কাজে আশ্চর্যকর এর পালাপাশি মাওলানা সাদির এ কথা বুঝ গুরুত্ব সহকারে মেনে নেওয়া চাই যে হজরত মুসা আ.-এর নীতিতাকে বর্শ ইসরায়েলের দোহরাহির কামল কলা হোক বা ৪০ রাত দাওয়ারতকে উল্লক করে এবাদতে মলতল থাকার ব্যাপারে বলা হোক। এই মাসআলার ব্যাপারে সর্বজনক মিক নির্দেশন দেওয়া গেল। তা দেবা বেতে পরে। উল্লক মাওলানা হাবিবুর রহমান আজহারী সাহেবের পুত্রিকার শিরোনাম “ওয়ায়া আজালকা জানি কওরিক ইয়া মুসা” এর অধীনে যা নথিক ও গ্রন্থলেখোণা তারফসে দেওয়া আছে তা অনুসরণ করা বেতে পারে। (দাকুল উলুহের) অনুশিণির সাথে তা প্রেক্ষ করা হলো। দাকুল উলুহের ওয়েব সাইটেও এটি প্রকাশ হয়েছে। মাওলানা মোহাম্মদ সাদি সাহেব হজরত মুসা আ.-এর বিষয়ে যা বলেন সে বিষয়ে সঙ্গনীয় হলো—

১. মাওলানা সাদি ১৩ চমিউল সাদী ১৪৩৮ অনুশিণিতে বলেন, আমি একল বয়স থেকে কঙ্কু করছি; একল না, যে, তা তারফসির নিউ রায় (মলতল তাকসির) মনে করি। এবং এটাক গ্রামি শীখিলহোণা মস্তারত মনে করি।

এ ক্যাপারে আরক হলো, এটি শীখিলহোণা না। বরং আকলহোণা অতীত মনীকিমের কারো, আদর্শিক না। আর না কেউ মুসা আ.-এর ক্ষেত্রে এমন কথা বলতে পারেন। কলতল আতানীর করাত দিয়ে তিনি যা গ্রাহানা দিয়েছেন, মুসা আ. ৪০ রাত দাওয়ারত হেতু একদিকে মলতল হয়েছিলেন যার ফলে বর্শ ইসরায়েলের ওর্ধকাংশ দোহরাহ হয়েছিল এ ক্যাপার কোনো সঙ্গুকতা নেই।

২. মুসা আতানের সর্বজনী আতাহ পাক বলেন, “কল কাইরা কল ফাতলা কুওমাল” এই আতাহের দ্বারা আতাহ পাক স্টিতাবে কওমে মুসা

আ.-এর পেঁয়াজের কারণ উল্লেখ করে দিয়েছেন এতে মুসা আ.-এর দূর দূর থেকেও পেঁয়াজের সাথে সম্পৃক্ততা নেই।

তাকসিরে মাজহারির বরাত দিয়ে মাওলানা যা বলেছেন, প্রথমত বরাত কাজী মাজহারী সঞ্চে নিজেই এই মতামত ব্যক্ত করে উক্তিটিকে রোপ্যাকার বলেছেন তারপর এর যে জবাব লিখেছেন 'মাজহারী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন জানা গেল, খোদ কাজী মাজহারী সাহেবেরই এ উক্তির প্রতি দৃঢ়তা নেই এ ছাড়াও এ রয়েছে এলমি ক্রটি আছে। তারপরও মাওলানার কথার সাথে এর কোনো মিল নেই এ কারণে এটিকে মসলিহা মানা হুল।

তারপরও কুতুবা ম আন-এর বরাত দিয়ে মাওলানা যা বলেছেন, এছাড়াও সাথে মাওলানার 'চতুর্থারার মিল নেই। বরং আসে পরের কথা লক্ষ্য করলে মাওলানার কথা ব বিরোধী মনে হবে

কুরআন মজিদে সৃষ্টিট আয়াত পড়ুন। যেখানে মা আ'জালাকা আন কুওমকা এর জবাবে মুসা আ যা বলেছেন তাতে মুসা আ.-এর তাদের উপর কোনো ধরনের নৈতিকচক উল্লেখ নেই। যা হারা বুকা মাহ, আদ্যাহ পাক উনার জবাব কবুল করেছেন।

পরবর্তিতে মাওলানা সত্বেব বলেন, এসবের বরাতের আশ্রয় হুল চয়েছে। যার কারণে মুসা আ.-এর শানে বেআদবীর শাসিত হতে পারে। একই নিজের ঐ বাক্যের উপর লক্ষ্য করুন যে- 'মুসা আ. ৪০ দিনের জন্য মাওলানাভর আমল ছেড়ে দিয়েছেন'।

মাজহারী স্পষ্ট শব্দে যোগেছেন মুসা আ.-এর উপর মাওলানা ও তাবলিগ যা মূল দায়িত্ব ছিল, সেটি তিনি ত্যাগ করেছেন অথচ হাজার হাজার আ'যিনি কুরআনের ঘোষণা হতে নবুওত ও রেসালতের কাজে মুসা আ.-এর শরিক ছিলেন। উনারকে নারের বহিনের ছিলেন, কুরআনের ভাষা হতে তিনি দায়িত্ব আদায় করেছেন তারপরও মাওলানা তাকে মাওলানাভর তে'হযত দিয়েছেন। এটি কি ববীর শানে সবার্শর অবজ্ঞা না? কাজেই মাওলানা রুজুর আসে যা নির্ধোছিলেন তা সঠিক না বরং তার নিজের পদমর্যাদার পরিশ্রী।

সুতরাং হাজার মুসা আ এর বিখ্যে মাওলানা স'লের নিজের সব বহিনাতের বহন ব্যাখ্যা বিনা শর্তে রুজু করতে হবে। স্পষ্ট ঘোষণা দিতে হবে।

এরপর দেওবন্দের কিছু গুরুমানদের সীল ও স্বাক্ষর রয়েছে।

০ 300 3-400
(01,206) 77 754

সুরাহা জারি

১৫০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband, U P. India

196/3
2

নম্বর

এই পত্রিকার প্রতিটি সংস্করণই মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।
এই পত্রিকার প্রতিটি সংস্করণই মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।
এই পত্রিকার প্রতিটি সংস্করণই মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।

১) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।
২) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।
৩) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।

৪) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।
৫) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।
৬) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।

৭) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।
৮) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।
৯) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।

১০) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।
১১) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।
১২) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।

১৩) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।
১৪) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।
১৫) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।

শ্রী

১৬) মাদরাসা-দারুল-ইলম-দেওবন্দ-এর একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হবে।

۱۵۸/۱۵۸
۱۵۸/۱۵۸

دارالعلوم

www.darululoom.com
www.darululoom.com



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

۱۹۶/۳

فصل

۱۹۶/۳ فصل
حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب دہلی نے فرمایا کہ میں نے قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھا ہے کہ
وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُضَاهِيَ عَيْنَاكَ فَتَدْرِي مَا تَقْرَأُ
میں نے اس آیت کو دیکھا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھا ہے کہ
وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُضَاهِيَ عَيْنَاكَ فَتَدْرِي مَا تَقْرَأُ
میں نے اس آیت کو دیکھا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھا ہے کہ

میں نے اس آیت کو دیکھا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھا ہے کہ

میں نے اس آیت کو دیکھا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھا ہے کہ

میں نے اس آیت کو دیکھا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھا ہے کہ

میں نے اس آیت کو دیکھا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھا ہے کہ

میں نے اس آیت کو دیکھا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھا ہے کہ

میں نے اس آیت کو دیکھا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھا ہے کہ

میں نے اس آیت کو دیکھا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھا ہے کہ

میں نے اس آیت کو دیکھا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھا ہے کہ

میں نے اس آیت کو دیکھا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھا ہے کہ

میں نے اس آیت کو دیکھا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھا ہے کہ

میں نے اس آیت کو دیکھا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھا ہے کہ



এখন ২৮ জানুয়ারি দারুল উলুম থেকে এই লেখা পাওয়া যায়। যার ভিতর মাওলানা সাঈদ সাহেবের 'রুজুনায়া'-কে কবুল করা হয়েছে আবারো হযরত মুসা আ.-এর ঘটনার ব্যাপারে কোনো ধরনের হিলা বাহানা, যুক্তিহীন ও শর্তহীন রুজু করার জন্য পুনরায় মাওলানা সাঈদ সাহেবকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

মাওলানা সাঈদ সাহেব এই আহ্বানকেও কবুল করে নেন। দারুল উলুম দেওবন্দের দায়িত্বশীলদের দাবি অনুযায়ী হিলা বাহানা ও শর্ত ছাড়াই উনি রুজুনায়া প্রেরণ করেছেন। জামেয়া ফারুকিয়ায় আনোয়ারুল উলুমের মোহর্তামম মুফতি রিয়াসত কুলন্দহস্তী ও মুফতি মাহমুদ হাসান সাহেবের ছোট স্মাই হাফেজ মাসউদ কর্তৃক দেওবন্দে এই রুজুনায়া প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, অনবরত এক ঘণ্টা খোশামোদ করেও দারুল উলুমের মোহর্তামম মুফতি আবুল কাসেম সাহেব এটি হাতেও নিতে অস্বীকার করেন। নিচে মাওলানা সাঈদ সাহেবের চতুর্থবারের রুজুনায়া পেশ করা হলো।

ব্যাখ্যাবিহীন ও বিনা বাক্য ব্যয়ে

চতুর্থ রুজুনায়া

আসসালামু আলাইকুম ওরা রাহমাতুল্লাহি ওরা বারেকাতুহি।

জনাব মুফতি আবুল কাসেম সাহেব দামাত বারাকতুল্লমের কেন্দ্রমতে। আশাকরি হযরত জালাই আছেন। হযরতের চিঠি পেয়েছি। যেখানে কোনো ধরনের দিক-নির্দেশনা ছাড়া, যুক্তিহীন, শর্তহীন রুজু করার হুকুম দিয়েছেন। বান্দার দীনে দারুল উলুম দেওবন্দের ওলামা হযরতদের প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে। হযরত মুসা আ.-এর তুর পাহাড়ে ভাস্করিক নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় বান্দা ভায়াম হিলা বাহানা জাবিল ছাড়াই রুজু করছে। আগামীতে এ ধরনের বয়ানের থেকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের পোক্ত ইচ্ছা করেছে ও করবে ইনশাআল্লাহ। অল্লাহ তাআলা নিয় হেফাজতে ও নিরাপত্তা বেটনীতে রাখুন।

বান্দা মোহাম্মদ সাঈদ

বালাওয়ালী মসজিদ, দিল্লী

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته

بخدمت جناب مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم
احمدیہ کہ مزاج عالمی بخیر ہو گئے
آنجناب کا خط موصول ہوا جس میں آنجناب نے
بندہ کو بلا تاویل و توجیہ رجوع کرنے کا حکم دیا ہے

بندہ کو حضرات علماء دارالعلوم دہلی پر مکمل اعتماد ہے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر شریف
لے جائے والے واقعہ میں بندہ اپنے تمام بیانات سے
بلا تاویل و توجیہ رجوع کرتا ہے
اور آئندہ اس کے بیان کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ
مکمل اجتناب کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حفظ و امان عطا فرمائیں : آمین

نقطہ والسلام

۳۔ جمادی الاول ۱۴۳۸ھ

مطابق ۲۔ مئی ۲۰۱۷ء

بندہ
محمد رفیع

بیتنامہ والی مسجد حضرت نظام الدین دہلی

এরপরও মাওলানা সাঈদ সাহেব বিভিন্ন মজলিশে রক্তুনামার কথা বারবার আলোচনা করেছেন। যেমন-ভূপালের বিশ্ব ইজতেমায়, সীতাপুরের বিশ্ব ইজতেমায়, একমকি দেওবন্দের ইজতেমায় (যেখানে ৩ লাখে বেশি মজমা ছিল) গুজরাটের জোড়, আরব, আমেরিকা, কানাডা, মালেশিয়াসহ সারা দুনিয়ায় বয়ান করেছেন। কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি

ঈদুল ফিতরের পর নতুন শিক্ষা বর্ষ শুরু হলে দারুল উলুম দেওবন্দে সিদ্ধান্ত হয় দারুল উলুমে আগতত দাওয়াত ও ভাবলিগের কাজ বন্ধ। কারণ উল্লেখ করে বিশ্ব লিখিত চিঠি প্রকাশ করা হয়-

দারুল উলুম দেওবন্দের পক্ষ থেকে শুভ ঘোষণা

ভারতীয় জাতিগত অকল্যাণের মর্যাদার সাম্প্রতিক মতবিরোধ কোনো খোন্দার বিষয় নয়। বর্তমান বিশ্বের মুসলিম জাতির সব জাতীয়তাবাদী বাপ্পার জানেন। ভারতের আভ্যন্তরীণ এই একতলাকের সূচনা থেকেই দারুল উলুম দেওবন্দের প্রবীণ-নবীন নেতাদের কল্যাণের আশ্রয় চেষ্টা এই ছিল যে, ভারতের অকল্যাণের পরিস্থিতির মুকা-মুকাইর মাধ্যমে এই একতলাকের দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায়। এতে ভারতের যেকোনো জন এবং সবাই বিশ্বের মুসলমানদের জন্য মুক্ত হবে।

উপরন্তু উক্ত একতলাকের ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দ বারবার ঘোষণা দিয়ে আসছে; যে, এটি ভারতের আভ্যন্তরীণ ও নিজস্ব প্রশাসনিক (এজেন্ডার) বিষয়। এতে দারুল উলুম দেওবন্দের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। যেহেতু বীম উলুম ও আহকামের সাথে এই ক্ষেত্রে কোনো সম্পর্ক নেই দারুল উলুম দেওবন্দের মূল কর্মব্যাপ্তি ও কর্তব্যভারীত্ব ইনি এদের ও আহকামের তালিম, তাকরীম, তাকরীম ও প্রশাসন। সেহেতু ভারতের এই একতলাকের ব্যাপারে দেওবন্দের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের যেতদুদান বা পৃষ্ঠপোষকতার কিছুমাত্র দাবি নেই। খসরু ভারতীয় জাতিগত অকল্যাণের এই একতলাকের সঠিক সমাধান করতে পারেন।

দেওবন্দের এই পক্ষপাতহীন সিদ্ধান্ত বারবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও এক প্রেরিত দোক এটি প্রমাণ করতে অপটের চেষ্টা করে যে, দারুল উলুম দেওবন্দ জাতিগত এই একতলাকের মুহুর্তে বিশ্বের এক পক্ষের সমর্থন চেয়েছে। যৌথিক এই অপটের দ্বারা দারুল উলুম দেওবন্দকে স্পর্ধিত করা হচ্ছে জরুরে কটাই, বিশ্বব্যাপ্তি আসছে। খসরু জাতিগত চায়ে, আসলে দেওবন্দের অবস্থানটা ঠিক কালেই দারুল উলুম দেওবন্দ আরেকবার শুভ ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে যে, বর্তমানের ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে দেওবন্দের সামান্যতম সম্পৃক্ততা নেই। এই প্রতিজ্ঞা (ভারতের আভ্যন্তরীণের) উক্ত দল থেকে একটি সমস্ত দ্রুত বজায় রেখে চলবে। উদাহরণ মিলেদের সমাধানের অঙ্গ পর্যন্ত করে পৃষ্ঠপোষকতা করবে না। ঠিক দাওয়াত ও ভারতের দরজা বা দারুল উলুম দেওবন্দের উপরও রয়েছে সে বিষয়ে দেওবন্দের তর থেকেই মুসলিম জাতিগত আভ্যন্তরীণ

مسلماں کے لئے جو کچھ ضروری ہے اس پر آمادہ ہو کر آئیں گے اور اس کے لئے جو کچھ ضروری ہے اس پر آمادہ ہو کر آئیں گے۔

آغا محمد علی خان صاحب

مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

۱۹۰۸-۲۰۱۹



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband, U P, India

۱۹۰۸

۱۹۰۸

۱۹۰۸

ایک ضروری ضابطہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا و رغبت کے لئے وقف کرے اور اس کے لئے جو کچھ ضروری ہے اس پر آمادہ ہو کر آئیں گے۔

۱۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا و رغبت کے لئے وقف کرے اور اس کے لئے جو کچھ ضروری ہے اس پر آمادہ ہو کر آئیں گے۔

۲۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا و رغبت کے لئے وقف کرے اور اس کے لئے جو کچھ ضروری ہے اس پر آمادہ ہو کر آئیں گے۔

۳۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا و رغبت کے لئے وقف کرے اور اس کے لئے جو کچھ ضروری ہے اس پر آمادہ ہو کر آئیں گے۔

۴۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا و رغبت کے لئے وقف کرے اور اس کے لئے جو کچھ ضروری ہے اس پر آمادہ ہو کر آئیں گے۔

۵۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا و رغبت کے لئے وقف کرے اور اس کے لئے جو کچھ ضروری ہے اس پر آمادہ ہو کر آئیں گے۔

۶۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا و رغبت کے لئے وقف کرے اور اس کے لئے جو کچھ ضروری ہے اس پر آمادہ ہو کر آئیں گے۔

۷۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا و رغبت کے لئے وقف کرے اور اس کے لئے جو کچھ ضروری ہے اس پر آمادہ ہو کر آئیں گے۔

۸۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا و رغبت کے لئے وقف کرے اور اس کے لئے جو کچھ ضروری ہے اس پر آمادہ ہو کر آئیں گے۔

۹۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا و رغبت کے لئے وقف کرے اور اس کے لئے جو کچھ ضروری ہے اس پر آمادہ ہو کر آئیں گے۔

۱۰۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا و رغبت کے لئے وقف کرے اور اس کے لئے جو کچھ ضروری ہے اس پر آمادہ ہو کر آئیں گے۔

۱۹۰۸

۱۹۰۸



বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের ভারত সফর

পূর্বোক্তাধিত বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের ১৫শে ডিসেম্বর ১৯১৭ তারিখ বঙ্গ ফজর দেওরকের আকসৌন হযরতদের সন্ধ্যা বৈঠক হয়। বৈঠকে দেওরকের মোঃওমি়া সাহেব ও আবদুল হামিদ সাহেব বলেন যে, মুসা আ.-এর বিষয়টি প্রকাশ্যে এলাহে কবুল করলে আমাদের কোনো আশঙ্কা থাকবে না। একই দিনে প্রতিনিধিদল নিজাবুল্লিন মার্কাজ মসজিদে যান। প্রতিনিধিদলের সমস্যার পরামর্শ মোতাবেক মফলান সাদি কামলজী সাহেব নিজাবুল্লিন মার্কাজে এই দিন বঙ্গ এল দায়াতুল সাহায্য পড়ার পর প্রায় ১০০০-১৫০০ জনের সম্মিলন (যেখানে ১০-১২ টি ঘোলের মেহমানও উপস্থিত ছিলেন) প্রকাশ্যে এলাহী কবুল করেন। এতে প্রতিনিধি দলের সবারই এতশুকন (সফাতি) প্রকাশ করেন।

হযরত শাহুলানা সাদ সাহেবের এলাহী কবুল

আমায় মিরে তাই ও যদুবা।

ইলম হলো আমাদের মাপকাঠি। ইলমই আসল উদ্দেশ্য করেন বা নেতা নিজেই সমস্ত কথা ও কাজকে ইলম ও উলমাসের সামনে পেশ করে। উলামারা ইমাম ও নেতা আর উম্মত মুকামি। উলামার অনুসরণীয় এবং উম্মত অনুসরণকারী।

উলামায়ে কোরাম এই কারণে অনুসরণীয় যে, ইলমই হলো আসল ইমাম এবং সব কথা, কাজ ও আমলই ইলমের অধীন। আমাদের প্রতিটি কথা, কাজ ও আমলের ক্ষেত্রে যেটি কথা আমাদের প্রতিটি পরকক্ষে উলামাদের করবাবি ও উলমের দিক-নির্দেশনা মেনে গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। এটিই হলো মৌলিক কথা। কেবল ইলম ছাড়া আর সচই দুর্বলতা এবং পথভ্রষ্টতা।

তাই আমাদের সব কথা, কাজ ও বয়ানে দেখা উচিত এই বাস্তবে উলামারে কোরাম কী হলেন? সাহাবারে কোরাম ও খেলাফারে হাদিশলর এই বিষয়ে সর্বাধিক ভর করতেন। উলামা নিজেদের আমাদের কুলম্বর তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিতেন যে আমরা এই কথা ও কাজ ইলম অনুযায়ী হচ্ছে, না কি ইলমের পরিশপ্তী হচ্ছে?

আমি ভূমিকা বহুগুণ কথাগুলো আরজ করছি। কারণ, কখনো কখনো বয়ানের মধ্যে এমন জিনিস এসে যায় বা কোনো-না কোনোভাবে আঁধার আ-এর পাবিত্রতা, সত্যতা ও হাদিসের পরিশপ্তী।

যেমন আমরা বিষয়টিই করছি। বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন বয়ানে হযরত মুসা আ.-এর প্রসঙ্গ এসেছে। বিশেষত উনার ব্যক্তিগত (ইনফেরাদি)

আমলে নিপু হলে যাওয়া। এ ব্যাপারে বরান করা হয়েছে। এমন যে কোনো কথা যার দ্বারা আদিয়া আ-এর বড়ত্ব, মহাত্মা মর্যাদা ও উনাদের ওপর আল্লাহ প্রদত্ত দারিত্তের ব্যাপারে সামান্য সন্দেহের সৃষ্টি করে তা থেকে সর্বান্ধায়ই রক্ষা করা উচিত।

এই ঘটনার বেহেতু নির্নিশ্চিতভাবে এদিকে ইঙ্গিত আছে যে, মুসা আ উনার নীর জাতি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণে উনার জাতি গোমরাহ হয়ে যায়। (নাউরুবিয়াহ)। এতলের বরান করা বা এর পক্ষে দলিল পেশ করা উচিত না। বরং সব সময়ে এই ধরনের কথা পরিহার করা উচিত।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, যে, আদিয়া আ উনাদের উপর অর্পিত দৃষ্টি দারিত্ত তথা দাওয়াত ও ইবাদত পূর্ণতরবেই আদায় করেছেন। এ কথার সাবাল্য সন্দেহও হওয়া উচিত না, যে, কোনো একটি ক্ষেত্রে উনাদের ত্রুটি বা ক্রম্যত ছিল। তাই বরানের মধ্যে কোথাও যদি এ ধরনের কথা এসে থাকে তাহলে আমি তার থেকে রক্ষা করছি এবং এ ব্যাপারে অন্যদেরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সাহাবায়ে কেরাম কতরা দেয়া বা কোনো বিষয়ে উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে কতই না সতর্কতা অবলম্বন করতেন!

দ্বিতীয় কথা হলো, এ কথার সমর্থন বা এ কথা সাব্যস্ত করার কোনো ধরনের চেষ্টা করা এটাও একটি ভুল বা ভুল ভা ভুল। সুতরাং এসব বিষয়ে বিশ্বাসপূর্ণ (এতেকাদান) ও স্বীকৃতিমূলক (কওলান) উত্তর দিক থেকেই রক্ষা করা উচিত।

তাইয়েরা আমার!

ভালো করে শুনে নিব। আমি বলি ভাবনা দাওয়ালা উলমাদের কেরামকে উত্তম বিনিময়ে দান করুন। কেননা, এ ধরনের ভুলের ক্ষেত্রে শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন।

সুতরাং এ কথা বুঝ ভালো করে শ্রবণ রাখবেন, উলমাদের এমন দৃষ্টি আকর্ষণ করা বা সতর্ক করার ক্ষেত্রে তাদেরকে নিজের প্রতি অনুগ্রহকারী (মুহসিন) মনে করবেন। নিজের কথা সাব্যস্ত করতে গিয়ে তাদেরকে প্রতিপক্ষ মনে করা চরম মুখতা ও বোকামি।। উলমাদেরকে সব সময় মুহসিন মনে করা আর এই কথা সর্বজন বারিত যে, যিনি ভুল করে দেন তাকে সব সময় অনুগ্রহকারী মনে করা উচিত।

সাহাবায়ে কেরাম ভুল করে দেয়ার জন্য লোক নির্দিষ্ট করে রাখতেন। হজরত মুআবিয়া রা, পরপর চার বছর এই যোষণা দেন; যে, (গনিমত বা বাইতুল হালের) সম্পদ আমার। আমি যাকে ইচ্ছে দিব, কাকে ইচ্ছে

দাঁড় না চার জুয়া পর হয়ে গেলেও কারো এই হুমকি মরনি, যে উনার এ কথাই তুল ধরে দিবে।

পরবর্তী জুয়ার ঠিকই এক ব্যক্তি নির্ভিয়ে হাজারও মুহাব্বির কণা প্রতিবাদ করে বললেন আবদীল মুহিবিনের কথা সঠিক না। সম্পদ তো আব্দুল ও আব্দুল হার রাসুলের। উনাদের জুয়া অনুযায়ী ই সম্পদ বরচ হবে।

হাজারও মুহাব্বির বা আমাছের পর উনাকে নিজ আমরাহ ভেঙে পাঠালেন। তখন উপস্থিত সবাই চেঁচোল-এই বুঝি উনার উপর উত্তম মধ্যম ওক হবে। কেন উনি আল বর্জিয়ে কথা বলতে বলেন?

ওই ওই ব্যক্তি চিত্তের পিঠে চিত্ত চিঠি দেখতে গেল। হাজারও মুহাব্বির ও উনার কলসেন, আবদীল মুহিবিন আবদীল মুহিবিন উনি আমাকে ওক জীল দিয়েছেন। আব্দুল উনার শক্তি ও নিরাপত্তা রাখুন। আমি মরতে কলসিলম।

উত্তরের যে মহান জিহাদি আমরা উপর রয়েছে কেউ যদি আমরা তুল না ধরে দেয় তাহলে এর মধ্যে কোন কলসি থাকতে পারে? উনার এককোই এমন ব্যক্তি তৈরি করতেই যারা উনাদের কলসি ওক দিয়ে দিবে। যার কলসি হাজারও মুহাব্বির বা চার জুয়ার একই খোলা করেছেন।

কতে কেউ উনার তুল ধরিয়ে দেয়। তাই যেসব উল্লম্বা হোয়াহের তুল ধরিয়ে দেয় তাদেরকে অনুগ্রহকারী মনে করবে। আব্দুল আহলে হক উলামাদের উত্তম প্রতিবাদ গেল। উলামা এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে সতর্ক করে আসছেন যা বর্ণনা করলে আদিয়া বা এর সত্তা, পরবর্তী ও মরাদ্দ সামান্যতম আঁচড় লাগে, তুল ধরবার সুবিধা হয়।

একপর বাংলাদেশে এসে প্রতিবাদি মলের হেফাজতের ওল্লম্বা হাজারও মরাদ্দা শামি সাহেবের উপর দেওকলের আছা নেই বলে জানান। এই খুদে তুলে হাওয়ালা শামি সাহেবকে বাংলাদেশে এলেও ইজতেমার যেতে দেয়নি। কাকরাইল থেকে কেবল দেয়।

দ্বিতীয়বার এলানী রুজু

হাওয়ালা শামি সাহেব বাংলাদেশ থেকে চলে যাওয়ার আগে কাকরাইল ফরাসি জুয়ার শামি সাহেবের পর আবদুল প্রকাশ বর্জ করেন। যেটি এমন আমাদের কাজ হলো বয়ান করা। এখানে অনেক সময় তুল হয়ে যায় কোনো কথাই যদি শেষ হয়, সে বক্তব্য আমি প্রত্যাহার করছি। এটি আশেও করছি, এখনও করছি।

পত ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ দারুল উলুম দেওবন্দ মাওলানা সা'দ কান্ধলভির ব্যাণারে মড়ুন ঘোষণা দিয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দ তাদের অবস্থান স্পষ্ট করার ঘোষণা দিয়েছে এভাবে-

মাওলানা সা'দ-এর ব্যাণারে দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান

বিসমিহি তা'আলা

ইজরত মুসা আ এর ঘটনার ব্যাণারে মাওলানা মুহাম্মদ সা'দ-এর কল্প ঘোষণার পব বিসত কদিন ধরে দেশ-বিদেশের অনেকেই দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান জানতে নিয়মিত প্রশ্ন করে করে যাচ্ছেন।

যার প্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, শুধু মুসা আ ঘটনার ব্যাণারে মাওলানা সা'দ এর কল্পনামা আশঙ্ক হওয়ার মতো কিছু দারুল উলুম দেওবন্দের [পূর্ব ঘোষিত] অবস্থানে মাওলানার বেই আদর্শিক ওমরাহির উপর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল, তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া সম্ভব না।

কারণ, একাধিকবার কল্প করার পর তাত্ক্ষণিকভাবে মাওলানা সা'দ এমন বয়ান করেন যাতে আগের মতই ইজতিহাদসুলত ভিন্নি, তুল দলিল উপস্থাপন ও লাওয়াত সম্পর্কে তার নিজস্ব চিন্তাধারার উপর কুরআন-সুন্নাহর তুল প্রয়োগ দেখা গেছে।

যার কারণে শুধু দারুল উলুম দেওবন্দ সফ্রিই উনামায়ে কেবামই নয়, অন্যান্য হকপন্থী আলেমগণও মাওলানার সাময়িক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে চরম অনাস্থা প্রকাশ করেছে।

আমরা মনেকরি, আকাবিরদের চিন্তা ও আদর্শ থেকে সামান্য বিচ্যুতিও তীব্র ক্ষতিগ্রস্ত কারণ।

মাওলানাকে অবশ্যই নিজ বয়ানে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পূর্বসূরীদের পথ এড়িয়ে শরিয়তের ভাষা থেকে নিজস্ব (মতামত) ইজতিহাদের এই ধারাবাহিকতা বন্ধ করতে হবে। কেননা মাওলানার এই মূল্যচ্যুত ইজতিহাদ দেখে আমাদের মনে হচ্ছে, আগ্রাই না করুন! তিনি এমন একটি দলের সৃষ্টি করছেন যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ; বিশেষত আমাদের পুণ্যজ্ঞা পূর্বসূরীদের মতাদর্শ বিরোধী হবে। মহান

আল্লাহ আমাদের সবাইকে আকাবির-আসলাফের পথের উপর অবিচল রাখুন। আমিন।

যারা দারুল উলুম দেওবন্দের কাছে বারবার শরণাপন্ন হচ্ছেন, তাদেরকে পুনরায় বলা হচ্ছে তাবলিগ জামাতের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের সঙ্গে দারুল উলুমের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রথম দিন থেকেই আমরা সেই ঘোষণা জানিয়ে আসছি। তারপরও যখনই কারো ভুল চিন্তাধারা ও মতাদর্শ সম্পর্কে দারুল উলুমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে দারুল উলুম সবসময় উম্মাহকে পথ দেখানোর চেষ্টা করেছে। এ কাজকে দারুল উলুম নিজের ধর্মীয় ও শরعی দায়িত্ব মনে করে।

ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছেন,

১. মাওলানা আবুল কাসেম নোমানি (১৩ জুমাদান উলা ১৪৩৯ হিজরি)

২. মাওলানা আরশাদ মাদানি

৩. মুকতি সাঈদ আহমদ পালনপুরি

দেওবন্দের ছাত্রদের চিঠি

বিস'বন্দার কামারানব হাফিজ

মোহাম্মাদীন ও মোকাররামীন আহলে ক্বজ ও দারুল উলুম দেওবন্দের
ও লাহোরবন্দ

আসসালামু আলাইকুম ওয়াবাহিমুদুয়াহি ওয়াবাহাকুমু

(লেখকগণকে আল্লাহের কাছে হাদিসের সোহাই ফিরে ফলাত আশ্রয়কর
সময়ের সাক্ষরতা ও শত দারুত' থাক লগ্নেও এই অনুশিষ্টটি পড়বেন ও
কোনো সিদ্ধান্ত নিবেন)

আরও এই যে নিঃসংকে'র অনুরূপ সকল ইচ্ছা এই দারুল উলুম
দেওবন্দের ইলমের জন্যই হিমেবে যেমনএর যুগে উন ও পরিত্রের
আশ্রয়কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় মহাপা নিবেছেন। বহুধর জনসংখ্যক ও বিশিষ্ট
মহলের অন্তরে এর গ্রহণযোগ্যতা জামিয়ে নিবেছেন। এমনকি দারুল উলুম
দেওবন্দের যে কোনো শরী' বিবরণে বিচারকের মর্যাদা মেনে' হয়।
তেমস অপর্ণনিকে বিবের বহর প্রাথের এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই তারানবের
বিশ্বজনীন ব্যাপক উপকারিতাকে অবীকস করিতে পারেন ন। জ্ঞান জ্ঞান
বীক'র কল- যে মানব সমাজের জামলী কীকন ব্যাপক জাকারে সুসংগত
করিতে তারানব জামহুর ব্যাপক কৃমিক' প্রকৃষ্টি কিত্ত সামগ্রিক হুন্দের
করণে উচ্চতর এই মর্যাদার উচ্চতর বড় কর্তব্যের হুন্দের আওতায়
এই হুন্দের প্রতিষ্ঠান প্রকট আকারে ধারণ করিতে যাজে। দেখা যায়, একই
মর্মান্তকসে কাল করিয়েওলা সামগ্রিক পরিস্থিতির পর্যায়ে চলে
যাজে। বর্তমানের এই বস্তব চিত্র সুস্পষ্ট প্রকৃষ্টির সন্দেহতা প্রত্যেক
ব্যক্তির কাছেই একটি চরম ওয়াবহ, হুন্দের ও পরিচালনের বিষয়।

চিন্তায় বহর হুন্দের এই শেষ পর্যন্ত এই হুন্দের ও কামারান থেকে হুন্দের জাতি
কিত্তরে মুক্তি পেতে পারে? কিত্তরে এই তারানব জামহুর পুনরায় আসের
হিনের মতো এলী'র নিইন ইকো কিত্তরে এসে নিজ লক্ষ্যমাত্রায় দায়ী হয়?।
বিস'বন্দে এই বহুর লক্ষ্য উন ও পরিত্রের মর্যাদা দারুল উলুম
দেওবন্দেরই ছিল। আজও আজ। যেন হয় বা এই বড় পারিত্র কো'না
জাতি বা দল বা প্রতিষ্ঠান নিয়ে তরীমার্সও এই সমস্যাটির কোনো
চিঠিবাতক সমাধানে পৌঁছেবে।

কিত্ত লাকসোস মত 'লাকসোস' এটি অরেক সেক' জামহুর হুন্দের দারুল
উলুম দেওবন্দের কর্তৃত্ব করতে সামান্যতর সময়ের সুযোগকেন্দ্র হুন্দের

মাওলানা সাহেবের কাছে ঐশ কক্কুনামা চাওয়া হলো। আর তিনি সরাসরি
শুধি ও অকস্মাৎ ঐশ কক্কুনামা দিলেন। যেখানে দুসা আ এম বাপা'র
নিজের পূর্বকার ব্যবসায় বসানত থেকে বিনা উত্তর ও তবিল কক্কু
কবলেন। তারপরও দারুল উলুম ত কবল করেন।

এখন বলুন কোন শরিয়তে? উনার এই কক্কুনামা বদ করে দেওয়ার
অনুমতি দেয়? ফিকহ শায়ের কোন অনুমতি এই কক্কুনামাকে যথেষ্ট না
বলে ঘোষণা করে?

সুন্নত ও শরিয়তের গ্রহণী মস্তেদর।

লেখকরা মাক্ক চোর পরিচর বহন করি মাক্ক উলুম কি শরিয়তের
শাসন না? শাসন উলুম কি শরিয়তের উত্তর? শরিয়তের সীমারেখা
পেঁিয়ে যাওয়া কি কারো জন্য জরাজ? এখন নতুন বক্তা লগিয়েছে।
মাসংগুতা তার কক্কুনামা যায় না কক্কু, মাওলানা সাহেব ম্যান করেছেন
জাম মক্কাম। ফাতেই খেলা মজমাং কক্কু (নাকে বক্ত) দিতে হলে এই
লিখিত নাকে বক্ত গ্রহণযোগ্য না। যদি এই প্রত্যাবন কক্কুই হতে তাহলে
পূর্ব সবপর ও বান কক্কু করা হলো তাহে তো এ ধর্মের কিছু দারুণ করা
হলো না? (ও তখন শরিয়তের এই কক্কু নাকো হবনি?) বলা হয়েছিল
চুধ লিখিত কক্কুনামা বাপা এখন এই (বিনা উত্তর ও তবিলওয়ালা)
গ্রহণযোগ্য কক্কুনামা নতুন শরিয়ত নাজিল হালা?

এখন এই কথা বলা যে, আমাদের দেওবন্দের পক্ষ থেকে চিঠি চান্দচলি
পূর্ব শেষ হয়ে গেছে এটি ফেটন বহের দলিল না। কেননা পূর্ব যখন
দিন দিনটি কক্কুনামা অনুপস্থিত হলে চান্দচলি তখন লবা লবা অনুর্কিল
খুব ফলাও করে লেখালেখি স্থাপস্থাপি করা হয়েছিল (দোষ ছড়ানো
হয়েছিল) আর যখন ঐশ উপযুক্ত কক্কুনামা এলো বা বার আলমী হাজমা
দমন করে দেয় যেত তখন লেখালেখি বন্ধ হয়ে গেল। মাওলানা সাহেব
সফটী প্রাণ পনহাবে জানানো হালা না। কেননা দেওবন্দ তো এক
পক্ষের, আর অরেক পক্ষের নামে হাজমা জিন্দা থাকুক।

আবদুল হযরত।

আমের এই কক্কুনামা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? যেখানে কক্কুনামা
উপর দলবতকারীদের কয়েক হযরত এটাক কাবলে কবল (গ্রহণযোগ্য) মনে
নকেন। যাদের মধ্যে আছেন বহরুল উলুম হযরত আবদুল মাক্কান নেওয়াজ
উলুম প্রাণই, ইবনে হজাজ শাহ মাক্কান হারাকত বহমান আকমই, মুফতি
ইউসুফ সাহেব শুওনী (মোহাম্মদ দারুল উলুম), মুফতি মাহমুদ ই মাল

কুলদলহরী, মুকুতি মহেন্দ্র ইসলাম এলাহাবাদী, মুকুতি কবরুল ইসলাম সৌরভপুরী, মুকুতি ওকাল সাহেব নারায়ণী প্রমুখ উগ্রোচ্চৈশ্বর্য, বাহ্যিক মধ্যে কেউ কেউ কঠোর বের করার ব্যাপারে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।

আবো প্রকাশ হাকে যে, শুধু এই সামান্যটা কথা বলে নেওকতি যে আমরা কোনো এক পক্ষের বই। উভয় দল থেকে একটি সমান দৃষ্টি বজায় রেখে চলছি। এসব কথা মোটেও উপকারী না। কেননা একপক্ষ এখনো মায়ুল উলুমের নাম ব্যবহার করছে। কেননা সম্পর্কিত রাজস্বালপরে একটি এজেন্টমা হয়ে গেল। সেখানে কুলুটিল বিস্তারন হয়েছিল। এতে কলা ছিল, মরুল উপম আমাদের সাথে আছে। আর থাকল উলুম হাওলাদা সীতার কাশাণে কাগ্রে করা অবস্থানের উপর এসেছে।

হবরিতে আছেন জা:

‘মাকুল উলুম দেওবন্দ’ শুধু মুকুতি আবুল কাসেম নোহাবী সাহেব ও তার কিছু হাওলাদার নামের সমষ্টি না। মাকুল উলুম উল্লেখের মূলতাত্ত্বিক (মিথিলা) অমানত। আর এই আদানতের পাহারাদারী আপনাতও পরিচি। তার আওমক ও ওকাল বজায় রাখা আপনার জিন্দাদারী। এর ইনি ও শরী কেরী থেকে যাওয়া আপনার শির। কাজেই আমরা আপনার কাছে ঐ দুঁপিয়ে ওঠা উল্লেখের মনোবেদনা নিয়ে কর্তব্যসীম চিন্তা চাচ্ছি যে, উল্লেখের মধ্যে আর অর্ন্তরক বোকা ওঠার সুযোগ নেই।

আমাদের ওয়াস্তে। মাকুল উলুমকে পক্ষ বলা থেকে বাঁচিয়ে দিন। আর এই অবলা অবস্থার সমস্যার সমাধানে প্রতী হেন। কমপক্ষে হাওলাদা সাদ সাহেবের রকু নামার জবাবের দৃষ্টি ‘নির্দেশ দায়’ প্রকাশন চালু করুন। প্রথমত এটি শরীয়তের তাকাজা।

কিটীয়ত এতে ইনশাআল্লাহ একটি বড় অংশের হলাত গ্রিক হয়ে যাবে।

হে আদাহ। এলেম ও মরিকতের মার্কাত উল্লেখ মালারেস দেওবন্দকে ও হেদারেক ও এরপালেশ মার্কাত আলোড়নালী মসজিদ হজরত নিজামুদ্দিনকে তাদের পরাম্পরের সম্পর্ক পাড় করে দাও। আর উলুম মার্কাতের সুবাদান অকবেরকে চলার উলুম জমা করে দাও। আর উলুমের মধ্যে বাহ্যিকের সমুদ্রসম দৃষ্টি সৃষ্টির পঁয়তাল নস্টার করে দাও। মিলিতে ইসলামিয়াকে উভয়টির সাথে জুড়ে দাও। আমিন ইয়া রব্বাল আলমিন।

মাকুল উলুম দেওবন্দের ছত্রবৃন্দ

১১ই সফর ১৪৩৬ হিজরী মোতাবেক ১ম নভেম্বর ২০১৭ ই

(আমাদের কাছে উর্দু ভাষি আছে। এখানে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো)

হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেবের কিছু আশ্চর্যকর বক্তব্যের হাকিকত

হজরত মাওলানা সাঈদ সাহেবকে ভারতের দেওবন্দ থেকে আশ্চর্যকর বক্তব্যের ব্যাপারে উন্নত দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি দেওবন্দ হাদিসের চাহিদা মোতাবেক চারবার লিখিত রক্তুনামা পেশ করেন এবং ভবিষ্যতে ঐ ধরনের বক্তব্য থেকে নিবৃত্ত থাকতেন মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি এরপর গত ২৫ ডিসেম্বর-২০১৭ তারিখে ভারতের নিজামুদ্দীন মার্কাফে এবং সর্বশেষ গত ১২ জানুয়ারি-২০১৮ তারিখে ঢাকার কাকরাইল মসজিদে হাফেজ হাজার মানুষের সামনে এলাই রক্তু করেন। এসব বক্তব্যের তথ্যে বেকর্ত বিচ্ছিন্ন মিডিয়াসহ তবলিগের বিশুল সংস্কৃত সাধির কাছে সংরক্ষিত আছে :

এতদূর রক্তুনামা পেশ করার পরও তিনি (হজরত মাওলানা সাঈদ) একই ধরনের বক্তব্য আবার দিয়েছেন বলে যে অভিযোগ উঠেছে আশাকরি এমন কোনো প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবেন না। প্রমাণহীন অভিযোগ মিথ্যারই নামান্তর যা কখনই কুরআন হাদিস সহিত না এমনভাবে যায়, বাংলাদেশের কিছু উলামায়ে কেরামের এ বিষয়ে সমালোচনা ও বিরোধিতা করা কি অদৌ সমীচীন হচ্ছে?

নিজের বক্তব্যের সমর্থনে অকস্মিক মলিক, প্রমাণহীন খবর শুধুও উল্লেখ মধ্যে আশোষে জোড়-মিল বলার ব্যর্থ বর্ষে হুজুর মাওলানা সাঈদ সাহেব একাধারে রক্তু করেছেন যা নিম্নলিখিত উপর উল্লেখ্য পরিত্যক্ত বহন করে এবং এটি দাওয়াত ও তবলিগের মেহনতের প্রধান বৈশিষ্ট্যও বটে। প্রথম রক্তুনামায় তিনি উল্লেখও করেছেন এতদূর দলিল প্রমাণ পববর্তীতে দেওয়া হবে কিন্তু নাকল উলুম দেওবন্দের আশ্চর্যকর তিনি দ্বিতীয় রক্তুনামায় তা থেকেও দূর সরে এড়েছেন। তাই নিজামুদ্দীন মার্কাফ থেকে এসব আশ্চর্যকর জবাব আর তৈরি করা হয়নি বা উনি করতে দেননি। তবে ভারতের অন্য ওলামা হজরতরা দাবি ছিলেন না। ওনারা এসব কথাই তাহকিক করেছেন। উল্লেখ্য মধ্যে এমনই একজন হলেন, ভারতের বিখ্যাত মাযাহিরে উলুম (মাদ্রাস) এর মোহতামম মাওলানা মুহাম্মদ সালহান সাহেব দা বা। তিনি প্রত্যেক অভিযোগের জবাব দিতেছেন দলিল দিয়ে, পড়ুন সেগুলো। জানাতে পারবেন অনেক অজানা তথ্য।

হযরত মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ

মাওলানা মুহাম্মদ সালমান সাহেব দা.বা.
মোহাম্মাদিয়া, বাবাহারে উলুম (মাদরাসা), সাহাবানপুর (ইন্ডিয়া)
তারিখ ২২/০৩/১৪৩৬ হি.

نحمدك ونصلی علی رسولك الکریم

আমার প্রিয় সাদ সাহেবের বিগত জীবদ্দশা এখানের মধ্যে নির্ধারিত কিছু অভিযোগের ব্যাপারে আমি আমার কতিপয় বন্ধুকে এঁদকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। যে, মাওলানা সাদ সাহেব তাঁর উপর আরোপিত অভিযোগের ব্যাপারে। লিখিত বক্তব্য তাঁর বয়ানতল্লার মূলসূত্রের যে সর্বাংশ দিয়েছেন তা সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ় ইশারা-মূলক। আপনরা বিচারিতভাবে এর তাৎপর্য করূপ এবং বিশেষভাবে হেয়ারেল্লতলা জমা করুন। এতে ব্যস্তবেই তাঁর সংশোধনযোগ্য কিছু অংশে এঁকে সংশোধন করা হবে। যাতে উল্লেখের মধ্যে তুল করা ছড়িয়ে না পড়ে। বন্ধুরা এর তাৎপর্য করে সূত্রসহ জমা করুন। এখন ধারাবাহিকভাবে অভিযোগগুলোর বচন বা সন্ধান শেষ করা হচ্ছে

১-২ নং অভিযোগ: মাওলানার বয়ানতল্লার নির্ধারিত কিছু অংশের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের অভিযোগ হলো, তিনি মনগড়া তাকসির করেছেন এবং নবীদের শায়র বয়াদবিমূলক কথা বলেছেন।

জবাব: তাকসির বিত ব্যয় হলো, কুরআনে কারিমের ওর্ষ ও উকুল্যাকে সম্পষ্ট করার জন্য বিবেক নির্ভর এমন কথা বলা, কুরআন-সুন্নাহর সাথে যাব কোনো সম্পর্ক নেই। এটিই হলো মনগড়া তাকসির।

মাআরিফুল কুরআন হচ্ছে (১ম বন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭) আল ইতকান গ্রন্থের হাওরাল দিয়ে তাকসিরের উৎসমূল হিসেবে কুরআন, হাদিস, সাহাবীদের উক্তি, তাবেরীদের উক্তি ও আরবি ভাষাকে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে যে, তাকসিরের শেষ টিপস হলো গবেষণা এবং এতদ্ব্যতীত বা উদ্ভাবন।

কুরআনে কারিম হলো সুস্বচ্ছ জ্ঞান ও রহস্যের এমন কুলহীন সাগর যার কোনো সীমা বা অন্ত নেই। যাকে অন্তাহ ইসলামী জ্ঞানের মধ্যে দূরদৃষ্টি

মন করেছেন তিনি। এর মাহাত্ম্য সহ বেশি চিত্রা জিজ্ঞাস্য করবেন তার সমস্ত
স্বাধীন জ্ঞান ও বহুসংখ্য লক্ষ্য লক্ষ্য লিখিত উদ্দেশ্যিত হবে। ওই
তাকসিমকারকরণ সিজাহ তাকসিম গ্রন্থে পরেবলালক্কে তাদের মতামতও
উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ ভেস ও স্বাধীন জ্ঞান তখন প্রাথমিকোপায় হবে স্বাক্ষর
উপার্জিতার্থে উৎসর্গের সাথে সংঘর্ষিক না হয়।

নবীমের জা ইসরাইল যা ওমর মুক্ত হওয়া এই স্পন্দকাতর হাসজালাত
গোমারে কেবালের 'কবু' উচিত উল্লেখ করছি। আদ্যাব্দ কুমদুর্কা সহ পীর
তাকসিম গ্রন্থে (১৪/১৫২) বলেন, কো'না কোনো মুতাবাখা'বরন যা নিকট
অজীভের ওলামাল্প বলেছেন, এটি কল যেতে পরে যে, আদ্যাব্দ পাক
কো'না কোমো নবীর ওনার সংঘটিত হওয়া, তাদের প্রতি ওনারেব নিসবত
করা এবং এর উপর তাকসিমকে তিবক্কত করার বিষয়টি মিথ্যার কারণে
এবং এ ব্যাপারে বলেছেন যে এটি তাদের লক্ষ্যের কারণে হয়েছে এবং
তারা এর থেকে পরহেজ হয়ে তওক্ক এতদ্বারা করেছেন। এটি এত
জাবপার নির্ভর হয়েছে যে, সবগুলোকে দুর্বলত তাকসিম করা নয় না। যদিও
কোন কো'নাটিকে তাকসিম করা যায়। এতলে ওানের উচ্চ মর্ভবাকে
ঘাটো করে না বরং এগুলো তাদের থেকে সংঘটিত হয়েছে অজান থাকে,
কুলবন্দ বা নিজস্ব বিপরীত কাখ্যান কারণে। এই কাজগুলো অন্যদের
জন নেতাকার হলেও তাদের জন্য ছিল ওনার কেননা তাদের মর্ভবতা এবং
মর্ভবতা অনেক উপরে। সেখা হাত উজ্জব বা মর্ভীমের এমন বিষয়ে থাকবাও
হয় যা লাখগুণ মানুষ করনে পুংকৃত করা হয়। এ কাজেই নবীম
কিয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবেন জানা সন্তেও জীব সন্তত থাকবেন আর
এমনটিই তাদের জন্য স্বাক্ষর উচিত হযবত কুমাদম বহু কত সূন্দর
বলেছেন, সাধারণ নেক লোকদের ভালো কাজ কৈকটানীমদের জন্য ওনার
সমতুল্য। ওই কুরআন খসিত কো'না কো'না নবী গ্রা' থেকে ওমরই হয়ে
হওয়াব সাক্ষ্য দেয় 'কবু' এটি তাদের মর্ভবতাকে খটে করে না। তাদের
মর্ভবতাকে প্রতিসূক প্রমাণ করে না বরং এটি তাদের জন্য অতিপবন,
নির্বচন, পবনসংকলন, প্রাণসং, আত্মসংলোভন, মনোবল্লব ও ভালোকে
বিশেষাঙ্গিত করেছে আল্লাহ্‌হিবুস সলাম।

এ ব্যাপারে আদ্যাব্দ আদ্যাব্দ'র পাঠ জানীকী বহু তার জরজুল দাবী
(৫/২১১) গ্রন্থে লিখেছেন, এখানে বহলা হলো, আদ্যাব্দ নবীমের জা, সাথে

খুব সম্পর্ক অর্থাৎ ভালোবাসা ও চুড়ান্ত স্নেহের বহিঃপ্রকাশমূলক এ কথাগুলো বলেছেন। কেননা কোনো জিনিস তাকেই চাপিষ্টে দেয়া যায় আর থেকে অমান্য হবে না এ আশা করা যায়। দারুণ ব্যাপারে আপনার উদ্বাস্য মেই, তাকে না কোনো দায়িত্ব দিবেন আর এর জন্য তাকে কোনো কাজকর্মি কর্তসনা ও তিরস্কার করবেন কিন্তু যে আপনার খুব অন্তরঙ্গ, আপনার ব্যাপারে তার সামান্য শঙ্কলিও গ্রহণ করবেন না এবং কম বেশির জন্য তাকে থাকড়ানো করবেন। উপরোক্তাখিত এবাবাত থেকে বুঝা গেল, কিছু জিনিস শাখারুল মানুষের জন্য জায়েজ হলেও নিকটবর্তীদের জন্য তা তিরস্কারের কারণ হয়ে পড়ার আর এ তিরস্কার তাদের আত্মার সাথে গভীর সম্পর্ক ও নৈকট্যের দলিল। এটি তাদেরকে শাখারুল মানুষ থেকে ভিন্ন বর্ণদা সম্পন্ন প্রমাণিত করে।

যে আয়াতের তাকসিরকে কেন্দ্র করে তাকসির বিবরণ আর ও ইসমতে আখিয়ার অভিযোগ করা হয়েছে, আত্মহর শব্দী—

آيت قرآني وَمَا أَعْبَدْنَاكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ سُوْرَةُ طه ٤٣

“হে মুসা! কোনো জিনিস আপনাকে আপনার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে তুচ্ছ করে আসতে বাধ্য করল?”

এই আয়াতের তাফসিরে মাওলানা সাহেব বলেছেন, হযরত মুসা আ তার কণ্ঠ এবং জাম্বাতকে পিচনে ফেলে আত্মীয় ভাষার সাথে কথোপকথন করার জন্য দ্রুত চল গিয়েছেন, যে কারণে বনী ইসরাইলের পাঁচ লক্ষ আটশি হাজার মানুষ/সমস্যা গোমরাহ হয়ে গেছে।

মাওলানা সরহব হযরত মুসা আ -এর আত্মীয় সাংগ দ্রুত কথোপকথনের আশ্রকেই বনী ইসরাইলের গোমরাহীর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মাঝানের পূর্বসূরী অনেক গুলি মাসে কেবাম ও মুকাসমীরীনে কেবাম এ বিষয়টিকেই গোমরাহীর কারণ সাব্যস্ত করেছেন। তারপরও মাওলানার উক্ত বিবরণটির মাধ্যমে ঘটনার ব্যাখ্যা পেশ করাটা কিভাবে সোচ্চারিত হয়? বা সর্বীয় শামের খেলাফ হয়?

কেননা ইমাম রাজী তার বিখ্যাত তাকসির গ্রন্থের ২২ খন্ডের ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, এই আয়াত সংক্রান্ত আলোচনা অর্থাৎ

آيت قرآني وَمَا أَعْبَدْنَاكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ سُوْرَةُ طه ٤٣

উত্তর— কিসে আপনাকে আপনার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে তুচ্ছ করতে বাধ্য করল?

হে মুসা! يَا مُوسَى

কয়েকটি প্রশ্ন:

প্রথম প্রশ্ন: আদ্যাহ ওয়ালাহর বন্দী مَا أَغْنَيْكَ (যিহে আপনাকে তুয়া করল)।

উক্ত বিষয়ে প্রশ্নবোধক অব্যয় ব্যবহার করা এটি আদ্যাহর জন্য অসম্ভব।

উত্তর: আদ্যাহ প্রশ্নবোধক শব্দের মধ্যে বিস্ময়/অস্বীকার নিম্নরূপে প্রকাশ করেছেন। আর তাতে উক্ত বিষয়ের লক্ষ্যবস্তু অর্জনের প্রতি কোনো নিবেদন নেই (বরং তাড়াতাড়ি করার বিষয়টিই এখানে অপছন্দনীয়)।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: হযরত মুসা আ. এই অনুযোগ/অভিযোগ থেকে মুক্ত না; যে, তিনি (আদ্যাহর সাথে সংশ্লিষ্টভাবে তার উদ্দেশ্যকে রেখে/পেছনে ফেলে) অগ্রসর হওয়া থেকে নিবেদন প্রাপ্ত ছিলেন নাকি নিবেদন প্রাপ্ত ছিলেন না?

মুত্তরাং তিনি যদি নিবেদন প্রাপ্ত হয়ে থাকেন তাহলে এই অগ্রসর হওয়াটা ঠান্ডা বা অপ্রত্যাশিত হওয়া বা সম্ভব হওয়া হওয়া আবশ্যিক হবে।

আর যদি আমরা বলি, হযরত মুসা আ. নিবেদন প্রাপ্ত হোননি। তাহলে আদ্যাহর জন্য উক্ত বিষয়ে অপছন্দ প্রকাশ সম্ভব।

উত্তর: যখন তব তখনই মুসা আ. সেই বিষয়ে "কোনের নির্দেশনা" পান জি তখন নিজের বিবেক শক্তির মাধ্যমে অগ্রসর হোন। তখন তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হোননি। তাই তিনি তিরস্কৃতের সম্মুখীন হোন।

ইমাম বাইহাকী রহ. তারমনিবে বাইহাকীতে লিখেন (১২ খণ্ড ২০ পৃ)

وَمَا أَغْنَيْكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى; আর হে আমার বন্দী! অর্থাৎ তোমার কাছে তাড়াতাড়ি এসে গেছে, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও (অনুবাস সংক্ষিপ্ত তাকসিরে উম্মানী পৃ. ৬৬৮, পানবী লাইব্রেরি ঢাকা, ৫৯ চকবাজার ৫০ বাংলাবাজার)।

তাড়াতাড়ি করার কারণ বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রশ্ন বা অস্বীকার মূল্যবোধ এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, এই তাড়াতাড়িতে আদ্যাহ অসম্পূর্ণতা

পাওয়ে রব্বানী ইমাম আব্দুল কাদের জিলনী রহ. বীর তাকসিরে (মাকতাবা মাক্কাহিহা, পাকিস্তান ৩/১৫৮) বলেন, আদ্যাহ পাক মুসা আ.-

কে তাড়াতাড়ি এবং বীর কালে অধিকার উপর সন্তর্ক করে বলেন, مَا

أَغْنَيْكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى অর্থাৎ যে জাতি আপনার সাথে পূর্ণতা প্রত্যাশী, বাসেবকে পরিপূর্ণতার নৌকাতে আপনাকে পাঠানো হয়েছে, কোন জিনিস

আপনাকে তাৎসরকে ছেড়ে অগ্রে নিয়ে এলো? বরং আপনার উচিত ছিল, তাৎসরকে নিয়ে এক সাথে আসা আদ্যাহ পাক বলেন, যখন আপন

তাদেরকে ফেঁদে এলেন তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। তাদের পরীক্ষায় লড়াই করণ আপনাই, আপনি যখন তাদেরকে আপনার তাইয়ের কাছে ফেঁদে এলেন আমি শব্দের ইচ্ছাভিত্তি দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করলাম। তারা আমার সাথে শরিক সাবাস্ত করল। শব্দে স্বাক্ষর ইরানে আবাসী হয় তার সাক্ষ্যের (২/৩৫) বলেন, وَمَا أَخْبَرْتُ عَنْ قَوْمِي এ ব্যাপারে বিতর্ক কথা হলো, মুসা আ. যখন আদ্রাহর সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য পেলেন তখন তাকে বনি ইসরাঈলের মুক্তি, তাদেরকে সত্য পথ দেখানো এবং তাদের বিপরে স্বাধীনতা শরিয়তের শৃঙ্খলাভিত্তিক জ্ঞান পাঠানো হলো। তিনি তার তাই হাকিমকে বজ্রাতির জিজ্ঞাসার নিয়ে আদ্রাহর পাকের ধ্যানে নিবদ্ধ হয়ে পেলেন, অথচ তখনো তাদের ইমানের মতর্বি ও হকের উপর স্থিতি জার্মেনি আদ্রাহর পাক এ তাড়াতাড়ি জন্ম তাকে তিরস্কার করলেন। যদিও মুসা আ. আদ্রাহর নুর মর্শনে ব্যাকুল ছিলেন কিন্তু সম্মতের দাঁড় ছিল আনোর পূর্ণতা বিকাশন জ্ঞান না হওয়া। কেননা মত-মত ও ত ও পূর্ণ ইমান দ্বারা তাদের পূর্ণতা বিধান বিভেদে এতাত্মতৎ উপর স্থিতি রাখা ও যে কাজে বর্তমানের উন্নতি সূচিন্দ্র তা পলব তরুর উপর নির্ভরশীল। মুসা আ. ওকর পেশ করলেন যে, তারা ধর্মের ব্যাপারে আদ্রাহর উপর আছে যদিও ইয়াতিনের ভিত্তিতে তাদের অবস্থা তখনো পরিষ্কার হয়নি।

তারফিরের মাসহাফে (৬/১৫৬) রয়েছে, আমি বলি হুত وَفَقْتُ আমি তোমার কণ্ঠকে পরীক্ষায় ফেঁদেছি" কথাটি ধারাবাহিকভাবে আমি প্রত্যক্ষ আপনার কাছে এসেছি এর পরেই আসে কথাটি এরকম হয় যে, আপনি আমার কাছে আসার ফেঁদে তাড়াতাড়ি করেছেন এ কারণে আমি আপনার কণ্ঠকে পরীক্ষায় ফেঁদেছি, এ ব্যাকের দাঁড় অনুযায়ী তার তাড়াতাড়িই কেতনের কারণ। কেননা ৬ অব্যয়টি করণ নির্দেশক এখন কথা হলো, তাড়াতাড়ি কেন করণ দ্বারা হল? আমি বলব সম্ভবত এ কারণ যে, শরীফের দুইভাবে মানুষের হেদায়েতের মেহসাতের জন্ম পাঠানো হয়। ১। জাহিরীভাবে। তা এভাবে যে, তারা মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকবে ও আদ্রাহর হুকুম আহকাম শিক দিয়ে। ২। বাস্তবীভাবে, আর তা এভাবে যে গাইকুদাহ থেকে মানুষকে আদ্রাহর দিকে টেনে আনবে, টান ও হারিয়েতার নুর মানুষের অন্তরে পৌছে দিবে। এভাবে তাদের অন্তর ইমানের ব্যাপারে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারা হকতে হক এবং বাস্তবকে

বাকিল হিসেবে চিনতে পারবে। আর এটি সর্বতরুর মানুষের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ ছাড়া সম্ভব না। হুমকি মুসা আ. এর আশ্রয় দিকে দ্রুত যাওয়াটা যেহেতু হাচ ও মহাকর ও অত্যাচারে ভিত্তিতে ছিল তাই উম্মতের ব্যাপারে তার বাস্তবী মনোযোগ ছিল হয়ে যায়। তখন উম্মত ফেটনা ও গোয়ালদার মধ্যে পতিত হয়।

তাহসিনের কহল মাআ'আনী (৮/৫২৫) وَمَا أَغْنَيْتُ عَنْ قَوْمِي يَا مُوسَى এর শাখার বলা হয় এখানে এদিক উল্লেখ রয়েছে যে দল প্রধানের জন্য অধীন ব্যক্তিদের ব্যাপারে সর্বোপযোগীতার খোয়াল রাখা উচিত। এমনভাবে শায়েরের জন্য এমন ক'ও থেকে বিরত থাকা যার স্বরা মুরিদদের দাঁতে ক' ধারণা হতে পারে, বিশেষভাবে যখন তাদের জ্ঞানের পরিশুদ্ধতা না থাকে।

তাহসিনের কহল মাআ'আনী (৮/৫২২) এতে বলা হয়েছে যে وَمَا أَغْنَيْتُ عَنْ قَوْمِي এর L অর্থ নির্দেশক এটিই স্বাভাবিকভাবে বুঝে আসে। আর হুমকি'তে এ সনে ২৫২৩ খ্রি. এ. কে. আশ্রয় জান' সন্তোষ তার তাড়াহুড়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্য হলো তাকে সফরের আদব শিক্ষা দেওয়া আর সেটি হলো, দলের নেতার জন্য সবার পিছনে থাকা উচিত। যাতে সবার প্রতি দৃষ্টি রাখা যায়, সবাইকে আশ্রয় রাখা যায় আর এটি আশ্রয় থাকলে সম্ভব না। লক্ষ্য করুন, কিতাবে আশ্রয় পক্ষ লুত আ.-কে সফরের আদব শিক্ষা দিলেন তিনি বলেন আশ্রয় তাদের পিছনে পিছনে চলুন (সূরা হুজর ৬৫) আর মুসা আ. আশ্রয় সন্তোষ পাওয়ার জন্য দ্রুত আগ্রহ হওয়া ও ওয়াদাকৃত বস্তুকে জলদ পেতে চাওয়ার কারণে এ আদবটির প্রতি খোয়াল করেন নি।

তাহসিনের মারাগিবে ১৬/১৩৮ বর্ণনা, এ প্রশ্ন দ্বারা উদ্দেশ্য মুসা আ.-কে তিরস্কার করা কেননা তার এ কাজ দ্বারা জাতিকে উপেক্ষা করা ও তাদের প্রতি উদাসীনতা প্রদান করে। অর্থাৎ মুসা আ.-কে স্বজাতিতে সাথে নিয়ে চলা ও তাদেরকে নিজের সাথে নিয়ে আসার ব্যাপারে আদেশ করা হয়েছে। একেতো তাড়াহুড়া বিষয়টি মন্দ। তার উপর মহান ব্যক্তিত্ব, যাদের জন্য ও ব্যাপারটি খুব গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত তাদের পক্ষে তাড়াহুড়া করা কোনোভাবে শোভা পায় না।

ইবনে আশরা তার তাহসিন গ্রন্থ আশ-তাহসিন ওয়াত তাফসির (১৬/৬৭৭-৬৭৮) এখানে লিখেন, প্রগুবোয়ক অবর কখনো তিরস্কারের জন্যও

ব্যবহৃত হয়। মুফ'সিসিদ্দীনসেনে কব' থেকে বা বুকা বাত এবং কোমজ'নের আজ্ঞাপত্রও যেমিকে উনার করে তা হলো, মুসা আ' অস্ত্রাহর সাথে কথোপকথনের জন্য তাক্কাহুয়া করে তার কণ্ঠস্বরে ছেড়ে আসেন। আর এটি করেছিলেন আত্মাহ প'ক তার জন্য বা 'মদার'প করেছিলেন তা সুস্পষ্ট হওয়ার পূর্বে নিজের চিন্তা থেকে এবং তুর পাহাড়ে বসি ইসরাইলসেনে ঘটনার পূর্বে আত্মাহ যে পরিচয় দেওয়ার ওয়ালা করেছিলেন তা পাওয়ার অময়ই। একেত্রে তিন কোনো 'কচুর খোলা করেন নি। তার ও কণ্ঠস্বরের জন্য যেটি হল সেমিকে স্রুত এগিয়ে যান। তাই আত্মাহ প'ক বজাতি থেকে তার পূণ্ডের কারণে বা খটতে পারে সেমিকে যেমন না করার দল্লত তাকে তিরস্কার করেন। কেননা তখনো বসি ইসরাইলকে চক্রান্ত করতে পারে এমন ব্যক্তি থেকে সতর্ক করা ও ওয়ালা তকার ব্যাপারে আসেন করা হয় নি। উপসনার জন্য প্রতিমা নির্মাণ করে তার কণ্ঠস্বরের ফেতনার পরে যাওয়ার কারণ ছিল এটিই। **هم عن ثرى**। তামা আয়ার শিখনে এ কথা স্বরা প্রমান হয় যে, ওয়ালা প'কমে আসছিল কব' করার জন্য তিনি আগে চলে এসেছেন এবং তাক্কাহুয়ার কারণে ওজর পেল কব'ানর মে, আত্মাহকে অধিক সতর্ক করা উনার হুকুম প'লনার্গ তিনি তাক্কাহুয়া করেছেন। আত্মাহর ব্যাপী আমি অপমান কণ্ঠস্বরে অপমান চলে আসার পরে পরীক্ষণ ফেলিছি। এ ব্যক্তি তাক্কাহুয়ার উপর এক প'কর তিরস্কার রয়েছে। তার সার কণ্ঠস্বরের মতো ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার কারণ তাহলেই থালা হয়েছে। এটি তাকে বুঝানোর জন্য যে, নির্মমিত সময়ের সাথে আসা বাবে বা যাদও তা অধিক কল্যাণের আশার হোক।

তারসিহে কাসসিহি বর্ণনা (৭/১৮৪) নামের সহ বলেন, জানা সন্তেও তাক্কাহুয়ার কারণ সম্পর্কে মুসা আ' কে অস্ত্রাহ ওয়ালায় প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে ছিল, তাকে সফরের আসর সম্পর্কে লিখা দেয়া। সেটি এই যে, লানেনতা সবার পেছনে থাকবেন। হাতে সবার প্রতি নজর রাখা যাক এবং সবাইকে আওন্তে রাখা যাক। আর আগে চললে তা সম্ভব না। যেমন লুত আ' কে অস্ত্রাহ প'ক বলছেন, আর্পনি তল্লের শিখনে চলুন। মুসা আ' আত্মাহর সতর্কতার প্রতি স্রুত অময়সর হওয়া ও ওয়ালাকৃত কব'র জন্য তাক্কাহুয়া করার কারণে এ বিষয়টি এড়িয়ে যান।

মুফ'তি লকী সহ, ম'আরিফুল কুরআনে (৬/১৩৫) লিখেন, উনার বনুহাতী লায়িকুর দাবি এটি ছিল, যে, কণ্ঠস্বরে সাথে রাখবেন। তাহলে প্রতি সৃষ্টি

বাধেছেন এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে আসবেন। তাক্কাহুদার কারণে সারেমি তার কণ্ঠকে গোমরাহ করেছিল।

উদ্ভাসে হারিস মাওলানা জামালুদ্দীন মুলাসলহী বীথ তাকসির গ্রন্থ জামালাইনে (৪/১০২) লিখেন, অব্যয়টি প্রস্তুতকৃত হলোও উদ্দেশ্য প্রস্তুত করা না বহু ততক সতর্ক করা যে, আপনার মারিফত ছিল ভাসেত সাথে হাকা ও তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা। আপনার তাক্কাহুদার ফলে সারেমি কণ্ঠকে গোমরাহ করেছে।

তাকসিরে রহুল মাআনীতে এটি স্পষ্ট আছে, হয় লক্ষের মধ্যে পঁচ লক্ষ আটশ ও আশ্রয় পোহ গোমরাহ হতে গেল। তু বাব হাক্কের টিবে থাকল। এ সব তাকসির দ্বারা বুঝা গেল যে, **فِي آيَاتِ الْكُرْآنِ** এর মধ্যে অব্যয়টি ভিন্নভাবে বলা। আর **فِي آيَاتِ الْكُرْآنِ** এর মধ্যে **فِي** এটি কাকল নির্দেশক। কিছু তাকসিরে অন্যভাবে আছে, তবে তা এত অধিক তাকসিরের বিশদীভূত আরবুহ বা অর্থবিকারজনক না অনুমিত হয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ: এ ব্যাপারে মুকাসসিরীনদের মতটাই আছে, যে কণ্ঠ দ্বারা পোটা জাতি উদ্দেশ্য নাকি শুধু সত্তর জন সরদার? অধিকাংশ মুকাসসিরীনদের মতে পোটা কণ্ঠই উদ্দেশ্য। আর কারো কারো মত হলো, শুধু সত্তর জন সরদার। তবে হুদাত অভিনব এটিই যে, পোটা কণ্ঠ উদ্দেশ্য, অবশ্য সারেমি যখন অধিকাংশকে গোমরাহ করেছিল তখন মুসা আ. সত্তর জন সরদারকে ফরা চাখরার জন্য সাথে নিয়ে এসেন। তাদের মধ্যে হুদাত হাক্কন আ.ও ছিলেন যেমনটি লুঘরে মালুম কিতাবে (৫/৫৬৯) বর্ণিত হয়েছে। যে, ইবনে হুদয়ের বা বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে (এক দীর্ঘ হাদিস) **فَتَنَّا نَبِيَّنا** "আমি বিভিন্নভাবে আপনাকে পরীক্ষা করেছি", এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। এ হাদিসের একটি অংশ হলো, বনি ইসরাঈল কৈতনার ব্যাপারে সিঁচ হুদেছিল এবং তারা খুশি হলো, যাদের অভিযুক্ত হাক্কন আ.-এর মতো ছিল। তারা বলল যে, যে দুলা! আপনি আপনার বন্ধকে কণ্ঠের সুযোগ দিতে বলুন আমরা পালন করব এবং কণ্ঠকর্মের তাককলার দিব। তখন তিনি তার কণ্ঠ থেকে সত্তর জনকে বাছাই করলেন। ইবনে কাসির রহ. মত এমনটিই বুঝা যায়। কেননা তিনি তার তাকসির গ্রন্থে এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তার অন্য গ্রন্থ আল বিদায়া ওয়ান বিহায়া (১/৪২৩) এতে ইবনে আব্বাস রা., সুদী রহ. প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, যে, এই সত্তর জন ছিলেন বনি ইসরাঈলদের

যথো ওলামা তাদের সাথে ছিলেন মুসা আ. হুসেন আ. ইউনা আ. নাদাব প্রমুখ। তার মুসা আ. এর সাথে বাবুর পূজারীদের পক্ষে কমা চাইতে গেলেন। ইমাম বাগদাদি রহ. খীর তাকসির গ্রন্থের ২/২৩৭, ইমাম শাওকানী হুতুল কুনীরের ২/২৮৬ পৃষ্ঠার এবং বাইহাকী ও জালালাইনের লেখকও অস্তিত্ব মনে গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতের আভিযোষ হল—

أَيُّ قَوْمٍ لَّا أَكْرَمِي عِتْدَارَكَ فَاتَّسَعُ الشَّيْطَانُ ذِرَاعَيْهِ لَيْسَ فِي النَّجْرِ شَيْءٌ سَنِينٌ
(سورة يوسف ٢٢)

আয়াতের অর্থ তুমি তোমার প্রভুকে কাছে আমার কথা উল্লেখ করে কিছু শরতান তাকে তার প্রভুর নিকট (তার কথা) উল্লেখ করতে তুমিই দিল। ফলে তিনি কারাগারে কয়েক বছর রইলেন। সূরা ইউসুফ-২৪

২৪৪৩ স.ম. সাহেব এই আয়াতের তাকসিরে বলেন, হযরত ইউসুফ আ. কারাগারে আটক থাকার কারণ বিবেচনা করা হলে হাদিসের কাছে কারাগার থেকে মুক্ত করার আবেদনকে। কেননা হযরত ইউসুফ আ. আয়ত ২৩৬। অন্য আরো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা বা কোনো কিছু আশা করার মানসিকতা থেকে বিরত থাকতেন এটিই ছিল নবুওয়্যার শান।

আলোচিত আয়াতের তাকসির মজিল-গ্রন্থের মাধ্যমে পেশ করছি

তাকসিরের বখাত গ্রন্থ "আব্দুল মজল্লের" (৪ খণ্ডের ৫৪১ পৃ.) ইমাম ইবনে আর্নালমুনযা রহ. তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "কিতাবুল উকুবাৎ" এ এবং ইবনে জাবির তাবারক ও ইবনে মাওদুইয়াহ ২৪৪৩ ইবনে আব্বাস র. এর সূত্র বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত ইউসুফ আ. যে কথা/কালিমা বলেছেন সেটি যদি তিনি না বলতেন তাহলে তিনি যে সমস্তটুকু কারাগারে আটক ছিলেন সেই সমস্তটুকু থাকতেন না। কেননা তিনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে মুক্ত কামনা করেছেন।

আর ইমাম আব্দুর হাক্কাক এবং ইবনে জাবির ও আবুশ শামস হযরত ইকরামা রহ. (১০৭ হিজরি মৃত্যু) এর সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, রাসুল সা. বলেছেন, যদি হযরত ইউসুফ আ. এ কথা না বলতেন যেটি তিনি বলেছেন তা হলে তিনি যে দীর্ঘ সময় (কারাগারে) আটক/অবস্থান করেছেন সে সমস্তটুকু অবস্থান করতে হতো না।

ইমাম ইবনুল হুদায়র ইমাম ইবনে অযী হাতির, ইমাম ইবনে মাওদুইয়াহ, ২৪৪৩ আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন "তিনি বলেছেন রাসুল সা.

الشَّيْخُن শরনভাস তাকে তুলিয়ে দিয়েছে। এটা কথা আত্মাহ শরনভাসই
 উইসুক আ-এর পাকলত সম্পর্ক জানিয়ে দেন। এ পাকলতের কারণেই
 তিনি তার স্বপ্নকে তুলে ধান। যদি তিনি তার কবিতা সাধা সাধারণ
 আত্মাহ পাক তুলে তাকে তুলে করে দিতেন। 'কিন্তু' তিনি তা থেকে বিচ্যুত
 হওয়ার ফলে তার হাজতবাস দীর্ঘায়িত করে তাকে দারিদ্র্য দেয়া হয়। অত্যা
 ইকর ইবনে জারীর সহ-ফাংশ-এর কথা পানিশোয়ালা ব্যক্তি উইশো
 বলেছেন, কিন্তু তা তিনি তুলনাশুলক দূর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।
 তারনভাসে বাসীতে (১৩২/৭) ইবনে আমাস তা বলেন, (আব এটিই
 অধিকাংশের ৬৩) ৭৭৩৬ উইসুক আ-এর ৬৭ ৬৭৩ কথা তুলিয়ে
 দিরাইল। ফলে তিনি পাইকশাসের কবিতা মুক্তি চান। আত্মাহ শরনভাস
 আহমদ উসমানী সহ, হাজতবাস দীর্ঘ হয়ে অত্যা সম্পর্ক তাত্ত্বিক করণ
 দেন। যে, প্রত্যেক মন্ডের মধ্যে আত্মাহ একটি জাতি নিক ব্রাহ্মণ।
 এখানে তুলের পরিপূর্ণ দীর্ঘ হাজতবাস জাকর প্রকাশ পায়। শাস সাহেব
 সহ এখানে একটি সূত্র তুলে ধরে বলেন। যে, একজন নবীর জন্য বাহ্যিক
 উপকরণের উপর লুটি বাবা ঠিক না। বলা ইবনে জারীর ও বাসী তাহ
 উল্লেখ করে বলেন, এটি উইসুক আ-এর পাকলত ছিল। যা তার কথা
 হয়ে যায়। তিনি কবিতাকে বললেন, ভোমর দারিদ্র্যের ফলে আমায় কথা
 শরন করো। অত্যা তার চর্চা ছিল সব বাহ্যিক উপকরণ থেকে আত্মাহ
 কবিতা করিজন করা যা। এটি ঠিক যে, কবিতা বিশেষ থেকে মুক্তির জন্য
 বাসীত থেকে সাধা সাধারণ, বাহ্যিক উপকরণ গ্রহণ করা একেবারে
 হাজার না। কিন্তু কখনো ভালো মানুষের কবিতা কাজ নৈকটীয়দের জন্য
 ওনার সহজ হয়ে যায় যা সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে করতে পারে না
 কবিতা নবীর সহ এক একাত্তর কবিতা হিসেবে নির্গত হয়। নবীর
 সুউজ মর্যাদার শরন হলো পরীক্ষা ও মুসিহতে ব্রাহ্মণত (হাফ) গ্রহণ না
 করে আজমত (সংগঠিত) গ্রহণ করা যেহেতু উইসুক আ-এর কবিতা
 অত্যা ভোমর কবিতা কবিতা আমায় কথা শরন করো, এখানে আজমত
 থেকে সরে এসেছেন তাই আত্মাহ পাক কবিতা ভিরতামুলক তাকে শরন
 করেন, যে, ভোমর অতিথিত হাজতবাস করতে হবে। আর একটা তুলিয়ে
 দেয়ার কর্তা শরনভাসকে কথা হয়েছে।

নির্ধারিত সেখান হারবারী নবীর ১/৩৮৫; তাকসিরে হাফালাই ২/২৩৬;
 তাকসিরে দারী ২/৩২৮; তাকসিরে কুতুবী ১১/৩৪৪; তাকসিরে

নাসারী ৩/২২১; তাকসিরে খাজিন ৩/৩১; তাকসিরে বাবহারী ৫/১৪৫ ও
 নং আয়াত **وَالْحَقُّوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ** তোমরা আল্লাহর বাস্তার ব্যয় করো,
 নিজেকেস্বত্বকে ধ্বংসের মধ্যে ফেল না। এবার সাওলানা সাহাব সাহেব
 বলেন, এখানে যে কোনো ভালো কাজে খরচ করা উদ্দেশ্য না, বরং
 বিশেষভাবে ধীন জিন্দা করার চেহী করা ও এর মধ্যে খরচ করা উদ্দেশ্য।
 নিম্নলিখিত তাকসিরে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তবারি রহ. আমল্যম আবু
 ইয়্যাকুব থেকে বর্ণনা করেন আমরা কনস্টান্টিনোপুলে ছিলাম। খ্রিস্টীয়দের
 আর্মির ছিলেন ওকরা ইবনে আমের রহ. আব শাহীনের আর্মির ফুজালা
 ইবনে ওবারেস র.। শহর থেকে রোমীয়দের এক বিশাল কাতার বের
 হলে। আমরা মুসলমানরাও বিশালাকারে কাতারবন্দী হলাম।
 মুসলমানদের কাতার থেকে একজন বের হয়ে রোমানদের উপর আক্রমণ
 করল। তাদের 'ভতর টুকে আবার বের হয়ে এলে'। তখন লোকেরা বলল,
 আরে সে কে? নিজেকে ধ্বংস করে ফেলল। তখন আবু আইউব আনসারী
 র. বলেন, 'হে লোক সকল' তোমরা এই আশ্রয়ের এই ব্যাখ্যা করছ?
 অথচ এ আয়াত আমাদের আনসারদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। যখন
 আল্লাহ ধীনকে নাজিল করলেন, ধীনের সাহায্যকারী কেড়ে খেল। তখন
 আমরা আনসারগণ গোলনে পরামর্শ করলাম যে, যুদ্ধ ও সফরে আমাদের
 মাল-সম্পদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমরা মদিনায় থেকে কিছুটা গুটিয়ে
 নিই। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাজিল করে আমাদের চিন্তাকে নাকচ
 করে বলেন, তোমরা আল্লাহর বাস্তার ব্যয় করো। শহরে অবস্থান করে
 মাল-সম্পদ পেছানোর কাজে লোকে নিজেকে ধ্বংস করো না। সুতরাং
 আমাদেরকে যুদ্ধ সফরের হুকুম করা হয়। তখন থেকে আবু আইয়ুব র.
 আমৃত্যু যুদ্ধে সফরে জীবন কাটিয়ে দেন।
 ইবনে জাবর র. বলেন, এখানে উদ্দেশ্য আল্লাহর রাস্তার খরচ ছেড়ে দেয়া।
 ইবনে আয্বাস র. এই ব্যাপারে বলেন, কেউ কেন না বলে, যে, আমার কিছু
 নেই। সামান্য কিছু পেলেই সে কেন আল্লাহর রাস্তার বের হওয়ার প্ররতি নেয়।
 ইকরামা র. বলেন, এই আয়াত আল্লাহর বাস্তার খরচ করা এসেছে নাজিল
 হয়েছে। হাসান র. থেকে বর্ণিত। তারা সফর করতেন, জিহাদ করতেন।
 তবে আল্লাহ পাকের রাস্তার খরচ করতেন না। তাই আল্লাহ পাক
 তাদেরকে আল্লাহর বাস্তার জিহাদে খরচ করার হুকুম করেন। বিখ্যাত
 ব্যাখ্যায় অন্য তাকসিরের বিভিন্ন গ্রন্থ প্রত্যা।

এ সকল ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় যে, আরবের মূল এবং প্রথম ব্যক্তি এটিই। বাকি অন্যান্য গুণাবলির খসড়া এই গ্রন্থে চলে আসা বড় কিছু না। কেহনো কোনো কুকসিলরের দায়ও এমন এ আয়াতে থেকে কুকাহার কেবাম এ হুকুমও বের করেন যে, যাকাত ছাড়া অন্যান্য ইকও মুসলমানদের উপর রয়েছে। মাজারিসুল কুবরান ওনে আরব-
 إذا قضيت الصلاة যখন মাঝাক শেষ হয় তোকরা জামনে হাতিরে শও এং
 আদ্যাহর অনুগ্রহ তালিম করো।

হাওলানা সহরে আদ্যাহর অনুগ্রহ কলতে পাশর, তালিম, মুসলমানদের সাথে লেখা সাকাত কর গুণাবলি।

আশ্রব হই যে, সবার্গি হাদিসে এ তাকসির বর্ণিত রয়েছে। ইবনে জাবীর রহ. আনাস রা. থেকে বর্ণন করেন, যে, রাসুলুল্লাহ সা ইরশাদ করেন যখন মাঝাক শেষ হয় আদ্যাহর অনুগ্রহ তালিম বের হও। তিন বলেন, দুনিয়ার তালিম না বরং রোপীত চাল পূর্বসর জন্য জানাজার বর্তক হওয়ার জন্য এবং আদ্যাহর জন্য তাইদের সাকাত বের হও এর ভরজরা দালত থেকে বিতর্ক আর কি হতে পারে? হজুর সা-এর ব্যাখ্যা থেকে উত্তম ব্যাখ্যা কী হতে পারে? আর হুদু এ তাকসির ইবনে আকাস রা. থেকেও বর্ণিত আছে। পুরহে হাম্বলি (৮/১৬৪) এ ইবনে আকাস রা. থেকে বর্ণিত আদ্যাহর ইরশাদ إذا قضيت الصلاة তালিম বলেন, এ আয়াতে দুনিয়ার কিছু তসবের হুকুম করা হয়নি। বরং উদ্দেশ্য হলো অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা, জানাজার পরিচর্যা হওয়া এবং আদ্যাহরওরাতে বীড় তাইদের সাথে দেখা করা। ইমামুল মুরসালীন রা-এর ব্যাখ্যা দিয়ে সেবা হলো: এখন কলুন, এখানে তাকসির বিব রাতী হলো কোথায়? আরো শুধু তাকসিরে রহুল মাঝাযীতে (১৪/১০০) ইমাম ও তালিমের দালকা দাবাও এর তাকসির করা হয়েছে। তাকসিরে বালজীতে (৪/৩৪৫)-এর ব্যাখ্যার হাসান, সাগির ইবনে জ্বাইর র. বলেন এখন উদ্দেশ্য ইলম অন্বেষণ করা। এছাড়াও মুররে ফনজুর কিতাবে আবু উসাম রা. থেকে বর্ণিত, হজুর সা. ইরশাদ করেন, যে হুদুয়াস মাঝাক পড়ল, ঐদিন রোজা রাখল অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেল এবং কোনো বিয়েতে পরিচর্যা হলো তার জন্য জানাজার ওরাজিব হয়ে যায়। এখন থেকেও বুঝা যায় আদ্যাহর অনুগ্রহ মানে নেক আমল উদ্দেশ্য, দুনিয়া না। আর আয়াতের শেষাংশে “তোমরা বেশি বেশি আদ্যাহকে স্মরণ করো যাতে তোমরা কারিগার হও পার” এদিকে সুস্পষ্ট

উজ্জিত বহন করে। এছাড়া আদাতের শেহাজ্জাদারা এ বিষয়টিও স্পষ্ট হব
বে, জাইয়ের সাথে সাক্ষাত দ্বারা রেওয়াজ সাক্ষাত উদ্দেশ্য না। বরং যে
সাক্ষাতে আদ্যাহর শরণ ছেলে উঠে এ সাক্ষাত উদ্দেশ্য। আর
তাবলীগওয়ালাদের পক্ষত, মূল্যকাত শুধু আদ্যাহর জন্য। মানুষের মীনে
আদ্যাহর শরণকে তাজা করা ও আমলের শওক তৈরি করার উদ্দেশ্যেই
হয়ে থাকে। এছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আদ্যাহর অনুগ্রহ দ্বারা
নেক আমল ও কল্যাণের তওফিক পাওয়ারকে বুঝান হয়েছে। উদাহরণ
স্বরূপ কয়েকটি আয়াত নিচে দেয়া হলো—

۱ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ যদি আদ্যাহর
অনুগ্রহ ও রহমত না হতো তবে তোমাদের কিছু লোক ছাড়া সবাই
শয়তানের অনুসরণ করে যেত।

۲ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ۝ যদি
আদ্যাহর অনুগ্রহ ও রহমত আপনকে প্রতি না হতো তবে তাদের একটি দল
আপনাকে পন্থানিত করার পরিকল্পনা করে কেন্দ্রীয়

۳ وَأَعْيَاكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝
না আদ্যাহ আপনকে তা জানিয়েছেন। আর আপনার উপর আদ্যাহর
অনুগ্রহ অনেক বড়।

এই কিতাবিত আলোচনায় এই বিষয়টি সামনে আসে যে, মাওলানা সাঈদ সাহেব
বে বাখ্যা করেছেন: তা করা যাব, এমন না বরং তার ব্যাখ্যাটিই শক্তিশালী
প্রমাণিত হয়। অত্যা জানার জন্য তাবলীগের বিভিন্ন গ্রন্থ দেখা থেকে পারে
৫ নং আয়াত وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ الْبَرِّ আয়াত ১৭৩-১৭৭ই বড়।

এ আয়াতে মাওলানা সাঈদ সাহেব বলেন, আদ্যাহ কর্তৃক বাসাকে শরণ করাই
উদ্দেশ্য। তাব এ বাখ্যাব সমর্থনে সুফিসবীনসমূহ উক্তিসহিত যুক্তি দেন।
ইবনে জাবির রহ. তার কিতাবে (২০/১৫৬) আব্দুল্লাহ ইবনে রবিআ থেকে
বর্ণনা করেন যে, অ'ম্মাকে ইবনে আব্বাস রা. বললেন, তুমি কি জানো,
“আদ্যাহর শরণই বড়” একবার উদ্দেশ্য কী? অর্থ বললাম, কী জানি, কী
সেটি? তিনি জিজ্ঞাসা করেন। আমি বললাম, নামাজে সুবহানমুদাহ,
আলহামদুলিল্লাহ, আদ্যাহ আকবর বলা ও কেবাত পড়া ইত্যাদি। তিনি
বললেন, তুমি আশ্চর্য কথা বললে ব্যাখ্যাটি এমন না। বরং তিনি
বললেন, কোনো আদেশ বা নিষেধের সময় আদ্যাহ কর্তৃক তোমাদেরকে
শরণ করা, তোমাদের ঠিকে শরণ করা থেকে বড় বিষয়।

অন্য রেওয়াজে আছে, তুমি আশ্রয় নশা বললে। যা বলোহ ব্যাপারটি এমন না। বরং উদ্দেশ্য হলো, আত্মাহ কর্তৃক জোমামেরকে স্মরণ করা জোমামের শুধুকে স্মরণ করণের চেয়ে বড় বিষয়। অন্য জরতায় এলা হয়েছে, বাপাংকে আত্মাহর স্মরণ করা, বন্দা কর্তৃক আত্মাহকে স্মরণ করা থেকে উত্তম।

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, যখন বাম্বারা আত্মাহকে স্মরণ করে ইসলাম আত্মাহ কর্তৃক বাপাংকে স্মরণ করণটিই বড়।

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, যখন তারা আমাকে স্মরণ করে আমিও তাদেরকে স্মরণ করি। তাদের আমাকে স্মরণ করা অপেক্ষা আমার তাদেরকে স্মরণ করণটি বড় ব্যাপার।

এ সমস্ত বর্ণনাসহ অন্যদ্বা বর্ণন সাক্ষ্যগুলো ইবনে আকাস রা থেকে বর্ণিত এগুলো তার শিষ্যদের তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর বহু, (২০/১৫৭) ইবনে মাসউদ রা থেকে বর্ণনা করেন, আত্মাহর বাপাংকে স্মরণ করা বাপাংকে আত্মাহর স্মরণ করা অপেক্ষা বড়। এবং তিনি সালমান ফারসি রা.-এর ব্যাখ্যা নকল করেন। তিনি বলেন, আত্মাহ কর্তৃক বাপাংকে স্মরণ করা বাপাংকে আত্মাহর স্মরণ থেকে বড়।

এরনিমিত্তে ইবনে জারীর রা, আবু দাবুদ রা, ইকরামা রা, আতিয়া মুজাহিদ আবু কুহা ও শোবা রহ থেকে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন

বিভাগীয় নেতৃপদে তাকসিরে মুজাহিদ বহু (১/৪৯৫) তাকসিরে সমরকান্দী (২/৬৩৫), তাকসিরে হাফালাই (৪/২৯৬) তাকসিরে নাসাবী (৩/৪২০), তাকসিরে বাজেন (৩/৪২০), তাকসিরে ইবনে কাইর (১/১৭৭৯) ইত্যাদি আরো গ্রন্থে প্রাপ্য।

এখন চিন্তার বিষয়, যে তাকসির ইবনে আকাস রা, ইবনে মাসউদ রা, আবু দাবুদ রা, সালমান ফারসী রা, ইবনে শুয়াব রা এর মধ্যে সহস্রাবধি করেছেন। তবেইদের মধ্যে ইকরামা মুজাহিদ, হাসান বসরী, আবু কুহা, আতিয়া রহ ও তাদের পরবর্তীদের থেকে যে তাকসির বর্ণিত এবং যা গ্রন্থে বর্ণিত কিন্তু যে পক্ষের জন দাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে তা যদি তাকসিরের বিষয় হয় তবে সঠিক তাকসির আর কোনটি হবে? বরং এ ব্যাপারের তাকসিরকারদের অধিকাংশ ও অন্য ব্যাখ্যা গ্রন্থকারীদের সহস্রা বহুতর বহুতর অনুমিত হয় যে, অধিকাংশ তাকসিরীদের এটিই তাকসির। এ কারণে অনেক মুকাসসিররা এ তাকসিরকে রাজহ বা অগ্রাধ্য হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট স্বা ইচ্ছাকে সফ্র প্রকাশ করেছেন। ইবনে জারীর রহ.-এর স্পষ্ট সত্যমত লব্ধ

কখন। এ ব্যাখ্যাগুলো কুরআনের বর্ণিত অর্থের সঙ্গে মিলে যায়। যে আল্লাহর তোবাগোচকে 'অন্য' করা তোবাগের ভাষ্যে 'অন্য' করা থেকে উদ্ভূত। এছাড়াও ইবনে আব্বাস রা এর মতে এটি কুরআন জর' কুরআনের চাক্ষুণ্য বা সজ্জের বর্ণন প্রদানযোগ্য।

সেই: কোলা মুসলমানের উপর অশান্তি চাক্ষুণ্য ও নবীশের শব্দে বৈশিষ্ট্যবর্ণ অন্যতম যেহেতু একটি বহু ব্যাপার, ওই কিছুটা স্বাভাবিক আকারে পেশ করা হলে। আলহামদুলিল্লাহ! ওলামায়ে কেরামের চাক্ষুণ্য দ্বারা সাক্ষ্য হতে বেশ-যে, মাওলানা সাহিত্য সংগ্রহ উপরোক্ত দুটি অংশকে থেকেই পর্বের এটিও স্পষ্ট হলে যে মাওলানার চাক্ষুণ্য সূত্র নির্ভর নিজস্ব উদ্ভাবন নহে। এটিও অবশ্য চাক্ষুণ্যের ৬৪ উল্লেখ। তাহলে তার চাক্ষুণ্য 'অন্য'সহ বিবরণ কিভাবে হয়?

ও নং অভিযোগ: ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল সম্পর্কে মাওলানার দৃষ্টিভঙ্গি।
উত্তর: ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল সম্পর্কে মাওলানার যে কঠিন দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা তার কিছুটা তো কঠোরতার মতো হয়ে যায়। মাওলানার এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছু কয়েকজন। অবশ্য এ ব্যাপারে যে আতিক বা নির্বাচিত কথা বোঝাবে: পেশ করা হয়েছে তা তাইহাট থেকে মুক্ত না। যেমন ওলামায়ে হু সম্পর্কিত উল্লেখ সূত্র-কথাটি এমন ছিল, ওলামায়ে হু, আর ওলামায়ে হু তাইহাটকে যেন বার-প্রসঙ্গী কিংবা নিজের জন্য সম্মতি বেছে নেয় পছন্দ করে। বুঝা গেল, ক্যামেরা মোবাইলের ব্যাপারে মাওলানার দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই হজ্বামী ওলামাদের মতোই। অর্থাৎ অপারের তার ব্যবহার অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিশেষভাবে এ সমস্ত সাধারণ মানুষদের জন্য, যার এত কর্ম থেকে সাঁচবে সক্ষম না। মাওলানা উল্লেখ-প্রকাশ, ক্যামেরা মোবাইল, দলগতভাবে ওলামা ইত্যাদি আল্লাহর জ্ঞানগোচকে মোবাইল ব্যবহার করতে নিষেধ করা এর স্পষ্ট প্রত্যক্ষ।

তার সাধারণ মানুষ মোবাইলের জ্ঞান-মত 'মিথিত' বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওলামাদের 'সে'হবত থেকে মহাক্রম হয়ে থাকে এবং সঠিক বিষয় পর্বত পৌঁছান যাত্রা বন্ধ হয়ে থাকে।

ও নং অভিযোগ: সজ্জ মুসলমানের জন্য কুরআন শরীফ মুক্ত পড়া প্ররক্ষিত।
উত্তর: ওলামা বা অভিযান্ত্রিকী হওয়ার বিষয়টি থেকে মাওলানা কিছু কয়েকজন। অসল্য কথা হলো, মাওলানার কঠোরতা তারদর্শন স্বীকৃতির জন্য ক্ষমক ছিল। যার সূত্র বুঝাওঁকির কারণে ব-ব বসতিদের চাক্ষুণ্যের বিরোধিতা করে অসম্মত এবং চাক্ষুণ্যের দলগতকে এ ক্যামেরা বিরোধী মনে করতেন।

৫ নং অভিযোগ: মজুমদার আবিষ্কৃত করে এবং প্রচলিত আসবাব ডাবলিসের কাজে বাধ্য হয়ে থাকে।

উত্তর: এটি মাওলানার নতুন কোনো কথা না। এটি এ কাজের পুরানো মূলনীতি। তারাকান্নার মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. পৃ. ১০৫। এতে মাওলানা মনসুর নেমাতী রহ. মাওলানা ইউসুফ রহ. এর ও কথা উল্লেখ করেছেন যে, এ কাজের বিস্তারের জন্য প্রচলিত পদ্ধতি, সংবাদ, লিকনেট, প্রেস ইত্যাদি এবং প্রচলিত শব্দ থেকেও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত করতে হবে। এ কাজ পুরোটা প্রাচীন। রুসম-বেওয়ারজ দ্বারা রুসম বেওয়ারজ জিন্দা হয়। এ কাজ জিন্দা হয় না।

৬ নং অভিযোগ: কিছু বরাদ্দ দ্বারা এ বিষয়টি প্রতিরক্ষণ হয়; যে, মাওলানার মতে ডাবলিসের এ কাজ আত্মতৃপ্তিরও মাধ্যম।

এ ব্যাপারে বলতে চাই, যে, দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম করী ওরৈয়ৎ সাহেব রহ. এর এ ওয়াজ দ্বারা মাওলানার এ দাবির প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত রহ. "ডাবলিস জাহাঙ্গিরের উপর অভিযোগসমূহের উত্তর" (এ ফিতাবের ১১৪ থেকে ১১৬ পৃষ্ঠার) লিখেন, (নির্বাচিত কিছু অংশ পেশ করা হলো,) আত্মতৃপ্তির চারটি অংশ এবং চারটি পদ্ধতি কাকতালীয়ভাবে ডাবলিসে চারো তরিকার সমন্বয় ঘটেছে। নেক মানুষের সাহচর্য, ফিকির ও ফিকির (আত্মাহর জন্য নিজেকে সংযম সাধনা ও নিয়মের মধ্যে ধরে রাখা) এবং মুদাসসা বা নিজের হিসেব নিজে নেয়া—এ চারো বিষয়ের শাসনকার্যের -রম মাওলানা ও অবশিষ্ট।

সাধারণ মানুষের এহলহহর জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো পছন্দ হতে পারে না। এ তরিকার দ্বীপ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। এ জাতীয় বয়ানে হযরত এই ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছেন যে, ডাবলিস সফরে ইলম ও ফিকিরের দু'খ খোঁজ গ্রহণের মত। তিনি বলেন, আমাদের বুকজ (আত্মাহর রাত্ন বের হওয়া) ইলম ও ফিকির সূচ্য হওয়া ঠিক না। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. নিজেকে ও ব্যাপারে উৎকর্ষিত ছিলেন; যে, আমাদের সাধীদের মধ্যে ইলম ও ফিকিরের অনেক কমতি রয়েছে।

এ জন্য মাওলানা সাদি সাহেব কখনো আরকাজে কাজের তীব্র প্রয়োজনে কিছু সাধীকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যে বর্তমানে আরকাজে দাওয়াত ও ইবাদত উভয়টির সমন্বয় করা অধিক উপকারী হবে।

৭ নং অভিযোগ: তত্ত্বাবধায়ক পরিপূর্ণতার জন্য আদালতের দায়িত্ব চলা-কোলা
পূর্ণ-এটি মানব ক্রমে দেবে।

উত্তর: এ ব্যাপারে বলতে চাই যে, আল-বুখারী পুরো কথা থেকে এ বিষয়টিই
দূরে আনেন, যে, আদালতের দায়িত্ব চলা-কোলা করা তত্ত্বাবধায়ক পরিপূর্ণ হওয়ার
জন্য শর্ত। তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার জন্য শর্ত না। তত্ত্বাবধায়ক "শর্ত" এবং "কর্তব্য"
গোষ্ঠী পদ্ধতির দ্বারা অভিযোগ এসেই যায়। তাই আল-বুখারী এ কথা থেকে
কৃত্রিম করেছেন। বরং কৃত্রিমের ইতিহাসের দুই বছর আগে আল-বুখারী এ
ব্যাপার করেছেন যে, এ কথাটি শুধু একজন আল-বুখারী পদ্ধতি সাহিত্য, আল-বুখারী
না। বাকি বাকি এ চতুর্থ শর্তটির গুরুত্ব এবং উদ্দেশ্য এবং একজন হস্তা করে
তত্ত্বাবধায়ক হাদিস সম্পর্কে কাজ। ইরান বহু (একজন লোক মুসলিম)।
বলেন, এখানে এ ব্যাপারে উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, মানব ওনার
সংগঠিত হওয়ার দায়িত্বটি এবং করা তত্ত্বাবধায়ক কাজ সত্যায়িত
করবে, তাদেরকে ছেড়ে দেবে, আদালতের জন্য তাদের সাথে পদ্ধতি সাহিত্য
এটি তত্ত্বাবধায়ক পরিপূর্ণ করে। আর মানব যেন ওনার সম্পর্কিত বিষয়
পরিচালনা করে, মেক ৫ সনদ লোকদের সত্যতা প্রকাশ করে এক যে এটি
অনুসরণ করে এবং তার সাফল্য তত্ত্বাবধায়ক পরিচালনা করে। ইমাম লোক
বহু মুসলিম শরিফের ব্যাপার লোক, ওলামার কোরআন বলেন, এখানে
উক্ত হাদিস, তত্ত্বাবধায়ক ওনার সংগঠিত হওয়ার জন্য এক হাদিস ওনার
কাজে সহযোগিতা করেছে তাদেরকে ছেড়ে দেবে। ওনার ওনার কাজে সাহিত্য
যা পূর্ণ তাদেরকে পদ্ধতি করে এবং এদের পরিচালনা নেককার, ওলামা,
ইমাম ওলামা, ওলামা ওলামা বহু পদ্ধতি ওলামা অনুসরণ করে ওলামা সাহিত্য
অনুসরণ করে উপকৃত হয়। আল-বুখারী তত্ত্বাবধায়ক পরিচালনা হয়। ওলামার
কোরআনের উদ্দেশ্যের দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক আল-বুখারী দায়িত্ব বহু ওলামা
দূরে আসে। আর তত্ত্বাবধায়ক শর্তের উপর সমস্ত উপকৃত একজন এ
ব্যাপারটি কৃত্রিম। তত্ত্বাবধায়ক বাকি, কৃত্রিমের ইতিহাস কিতাবে আল-বুখারী ইরান
মুসলিম বহু, ও মানব থেকে তত্ত্বাবধায়ক আল-বুখারী অনেক শর্ত বর্ণিত হয়েছে।

৮ নং অভিযোগ: কোরআন শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন প্রকারের পূর্ণ ফোকার
লোক জন্মেছে প্রকাশ করেছে।

উত্তর: এ ব্যাপারে কথা হলো, এটি আল-বুখারী সাহিত্যের কথা না। বরং ওনার বা
থেকে বর্ণিত হাদিস। বা হাদিস সাহিত্যের (৩৪ খণ্ড ৭, ৩০৫) ওলামা বর্ণিত

হয়েছে যে এলাহ ও কুব্রান গুহালাফা তোমরা এলাহ ও কুব্রান শিখিয়ে
 টাকার গ্রহণ করে না। তাহলে তোমাদের অংশে বৈধকারীতা জাহায়েত চলে
 যাবে। আর হাওলানা সহ সময় এই হাদিস করার পর এ কথা বলেন, যে,
 হাদিসসমূহ যে যেভাবে বেটা হয় তা তাহিমের 'বানহরে' না করে সময়ের
 বিনিময়। অভিযোগকারী বরকত ওয়াজাহ -এর কথাকে হাওলানের কথা বলে
 এবং তার পরবর্তী কথাটি উদ্ধৃত করে হাওলানা-এ উপর অভিযোগ এনেছে।

বিঃদ্রঃ হাওলাত সাহাব ও তার সবটুকু কলম্বুল উম্মালে মুনাফ (বৈধকারীপন)
 এনেছে। তবে খতিব চাহ -এর কিতাব আল জামে লি মাখলুফির হাদিস ও
 আদবুল সামি কিতাবে মুনাফ লক্ষ উল্লেখ করেছে। এটি হাদিসের বেশ-কম
 হতে পারে। কিন্তু মুনাফ লক্ষটিই অগ্রগণ্য যেমন: মুতাপ্পাতীর কাছাকাঁচে
 কুব্রানে এ হাদিস বুঝে ৭৫৩ই উল্লেখ করা হয়েছে।

৯ নং অভিযোগ: হেনারয়েত পাওরার একরাজ আদলার মসজিদ।

উত্তর: এ কথাটি এভাবে ছিল না। সঠিক কথাটি এরূপ ছিল যে, হেনারয়েত
 পাওরার আদল আদল মসজিদ। যেমন আদ্যাহ পাক এবলাদ করেন,
 নিজের এদ্যাহর স্বর মসজিদকে এভাবেই আদল করে যারা আদ্যাহর উপর
 এবং কেরামতের দিনের উপর ইমান এনেছে। মাঝে পড়ে। হাকাত মের
 এবং আদ্যাহকেই জালা করা করে। তদ্বা অতি শীঘ্র হেনারয়েত গ্রাহ হবে।
 অপর আদ্যাহে আদ্যাহ পাক করছেন, মূরের পর পুর। আদ্যাহ পাক থাকে
 ইচ্ছা তার নূরের সিকে পর দেখান। এমন স্বরসবুহ যার ব্যাপারে আদ্যাহ
 পাকের হুকুম হচ্ছে, তা লম্বুলক রাবা হোক, উনার নাম থাকে আলেক্টিভ
 হোক সেখানে সকল-সম্মান ভরসাবিহীন পড়ে এমন গোত্রেরা বলেনকে
 হারসা-বলিঙ্গ আদ্যাহর যিকির থেকে পাকের করে না। অপর আদ্যাহে
 আদ্যাহ বরকতুলহকে হেনারয়েতের কাছ বা মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে। বা
 লম্বুল মসজিদের দূর।

১০ নং অভিযোগ: মরী জিন্না অম্বলের জলৌকিক খটনার ব্যালগের মুজিবা
 পক্ষ ব্যবহার করা।

উত্তর: এ স্থাপারে আমি হাওলানা-এ সাথে কথা বললে তিনি বলেন, এর
 দ্বারা আমার উদ্দেশ্য, স্বভাবিক নিয়মের উর্বে মরীসের সাথে আদ্যাহ
 পাকের যে গারেমি সাহাবা ছিল, তা শুধু তামার সাথে যাক না করে অবিদ্যা
 তা -এর পাওরারের সাথে জিন্নামত পর্যন্ত বাহেরের বেশক গারেমি মসজ

প্রতে থাকবে অতিরিক্ত তিনি এটিও বলেন; যে পূর্ববর্তী ওলামাদের নিকট মুজিব্বা মানে, স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত অলৌকিক ঘটনা। পরবর্তী ওলামাগণ এটিকে নবীদের সাথে যুক্ত করেছেন। তার কথা অনুযায়ী আমরা ডালিল করে ইবনে আবিল ইজ আল হানাকির ব্যাখ্যা গ্রহণ আকিদাতু তহাবিতে (খন্ড-১, পৃ. ৪৯৪) এ ইবারত বুঝে পাই। অর্থ: শব্দিক অর্থে মুজিব্বা হলো স্বাভাবিক নিয়মের উর্ধ্বে এমন সব অলৌকিক ঘটনা। জামাতের অর্থও পূর্ববর্তীদের নিকট এমন আর পরবর্তী ওলামাগণ নবীদের অলৌকিকতাকে মুজিব্বা এবং আউলিয়ারদের অলৌকিক ঘটনাকে জামাত হিসেবে অভিহিত করেন। তথাপি আমরা মাওলানাকে পরবর্তী ওলামাদের মত গ্রহণ করতে বসি। কেননা, এতে কুল বুঝাবুঝি থাকে না, মাওলানা আমাদের কথা মেনে মেন।

১১ নং অভিযোগ: মাওলানার উপর আরো একটি অভিযোগ হলো-তিনি কখনো বলেন, বাইরের কারো অভিযোগ শোনা হবে না আবার কখনো বলেন, শোনা হবে।

উত্তর: ব্যাপারটি হলো, বাইরের অভিযোগ নেয়া হবে অর্থ শরঈ মাসায়েলের মধ্যে আর নেয়া হবে না অর্থ কাজের মূলনীতি, কর্মপদ্ধতি ও অভ্যন্তরীণ পরিচালনাসমূহ বিষয়ে। কাবী ভৈয়্যের সাহেব বহু এবং "জব্বাল জামাতের উপর অভিযোগের উত্তর" বইয়ে তার একটি বক্তব্যের এ বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ঐ অভিযোগ গ্রহণযোগ্য যা কাজে সেলে তারপর করা হয়। দূর থেকে অভিযোগ আসলে তা গ্রহণযোগ্য না। কাম্ব লায়র পর অভিযোগ করলে তা ঠিক আছে। কিন্তু কাম্ব লায়র পর আর কেউ অভিযোগ করে না। কেননা তার কাজের লাভ-উপকরিতা বুঝা হয়ে যায়।

১২ নং অভিযোগ: সুন্নতের লম্বন সংজ্ঞা

মাওলানা সুন্নত অনুসরণের দাওয়াত দিতে গিয়ে এ কথা বলেন, আমাদেরকে প্রত্যেক কাজে সুন্নতের অনুসরণ করা উচিত। দাওয়াতের ক্ষেত্রে, ইবাদতের ক্ষেত্রে এবং আদতের ক্ষেত্রে। সুতরাং আমাদেরকে দাওয়াতের সুন্নাহ ইবাদতের সুন্নাহ এবং আদত বা সাধারণ কাজ-কর্মের সুন্নতের প্রতি চক্কাচোশ করা উচিত। অভিযোগকারীর অভিযোগ হলো, আমরা ফকহাদসব কাছে সুন্নতের দুইটি ভাল পাঠি-সুন্নতে ইবাদত ও সুন্নতে আদত। তৃতীয় প্রকার সুন্নতে দাওয়াত তিনি কোথায় পেলেন?

আসলে ফকিরগণ যাকে মুনবে চেনা করেন, তা তবুই তরজমা, ব্যাখ্যা বা জ্ঞানাদা করার সূত্রে স্পষ্টকরণ করা যায়। জানা উচিত, আশ্রামা আনোয়ার শাহ কশ্মীরী বহু, সর্বপ্রথম যখন তাওয়াত্বকে চার ভাগে উল্লেখ করেছেন, সবাই এ বিতর্কিতক উলম্ব বিতর্কিত বলছেন। কেউ অভিযোগ করেন নি।

হযরত মাওলানা শাকীর আহমদ ওসমানী বহু, তার ফাতহুল মুনহিহ তিনভাবে উল্লেখ করেন, আমার জ্ঞানমতে সর্বপ্রথম যিনি চার ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক প্রকারের জ্ঞানাদা নামকরণ করেন তিনি আশ্রামা আনোয়ার শাহ কশ্মীরী বহু। তার বিভক্তিকরণটি সুন্দর। যদি অভিযোগকারী তাওয়াত্বকে সূত্রাত থেকে পৃথক মনে করেন, তবে এটি ভুল। কেননা আশ্রামা পাক বলেন, আপনি বলে দেন এটি আমার কাজ। যে, আমি উলম্ব পন্থায়, সুন্দর নসিহতের মাধ্যমে মানুষকে অক্সাহর দিকে ডাকি। ইকনে কার্ফির বহু বলেন, এটি আমার পন্থা মানে, এটি আমার তবিকা, কমল ও সুন্নত।

যদি অভিযোগকারীর অভিযোগ এ পর্যন্ত হয় যে, সুন্নত হাদিসকে ভাগ করার কী দরকার হলো? তাহলে কলব, ওকুতুর কারণে এটিকে আশাদ করা হয়েছে। যেমনটি আরও স্পষ্ট হয়।

১৩ নং অভিযোগ: মাওলানার উক্তি, জাগতিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান ভোদানোরকে গোমরাহ করে দিবে।

উত্তর: আশ্চর্য! আলেমরা যদি জাগতিক শিক্ষাকে হেনাবেত বা সঠিক হওয়ার সন্ধা দেয় তাহলে ইংরেজদের তার কী কাজ বাকি রইল?

দাখিত ব্যক্তিও কাছে বিবেচনা কী খাল জিজ্ঞেস করুন?

মাওলানা জা, মাজিদ দরগাহাদী বহু, লিখেন, পশ্চিম পণ্ডিত এবং কল্পজালী ইংরেজরা তাদের ইতিহাস বহু ভাষায় বইভাষাতেও ইসলামকে দলবৃত্ত করতে ছাড়েনি। (মুআসিরীন ২৭) তার অন্য কিতাবে (সিবাহাতে মাজেদী/১০৫) রয়েছে, লাইব্রেরীতে একটি কিতাব নজরে পড়ল। কোন ধর্মীয় বই ছিল না। বহু ইতিহাস ও সাহিত্যের বই ছিল। জলবিখ্যাত ব্যক্তিদের আলোচনা তাতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আর তাতে কুরআনের নির্ধারিত অংশও ছিল। এ বইয়ের পুরো পৃষ্ঠা ভুলে ছিল হুজুর আকব্বার সা-এর ছবি। আর তা কতটা বিবর্তিত ছিল তা জিজ্ঞেস না করাই ভালো। সাম্প্রতিক এক জ্ঞান কিংবদন্তির ডাকাত মনে হাজেল। নিচে ছবির ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিও ছিল।

আল একটি কিতাব বা ধর্মীয় বিষয়ের উপর ছিল না বরং ভাঙারী বিষয়ের এই ছিল। এখানে কমবসন্ত লেখক epilepsy রোগের আলোচনা করতে করতে ৭৩ কাল, যে, পৃথিবীর বড় বড় বিখ্যাত চিকিৎসক নবীরাও এ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এ সময়ে সে ওহি অবস্থার সময় নবীদের যে বিশেষ অবস্থা হতো তাকে এ রোগের আক্রমণ বলে উল্লেখ করা হতো।

দর্শিত ব্যক্তির চিকিৎসা হযরত মাওলানা বলেন, একজন সাপ্নামিহ মুসলিম যুবকের মীল দেখালে এ রোগের অপ্রাপ্ত হামলা হতে থাকলে যেও গ্রাউ ইমাম কিতাবে ঠিক থাকবে? পরিপাতিতে অটোমেটিক টাট হলাম যা হওয়ার ছিল। অস্ত্রের নার্সিক্য ও সন্দেহজনক হয়ে গেল। যিবেক নিকেকে একজন মুসলমান পর্বতের দেখার পরিবর্তে একজন বেশনারিষ্ট এখানে এগনালিষ্ট হিসেবে পরিচিত দিতে পারত হতে লাগল।

এ আলোচনা অভিযোগের আসল বহস হিসেবে বলা হয় অসম্পূর্ণ জাগতিক শিক্ষার গোমরাহী বল মাওলানার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল, জাগতিক শিক্ষার উপর কুঠ হয়ে ইসলাম নবুওয়াত বা শেখা এবং গুরুত্বের ফেরমের সোহবত গ্রহণ না করাকে ভুল এবং গোমরাহী মানসের করা

১৪ নং অভিযোগ: মাওলাদের কাজের উন্নতিবের জন্য ইশার নামাহকে দেরি করে পড়া। যনে হতো মাওলাদেরই আসল আর নামাহের চাইতে মাওলাদের কলকু বেশি।

উক্ত আসলে এশার নামাহ রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করা হানাকী হাওলাদে মস্তাহার বলা চাওয়া। এটিই হানকাহের সম্বল নিয়ম। এর চেয়ে বেশি দেরি যনে হয় না করা হয়েছে। অথচ অধ্যাত পর্যন্ত দেরি করা যাকর হওয়ার হাতাই জায়েয। হাওয়াত সহাবার (৩/১৮১) এ সফেদ একটি অধ্যাতও রয়েছে। ইকামাতের পর ইমাম সাহেবের মুসলমানদের কাছে লিখ হওয়া উসমা ইবনে উমাদের কা, বলেন, কখনো একমত হতো কোনো ব্যক্তি সাহাবার বাসুল সা, এর কাছে তার গরোজনের কথা বলত তখন বাসুল সা তার ও কিতাব মাওলা নারিষ্টে কথা বলতেন। এভাবে দীর্ঘকাল দীর্ঘিয়ে কথা বলতেন কিছু সাহাবা বা - কে দেখতাম উনার দীর্ঘ অবস্থানের কারণে ক্রিয়ারে পড়ত।

হযরত আনাস বা বলেন একমত হওয়ার পরও হযরত সা কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলতেন এতে কিছু সাহাবা বা ঘুমিয়ে পড়তেন। এরপর নামাহের প্রার্থিত বলে জাগতেন

স্পষ্ট বিষয় যে এটি শুধু ইউনিক ব্রহ্ম এর মর্শন বা করা এ হাদিসকে ইমাম বুখারী ব্রহ্ম ও মর্শন হিসেবে নিয়েছেন যেখান আরবের অধ্যায়।

১৫ নং অভিযোগ: তিনি সামান্য ইজতিমারী (সমষ্টিগত) আদলকে পরম্পর সমলবিধান একাকী আদলকে অনু সমলকৃত্য বলেছেন।

উত্তর: এতে আদলের কী আছে? একাকী করা আমল তদ্ব্যপেক্ষ পক্ষই থাকে আর সমষ্টিগততার করা আমল সমস্ত উদ্ভূত ও উপনিষিত মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। একক বাস্তবায়ন সমষ্টিগত আমল হলে লক্ষ্য বা ক্রান্তি। কোনো হাদিস ত্রুটি হতে নামাজ, বিকর তেলাওয়াতে মনগুল হলে সেসে তার উদ্ভাস যদি বলে, মিলেছে। একাকী আমলের পাহাড়ও সমষ্টিগত আমল অর্থাৎ সবকো অনু বচাবর হতে পারে না। তাহলে তার তুলনা কী? এমনভাবে যদি কোনো বাস্তব সমষ্টিগত নামাজ ছেড়ে একা একা হাজার বার শাক্ত পড়ে তবু এ পাহাড় এ অনু বচাবর হবে না এক হতে পারে না।

আসলে এটা ধীনের উপর চলা আর নীতিগতভাবে ধীর আলার করার মাঝে আসমান জমর পার্থক্য রয়েছে। আজ এদিকে আমাদের লক্ষ্য নেই। এমনকি এমনতরাতী আমলই শেষ হয়ে যাচ্ছে। উদ্ভূতের সামাজিক অবস্থার সাথে আদলের যে ওয়াদা ছিল তা ধোঁয়ে গেছে। আর এটি মাওলানা-র কথা না বরং তিনি নকলকারী। এটি শাইখুল হাদিস হাকারিয়া ব্রহ্ম-এর বক্তব্য। আর এ কথার দ্বিতীয় মুকতি বাইনুল আবদারীন সাহেব ব্রহ্ম। শায়েখ তাকে চিঠি লিখেছিলেন এবং তিনি হাকারিয়া হাকারিয়া এটি বর্ণনা করেছেন।

১৬ নং অভিযোগ: নবুওয়াতের সমস্ত ও কোরানের সমস্ত আদল করে বর্ণনা করা।

উত্তর: এখানে অভিযোগ করার কী আছে? কোরানের তারিকার মৌলিক অর্থ হলো নিজের সরাসরি উপর আমল করা আর নবুওয়াতের তারিকার মূল হলো, নিজের উপর মেহনত করার সাথে সাথে উদ্ভূতের উপরও মেহনত করা। এ কথার মূল উৎস হলো, মুকামিল ব্রহ্ম এর বিবরণিতিক আলোচনা ও লিখন। তার এই কথগুলো বিবেচনা করে মুকামিলসরপন তাদের জিতাবে তা উল্লেখ কাসাফন। কাসাফন সানউল্লাহ পারিপক্ষি ব্রহ্ম তফসিরে মাযহারীতে (১৫৭/৬) লিখেন, তবজে কোরানের দাবি হলো, আদলতে সমর্পিত, কুবে আকা। আর এরকম নবুওয়াতের দাবি হলো, মাখলুকের প্রতি মনোযোগী হওয়া। এ ব্যাপারে মুকামিলে আলেকসান্দী ব্রহ্ম-এর অনুসন্ধানমূলক বিশ্লেষণটিই অধিক উপযুক্ত যে, তবজে নবুওয়াত

তরজে বেলায়েত থেকে উত্তম। বরং আত্মাহর ইচ্ছায়, আত্মাহর আদেশে এবং আত্মাহর সম্মতি লক্ষ্যে মানুষের দিকে মনোযোগী হওয়া। আত্মাহর প্রতি মনোযোগী হওয়ারই নামাস্তর। কাজি সাহেব রহ. নবুওয়্যাতের তরতিব উত্তম হওয়ার একটি কারণ বের করেন যে, মাখলুকের প্রতিও মনোযোগী থাকে (দাওয়াতের মাধ্যমে) এটি নফসের উপর অনেক ভারি। শুধু আত্মাহতে সমর্পিত হওয়ার তুলনায়।

কাব্যানুবাদ: যখন প্রিয়র সাথে আমার মিলন হয় তখন বাস্তবে আমি নিজের নফসের গোলাম হয়ে যাই। আর বাস্তবেই কোনো মুসলমানকে বোশামোদ করা ও তাকে আত্মাহর সাথে মিলানোর কৌশল করার তুলনায় ইবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়াটা অনেক (সহজ) মজাদার। আজ তরজে নবুওয়্যাতকে উত্তম বলা, কারামতকে এর দিকে সম্পৃক্ত করা সময়ের দাবি। মুসলমানদের অবস্থা, তাদের জীবন হালতের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকেই যাচ্ছে। আজ এ দুর্বাবস্থার উপর কল্পার মানুষেরও বড় অভাব।

হযরত ধানভী রহ. সত্য বলেছিলেন, আজ দাওয়াতের অধ্যায়টি মুসলমানদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। যেখানে সামর্থ আছে সেখানেও নেই। আর যেখানে সামর্থ নেই তার ভো কথাই নেই। আমাদের আকাবিররা ছিলেন এমন যে, তারা যেখানে সামর্থ ছিল না সেখানেও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত হোননি। আর আমরা হলাম; যেখানে সামর্থ আছে, সেখানেও করি না।

১৭ নং অভিযোগ: এটি শোনা যাচ্ছে যে, পূর্ব জিন সুসূর্ণ রহ.-এর কর্মপদ্ধতি থেকে বর্তমান তাবলিগ সরে এসেছে এবং তা গোমরাহীর কারণ হওয়ার আশংকা হচ্ছে।

উত্তর: এ ব্যাপারে বলতে চাই যে, এটি কোনো নতুন অভিযোগ না। নিকটবর্তী প্রত্যেক যুগেই এমন অভিযোগ উঠেছে। শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ.-এর "তাবলিগ জামাতের উপর অভিযোগসমূহের জবাব" (১৮নং) এতে এ অভিযোগ ও তার জবাব রয়েছে, যার কিছু অংশ উল্লেখ করা হচ্ছে।

শাইখুল হাদিস রহ. বলেন, আমি ঐসব লোককে বলতে চাই: যে, বর্তমান দারুল উলুম দেওবন্দ কি ঐ কর্মনীতির উপর রয়েছে বা হযরত কাসেম নানুতুবি রহ., হযরত ইয়াকুব নানুতুবি রহ.-এর যুগে ছিল? সাহরানপুর মাদরাসা কী হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহেব ও মাওলানা মাযহার

সাহেবের নীতির উপর বিন্যাস? জমিরতে ওলামার হিন্দু কি আগের মতোই আছে? খানকাগুলোর অবস্থা কি হাজি সাহেব রহ. ও গাফুহী রহ.-এর যুগের মতো রয়েছে? আর যদি না থাকে তাহলে কি সব পোমরাহ হয়ে গিয়েছে? প্রতিষ্ঠানগুলো এবং এর মতো আরো সব প্রতিষ্ঠানগুলো কি পোমরাহ হয়ে গিয়েছে? হজুর সা.-এর প্রসিদ্ধ হাদিস, আমার যুগ সর্বোত্তম যুগ। এরপর তার পরের যুগ। এরপর তার পরের যুগ। এজন্য হজুর সা.-এর যুগ থেকে যামান! বত দূরে চলে আসবে বারেন, বরকত, উল্লিতি পর্বাতকমে কবে সে যুগের মতো থাকবে না। তাহলে কি ইসলাম এখন পোমরাহ হয়ে গিয়েছে? আরো আগে বেড়ে তিনি বলেন, পূর্ববর্তীদের বরকত পরবর্তী যুগে তালান করা এবং তাদেরকে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের মাপকাঠিতে বিচার করা অজ্ঞতা ছাড়া আর কী হতে পারে? তিনি আরো বলেন; যে, হযরত খানতী রহ.-এর উক্তি রয়েছে। যে, আমরা নিজেদের জারগায় নেই। আমি পূর্ববর্তী বুযুর্গদের জীবনীতে দেখি; যে, তাদেরকে দেখেই মানুষ মুসলমান হয়ে যেত। (ইযাকতে ইরাওমিয়া) আল্লাহর পানাহ! খানকার আশরাকিতরা কি তাহলে খানতীর যুগে পোমরাহ হয়ে গিয়েছিল? যখন তা আকাবিরদের কর্মপদ্ধতি থেকে সরে এসেছিল। আমি আমার গ্রন্থ "আপবিতী"-এর প্রথম বন্ডের শেষ দিকে আকাবিরদের কিছু ঘটনা লিখেছি। এর উপর আমল করব দূরের কথা বর্তমান মাদরাসাগুলাদের তা গলা দিয়েই নামবে না। এখন কি ঐ সব মাদরাসাগুলোকে পোমরাহ বলে দিব? অথচ পক্ষে-বিপক্ষে এতদ্যেকই এই মাদ্রাসাগুলোর বিন্যাস থাকাকে অস্বীকারি মনে করেন। এসব কিছুকে সামনে রেখে আমি তাবলিগি তাইদের নিষ্পাপ বলি না। অপাত্রে সহযোগিতাও করি না। আর না তাদের ভুলকে অস্বীকার করি।

১৮ নং অভিযোগ: দাওয়াতের কাজকে তিনি এত ছোট দিয়ে বলেন; যে, ধীনের অন্যান্য খেদমত ছোট মনে হয়।

উত্তর: এ ব্যাপারে বলব, মাওলানা সাঈদ সাহেব ইলম ও ওলামা এবং মাদরাসার গুরুত্ব বিষয়ে যে ব্যান করেছেন, তা শোলাই যথেষ্ট। এ গুলোর অভিও রেকর্ড সব জারগায় আছে। বাংলাওয়ালী মসজিদের রওনেসি হেদায়েতের কয়ান ওনলে বুঝা যাবে যে, দাওয়াতের কাজের গুরুত্বের সাথে ধীনের অন্যান্য খেদমতের পূর্ণ গুরুত্ব তার বজানে কী পরিমাণ পাওয়া যায়? এরপর আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

আমাদের পর্যালোচনা

মাওলানা সা'দ সাহেব উনার ভুল থেকে বারবার রুজু করছেন। আর দেওবন্দ তা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিচ্ছে। আসলে কিভাবে, কতবার রুজু করলে তার রুজু কবুল হবে? একজন মুসলমানের তওবার পথ কি এতটাই কঠিন?

দেওবন্দ মাওলানা সা'দ সাহেবের উপর যে তাকসির বির রায়-এর অভিযোগ এনেছেন তা যে তাকসির বির রায় না বরং সর্বোচ্চ তাকসির বিল মারজুহ হতে পারে এ ব্যাপারটি দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। এর যপক্ষে ভুরি ভুরি দলিল বিদ্যমান।

আমরা শুধু মাওলানা সালমান সাহেবের জবাবগুলো সংযোজন করছি। এখন প্রশ্ন থাকে মাওলানা সা'দ সাহেব তবু কেন বারবার রুজু করছেন? এর কারণ হলো, তাবলিগের শ্বাশত উসুল হেরে যাওয়া। ইলমী বিষয়ে ওলামা হযরতদের মতকে প্রাধান্য দেয়া ও তাদের মতকে সম্মান দিয়ে চলা। তাই ভারতের অন্যান্য বিখ্যাত মাদারিসের মশহুর ওলামায় কেবাম দেওবন্দের কতোয়ার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করার অনুমতি চাইলে মাওলানা সা'দ সাহেব বিনয়ের সাথে বলেন, তাই! আমি কে যে আমার জন্য দেওবন্দকে মানুষের কাছে ছোট করবেন? আমি মিটে বাই। তবু দেওবন্দের আজমত মানুষের দীলে বাকি থাকুক।

উনার বিরুদ্ধে যা কিছু করা হলো এবং বলা হলো, কেউ বলতে পারবে না যে, উনি কারো বিরুদ্ধে দু' পক্ষটি করেছেন। মাওলানা আরশাদ মাদানী দা.বা. যখন উনাকে প্রশ্ন করলেন যে, আপনার সঙ্গী উত্তাদ উনারা কেন চলে গেলেন? উনি চুপ ছিলেন। কারণ কারো বিরুদ্ধে যুঝ না খুলে চুপ থাকটাই উনার নীতি। উনার উপর যখন সাত সাতবার মরণঘাতী আক্রমণ হলো তখনও উনি কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেন নি। লিফলেট ছড়ানি। কতোরা উলব করে বিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রয়াস নেননি। এগুলোই কি উনার অপরাধ?

মাওলানা শামীম সাহেব দা. বা. বলেন, আমি আঠারো বছর যাবত দেখছি। উনাকে কখনো কারো গিবত করতে শুনিনি। এমন একজন শরিফ খান্দানী বুজুর্গ ব্যক্তি কতটা নিচে নামলে তার রুজু গৃহিত হবে? আর যদি

কাজুই মাকসাদ না হয় বরং মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা সাহেব ও উনার সাথীদের ফিরিয়ে আনা ও ইমারত ছেড়ে আলমি গুরাকে মেনে নেওয়ার দ্বারা সব গুনাহ মাফ হয়ে যায় (জবানে হাল যার সাক্ষ্য দিচ্ছে) তাহলে বলব-এর সহজ প্রক্রিয়া হলো, প্রথমে একথা উম্মতের সামনে আসা চাই যে, ইমারত ভিত্তিক কাজ সুন্নাতের নিকটবর্তী না-কি গুরাতন্ত্র?

এ ব্যাপারে সবাই একমত হবেন; যে, আমির নির্বাচন করাই নবী ও খোলাফায় রাশেদীনের সুন্নত। দাওয়াতের কাজের মাকসাদ সুন্নতকে জিন্দা করা। তাই কাজের মূল পয়েন্ট সুন্নত ভিত্তিক না হলে এ কাজের দ্বারা সুন্নত ও শরিয়াত জিন্দা করা সম্ভব না। আর ফেতনা এড়ানোর জন্য সুন্নত ছেড়ে দেয়া না বরং সুন্নতের দিকে ফিরে আসাই শরিয়াতের উসূল। এখন দাওয়াত ও তাবলিগের বিশ্বনেতৃত্বের জন্য মাওলানা সা'দ কাক্বলজীর চেয়ে উত্তম যদি কেউ থাকে তাকে পেশ করুন। গুরাতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার তো কোনো যৌক্তিকতা নেই।

দ্বিতীয় বিষয় মাওলানা সা'দ সাহেবেকেই চাপ দেয়া হচ্ছে, উনাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। কিন্তু কেন? উনি কি তাদেরকে বের করে দিয়ে ছিলেন? উনি তো বের করে দেননি। তাহলে উনাদেরকেও বলা দরকার। যে, আপনারা ফিরে আসুন। নিজামুদ্দীনের দুরার সবার জন্য সদা উন্মুক্ত। আকাবিরে দেওবন্দের কাছে আমাদের আরজ, ভাঙ্গনের ইতিহাস তো নতুন না। কিন্তু তা জিইয়ে রাখলে উম্মতের জন্য বিরাট ঋণিতকর হবে।

শেষ আরজ

দাওয়াত ও তাবলিগের কাজের উৎপত্তি নিজামুদ্দীন থেকে। মূলের সাথে সম্পর্ক না থাকলে ডালপালা যতই শক্তিশালী হোক না কেন তার মৃত্যু যেমন অনিবার্য তেমনি দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতের মার্কাজ নিজামুদ্দীনের সাথে যোগাযোগ বা সম্পর্ক না থাকলে তার পরিণতিও একই।